মুক্তার চেয়ে দামী

মাওলানা ইউনুস পালনপুরী

মুক্তার চেয়ে দামী

(১)

মূল

মাওলানা ইউনুস পালনপুরী

যিম্মাদার: বোম্বাই, ভারত

ইবনে

হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী (র.)

অনুবাদ

আব্দুল মজিদ

প্রকাশনায়

এদারায়ে কুরআন

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর-২০০৯

প্রকাশক ◗ আরিফ বিল্লাহ, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০, **স্বত্ব ◗** সংরক্ষিত, **প্রচ্ছদ ◗** নাজমুল হায়দার
কম্পিউটার কম্পোজ ◗ আবূ মাহমূদ:আশরাফ ডট কম, ০১৯১১-১৭৭২১০

মোবাইল: ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

মূল্য ঃ একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

MUKTAR CHEY DAMI (1): A Written by Mawlana younus palanpori.
Translate by: Mawlana abdul mazed and Published by: Edara-e-Quran, 50. Banglabazar. dhaka:1000
PRICE : TAKA ONE HUNDRED FORTY ONLY
ISBN.984-70109-0004-1 SET

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা মাওলানা আবুল
হাসান ও হাজেরা হাসানকে।
প্রাণবান এ দু'জন মানুষের অকৃত্রিম
স্নেহ
জামাতার পরিচয় ভুলে সন্তানের
পরিচয় গ্রহণে
বাধ্য করেছে॥

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

হযরত মাওলানা উমর পালনপুরী (র.) কে চিনে না এমন দ্বীনদার মানুষের সংখ্যা উপমহাদেশে খুব বেশী হয়ত হবে না। দাওয়াতের মুখপাত্র বলে যিনি উপমহাদেশের প্রতিটি দ্বীনি হালকায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। যারা তার বয়ান একবার শুনেছেন, তারা তাকে আর ভুলেনি। যদি কোন ইজতেমার ব্যাপারে জানা যেত যে তিনি সেখানে আসবেন, তাহলে মানুষের ঢল নামত সেখানে। বিশেষ করে উলামায়ে কিরামদের এক জামাআত শুধু তাঁর বয়ান শুনতেই সেখানে হাযির হয়ে যেত।

এ মহান দায়ী তাঁর ও তাঁর খান্দানের জীবন এ দাওয়াতের পিছনে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। ফলে তার সন্তানেরা এখন দাওয়াতের বড় বড় দায়িত্ব পালন করছেন। হযরত মাওলানা ইউনুস সাহেব পালনপুরী তাঁরই জেষ্ঠ্যপুত্র, বর্তমানে যিনি ভারতের মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বায়ের দায়িত্বে আছেন।

দারুল উলূম দেওবন্দে পড়ার সুবাদে ২০০১ সালে তাঁর সন্তান হাফেয হুযাইফার সাথে পরিচয় হয়। সেই সুবাদে তাঁর পিতা ও খান্দানের সাথে পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ের ভিত্তিতেই তিনি তার লেখা গ্রন্থ **"বিখরে মুতী"** অনুবাদ করানোর জন্য অর্বাচিনকে মনোনিত করেন। গ্রন্থটি অনেক বড় মানুষের লেখা হলেও অনুবাদটি হয়েছে একেবারেই ছোট মানুষকে দিয়ে। ফলে পাঠকের হস্তগত অনুবাদে কিছু ভ্রান্তির অবকাশ থাকতেই পারে। আশা করি এমন কোন সমস্যা থাকলে তা জানিয়ে কৃতজ্ঞা প্রকাশের সুযোগ দিবেন।

বিনয়াবনত

আব্দুল মজিদ
উস্তাযুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া
মিফতাহুল উলূম, মধ্যবাড্ড
ঢাকা-১২১২

১৬.৬.১৪২৭ হিজরী
১৪.৬.২০০৬ ঈসাব্দ

www.pathagar.com

লেখকের আরয

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ!

"বিখরে মুতী" আমার পছন্দনীয় কিছু নির্বাচিত কথা। তার দুই অংশ মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে। সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজনের পর তা ছাপানোর অনুমতি দিচ্ছি হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমীন সাহেবকে। যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের হাদীস ও ফিকহের উস্তায। এর সাথে যা ছাপা হয়নি তার ছাপানোর অনুমতিও দিচ্ছি।

আল-আমীন কিতাবিস্তান, দেওবন্দ থেকে যে সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে তাতে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাথে কিছু সংযোজনও আছে। ফলে অতীতের প্রকাশকরা যেন পুরাতন এডিশনকে প্রকাশ করার চেষ্টা না করে।

আস্ সালাম

মুহাম্মদ ইউনুস পালনপুরী
১২ সফর, ১৪২৬ হিজরী
২৩ মার্চ ২০০৪ ঈসাব্দ

www.pathagar.com

মুফাসসিরে কুরআন, মুহাদ্দিসে কাবীর ফকীহুন নফস হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা., উস্তাযুল হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার ব্যাখ্যাকার-এর

অভিমত

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين، أما بعد:

"বিখরে মুতী" (ছড়ানো মানিক) গ্রন্থে মাওলানা ইউনুস সাহেব পালনপুরী রংবেরঙয়ের ফুলকে একত্রিত করে একটি চমৎকার তোড়া তৈরী করেছেন। এটা মূলতঃ মাওলানার একটি জ্ঞানকোষ, যার মধ্যে তিনি অতি মূল্যবান কিছু মুক্তা একত্রিত করেছেন। গ্রন্থটিকে একটি সুন্দর দস্তরখানও বলা যেতে পারে। যার উপর বৈচিত্রপূর্ণ খাবার আছে। এখানে তাফসীরের সুক্ষ্ম জ্ঞানকোষ ও ফাওয়ায়েদ ছাড়াও হাদীসে বর্ণিত নসীহত ও হেদায়েতও আছে। দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক পূর্বসুরীদের ঘটনাবলি আছে। যা অন্তরে রেখাপাত করে। সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত কিছু দুআও যুক্ত করা হয়েছে। এ ভাবে গ্রন্থটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে।

এ ছাড়াও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমীন সাহেবের সম্পাদনা গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। তাই আশা করা যায় গ্রন্থটি সীমাহীন উপকারী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলা কবূল করুন ও লেখকের জন্য আখেরাতের পাথেয় বানিয়ে দিন। আর উম্মতকে এর সুফল ভোগ করান।

আস সালাম
সাঈদ আহমদ পালনপুরী
খাদেম: দারুল উলূম দেওবন্দ
১৫ সফর, ১৪২৬ হিজরী

www.pathagar.com

সূচী

শিরোনাম: পৃষ্ঠা

উৎসর্গ/৩

অনুবাদকের কথা/৪

লেখকের আরয/৫

অভিমত/৬

ইসলামের মেহনত/১৭

সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধের কিছু বিরল ফযীলত/১৭

বদ নযর থেকে বাঁচার ওযীফা/১৯

আল্লাহর রাস্তায় কুরআন পাঠের এক বিশেষ ফযীলত/২০

তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান/২০

আল্লাহর কুদরত/২১

নিজ সাথীদের সাথে রাসূল (সা.)-এর আচার-আচরণ/২১

বিশেষ বিপদে বিশেষ আমলের মাধ্যমেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব/২২

ইজ্জত দানকারী কুরআন মাজীদের এক বিশেষ আয়াত/২৪

কোন দিন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করা হয়েছে/২৪

নিজ খাযানার এক দিরহাম খরচ করে আল্লাহর খাযানার দশ দিরহাম নাও/২৪

দুঃশ্চিন্তাযুক্ত মানুষের কানে আযান দেওয়া/২৬

দুঃশ্চরিত্রের কানে আযান দেওয়া/২৬

শয়তান কাউকে পেরেশান বা ভয় দেখানোর সময় আযান দেওয়া/২৬

ভূত-প্রেত দেখে আযান দেওয়া/২৭

আযানের আরো কিছু জায়গা/২৭

প্রত্যেক মানুষের সাথে চব্বিশ ঘন্টায় বিশজন ফেরেশতা থাকে/২৮

মুসলমানের একটি সামান্য উপকারের দ্বারা সমস্ত গুনাহ মাফ/২৯

আকস্মিক মৃত্যু থেকে বাঁচার এক নববী প্রতিষেধক/৩০

অহংকারীর দিকে আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন না/৩০

স্ত্রীর মুখে খানার লোকমা দিলে সদকার সওয়াব হয়/৩১

পূর্বেকার বুযুর্গদের শুভাকাঙ্খীদের উদ্দেশ্যে তিনটি নসীহত/৩২

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা.)-এর তাকওয়া/৩২
যালিমের অত্যাচার থেকে বাঁচার এক নবুওতী নির্দেশনা/৩২
ছোট আমল সওয়াব বেশী, ফায়দা অনেক/৩৪
রাসূল (সা.)-এর আখলাক/৩৫
একটি দুআ/৩৫
ইন্তেকালের সময় হযরত উমরের অসিয়্যত/৩৫
পাঁচটি কালিমা/৩৬
হযরত আলী (রা.) দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে রাসূল (সা.) থেকে পাঁচটি কালিমা শিখে নিলেন/৩৮
আল্লাহর আরশ ও আসন থেকে উত্তম জায়গায় যে সাহাবীর সিজদা করার সৌভাগ্য হয়েছিল/৩৮
দুই স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষার এক বিরল ঘটনা/৩৯
হযরত ইবনে আব্বাসের সতর্কতা/৩৯
মুসলমানের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি/৩৯
চিঠি-পত্রে বিসমিল্লাহ লেখা কি জায়িয আছে?/৪০
কুরআন মাজীদের শেষ দুই আয়াত যা মাখলুক সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ নিজেই লেখেন/৪০
হযরত হুযাইফা (রা.)-এর সাথে নবীজীর আচরণ/৪১
দুআ কবূল হওয়ার জন্য একটি পরীক্ষিত আমল/৪১
উম্মতে মুহাম্মদীর সামনে তিনটি শঙ্কা/৪২
প্রত্যেক বিপদ থেকে উদ্ধার/৪২
শত্রুর হাত থেকে হেফাযত/৪২
একটি বিরল ঘটনা/৪৩
রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততার জন্য একটি পরীক্ষিত আমল/৪৪
দ্বীন বিমুখকে দ্বীনমুখী বানানোর একটি ফারুকী ব্যবস্থা/৪৪
খালি হাতে বদরের যুদ্ধ/৪৫
নবী কারীম (সা.) এর জামাতা আবূল আসের একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা/৪৬
নেককার স্ত্রী/৪৯
যুলুম তিন প্রকার/৫০

www.pathagar.com

ইসলামে ঈদুল ফিতরের প্রথম নামায/৫০
এক ওয়াক্ত নামায না পড়েও যে সাহাবী জান্নাতী/৫০
যালিমের সহযোগীও যালিম/৫১
হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ/৫১
যতক্ষণ অযু থাকবে, ততক্ষণ ফেরেশতারা নেকী লিখতে থাকবে/৫১
ছোট ও বড় গুনাহের একটি সুন্দর উদাহরণ/৫২
আল্লাহ তাআলার নিকট সংরক্ষিত তার একটি এগ্রিমেন্ট/৫৩
আমল ভাল হলে শাসক ভাল হবে, আমল খারাপ হলে শাসক খারাপ হবে/৫৩
একটি সর্বগ্রাসী সমস্যার শরঈ সমাধান/৫৪
আল্লাহ ও তার রাসূলের লা'নতের যোগ্য কারা/৫৬
অযোগ্যকে পদাধিকার করা/৫৭
সূরা আনআমের একটি বিশেষ ফযীলত/৫৮
আল্লাহ ও আখেরাতের ভয়ে বাহির হওয়া এক ফোটা অশ্রু জাহান্নামের বড় থেকে বড় অগ্নিকুণ্ডকে নিভিয়ে দিবে/৫৮
উলামায়ে কিরামের কলমের কালী আর শহীদের রক্তের ওযন/৫৮
ঈমানের পর সর্ব প্রথম ফরয সতর ঢাকা/৫৯
নৈরাশ হয়ে দুআ করা/৫৯
রাসূল (সা.) এর সংশ্রব (জান্নাতে) কোন জাত-পাত ও রং বর্ণের উপর নির্ভর করে না/৬০
মসজিদ ও জামাআত/৬১
মূসা (আ.) এর তখতে এ উম্মতের বিশেষ গুণাবলী এবং হযরত মূসা (আ.) এর সাহাবী হওয়ার আগ্রহ/৬৩
কাফের ও ফাসেকের স্বপ্নও অনেক ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে/৬৫
চিল্লার ফযীলত/৬৬
যে সৌভাগ্যবান সাহাবীর আকৃতি রাসূল (সা.) এর অনুরূপ ছিল/৬৬
একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ/৬৬
ইন্তেকালের সময় এক সাহাবীর চেহারা রাসূল (সা.) এর কদম মুবারকে/৬৭
কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাসবীহ/৬৭
শয়তানের দিকে আহ্বানকারী/৬৮

www.pathagar.com

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য একটি বিশেষ দুআ/৬৯
আরবী মুনাজাত/৭১
রমযানের ফযীলত/৭১
আব্দুর রায্যাক নাম্মী ব্যক্তিকে রায্যাক নামে ডাকলে গুনাহ হয়/৭২
হযরত মূসা (আ.) এর বদ দুআর প্রতিক্রিয়া/৭৪
বদ নযরের বাস্তবতার ন্যায় নেক নযরেরও বাস্তবতা আছে/৭৫
পায়ের ব্যাথা দূর করার নববী ব্যবস্থা/৭৬
রুযীতে বরকতের জন্য নববী ব্যবস্থা/৭৭
অস্থিরতা দূর করার নববী ব্যবস্থা/৭৭
মুসলমানদের সম্মিলিত সম্পদে হযরত উমর (রা.)-এর সাবধানতা/৭৮
যাকে আল্লাহ মুহাব্বত করেন, তাকে এ দুআ পড়ার তৌফিক দান করেন/৮০
দুআ কবূল হওয়া/৮০
সাহাবায়ে কিরামের বিরোধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত/৮১
জুমার নামাযের পর গুনাহ মাফ করানোর একটি নববী পদ্ধতি/৮১
অযুর মধ্যে বিশেষ দুআ/৮২
তিনটি বড় রোগ থেকে বাঁচার সহজ নববী ব্যবস্থা/৮২
মানুষের কানে শয়তানের পেশাব/৮৩
মুনকার-নাকীরকে হযরত উমরের প্রশ্ন/৮৩
দুনিয়ার জন্য পাঁচটি বাক্য আখেরাতের জন্য পাঁচটি বাক্য/৮৩
দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি হল:/৮৩
আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি হল:/৮৪
জেল থেকে মুক্তির একটি নববী ব্যবস্থা/৮৪
বিপদ থেকে মুক্তি ও লক্ষ্য অর্জনের পরীক্ষিত আমল/৮৫
চতুর্থ আসমানের ফেরেস্তাকে নিজ সাহায্যে ব্যস্তকারী দুআ/৮৬
কুরআন তিলাওয়াতের সময় চুপ না থাকা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য/৮৭
ডিম হালাল হওয়ার দলীল/৮৭
পুরাতন হলে এমনই হওয়া উচিত/৮৮

www.pathagar.com

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং খালিদ (রা.) এর পরস্পরের একে অন্যকে তিরস্কার: হুযূর (সা.) এর উভয়ের প্রশংসার মাধ্যমে উভয়কে শান্ত করন/৮৮
পুরাতন ত্যাগী সাথীদের সন্তানাদীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও তাদের সাথে সদাচরণ করা জরুরী, নতুবা ফরয বা নফল কোন ইবাদত কবূল হবে না/৮৯
রাসূল (সা.)-এর সেলোয়ার ব্যবহারের দলীল/৮৯
যে সৌভাগ্যবান সাহাবীর মদীনাতে ইন্তেকাল হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতারা তার জানাযা তাবূকে নিয়ে গিয়েছিল, আর সেখানেই রাসূল (সা.) তার জানাযার নামায পড়েন/৯০
মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনরত মহিলার শাস্তি/৯০
হযরত ঈসা (আ.) এর দুআ/৯০
নারী-পুরুষের ঝগড়া-বিবাদের মাঝে পার্থক্য/৯১
নারী তিন প্রকারের হয়/৯২
গরীব ভাইয়ের সদকাও কবূল করা উচিত/৯২
দুনিয়ার প্রত্যেক বেদানার মধ্যে জান্নাতের একটি দানা থাকে/৯৩
ঘুম না আসলে এ দুআ পড়বে/৯৪
হযরত মুআবিয়া (রা.) এর উদ্দেশ্যে হযরত আয়শা (রা.)-এর একটি চিঠি/৯৫
হযরত আবূ বকর (রা.) কে নবীজীর তিনটি উপদেশ/৯৫
দুআ কবূলের জন্য কিছু কালিমা/৯৬
দূর্ভাগা ব্যক্তির আলামত ৪টি/৯৬
তাবলীগ কর্মীদের বৃহঃস্পতিবার রাতের প্রতি যত্নবান হতে হবে/৯৭
তাসাউফের সার কথা/৯৭
নিজ স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করতে হবে/৯৮
সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরতা/৯৮
বাইআতের প্রামাণ্যতা/৯৯
দুআ করে মৃত বাচ্চাকে জীবিত করা/৯৯
জান্নাতের হুরদের মোহর/১০০
মু'মিনের বেঁচে যাওয়া খানা শিফা, এটা হাদীস নয়/১০১
নখ কাটার বিশেষ কোন পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি/১০২

www.pathagar.com

কিছু জানোয়ারও জান্নাতী হবে/১০২
খাবারের আগে-পরে হাত ধৌত করার ফযীলত/১০৩
সহীহ হাদীসের সংখ্যা/১০৪
জুমার দিন যোহরের নামায জামাতের সাথে পড়া/১০৪
স্টিল বা লোহার চেইন ব্যবহার করা/১০৪
এলকোহলের ব্যবহার/১০৪
মিসওয়াক সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা/১০৫
চেয়ারে বসে বয়ান করার বৈধতার দলীল/১০৬
উনপঞ্চাশ কোটির হাদীস/১০৬
অযুসহ মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তিও শহীদ/১০৭
একটি পরীক্ষিত আমল/১০৭
সাত হাজার বার তাসবীহ পড়া থেকে এ দুআটি পড়া উত্তম/১০৯
দাম্ভিকতাপূর্ণ একটি বাক্য সুশ্রীকে কুশ্রী আর দীর্ঘ দেহকে খাট দেহে পরিণত করল/১১০
কোন যুগে গমের দানা খেজুরের আটির মত বড় হত/১১০
গুনাহগারের ৩টি জিনিষের প্রয়োজন/১১১
স্বর্ণের দাঁতের শরয়ী বিধান/১১১
চাটুকার ব্যক্তি শহীদের কাতারে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না/১১৪
দাওয়াতের সাথীদের ৬টি 'ع' সম্বলিত বাক্য থেকে বাঁচা একান্ত জরুরী। আর এ বাঁচার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট অগ্রগতির আশা করা যায়/১১৫
চল্লিশ বৎসর বয়সে কুরআনের এই দুআটি পড়ার দ্বারা সন্তান সৎ হওয়া এবং নেক কাজের তৌফিক হওয়ার আশা করা যায়/১১৬
হযরত আবূ বকর (রা.) এর ফযীলত/১১৬
চার মাস পর গর্ভপাত ঘটান মানব হত্যার শামিল/১১৬
জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত অষুধ ও ব্যবস্থাদির শরঈ বিধান/১১৭
বক্ষব্যধি দূর করার নবুওয়তী ব্যবস্থা/১১৭
বক্ষব্যধি দূর করার জন্য একটি পরীক্ষিত আমল/১১৮
দাওয়াতের ময়দানে নবী কারীম (সা.) এর সংকট ও সম্ভাবনা/১১৮

www.pathagar.com

হযরত উমর (রা.) এর ৬টি নসীহত/১১৯
চুরি ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি/১১৯
যালিমের উপর বিজয়/১১৯
দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা/১১৯
বিত্ত আসে ৭টি কাজ দ্বারা/১২০
মেধা ও স্মৃতি শক্তির জন্য/১২০
ইয়াদ ও স্মরণ শক্তির জন্য/১২০
(চাকরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে) সূরা দোহার বৈশিষ্ট্য/১২১
ইমাম মালেক-এর ঘটনা/১২১
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-এর ঘটনা/১২১
হযরত ইবরাহীম বিন আদহামের ঘটনা/১২১
অসুস্থাবস্থায় দুআ/১২২
খালি মাথায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়/১২২
নামাযের বরকত/১২২
সন্তানাদির অসংযত আচরণ ও তার প্রতিকার/১২৩
মিথ্যা অপবাদের শাস্তি/১২৩
আত্মীয়তার বন্ধনের উপকারীতা/১২৫
আত্মীয়তার বন্ধন সংক্রান্ত একটি বিরল ঘটনা/১২৮
যিকির ও দুআর উপকারীতা/১২৯
আদম সন্তানের আসল রূপ/১৩১
আল্লাহ কর্তৃক বন্টনের উপর সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত/১৩২
বিচারকের জন্য আসল সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে গোপন রেখে বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য নিজ মনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলার অবকাশ আছে/১৩২
জান্নাতবাসীদেরকে চুড়ি পরানোর রহস্য/১৩৩
জ্বিনদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার নববী ব্যবস্থা/১৩৪
সফরে বাহির হয়ে সকাল-সন্ধ্যা এই দুআ পড়বে/১৩৫
পানিতে ডুবে যাওয়ার থেকে বাঁচার জন্য এ দুআ পড়বে/১৩৫
হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের সামনে হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালামের বেদনা বিধূর বক্তৃতা/১৩৫

www.pathagar.com

মসজিদের আদব ১৫টি/১৩৬
যে সকল জায়গাকে আল্লাহর যিকির কুরআনের শিক্ষা ও দ্বীনের তা'লীমের জন্য নির্দ্ধারণ করা হয়েছে তা-ও মসজিদের হুকুমে/১৩৭
মসজিদ উঁচু তথা সমুন্নত রাখার অর্থ/১৩৮
রফয়ে মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য/১৩৯
হযরত উমরকে জনৈক বৃদ্ধার নসীহত/১৪০
হযরত ইয়াহইয়া উন্দুলুসীর আমানতদারী/১৪২
এক হাজার খণ্ডের তাফসীর গ্রন্থ/১৪৩
আত্তাহিয়্যাতু (التحيات) শেখার জন্য এক মাসের সফর/১৪৩
তাশাহহুদ শিক্ষা করার সফরের কারণ কি?/১৪৩
তাশাহহুদ বর্ণনাকারী সাহাবাগণ/১৪৩
নবী কারীম (সা.) এর আখলাক/১৪৪
মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্য-শস্য জমা করা মরণ ব্যাধির কারণ/১৪৬
মানুষের তিন বন্ধু/১৪৭
দাঈর গুণাবলী ১০টি/১৪৭
তওবার বাস্তবতা/১৪৮
সবকিছু নিয়তের উপর/১৪৮
টিভির সাথে কবরে যাওয়ার এক ভীতিকর কাহিনী/১৪৯
মানুষের অন্তর চার প্রকার হয়/১৫১
অহংকারের আলামত ২টি/১৫১
প্রত্যেক কাজে ভারসাম্যতা চাই/১৫২
সবচেয়ে ঈর্ষনীয় বান্দা/১৫২
হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের আশ্চর্যজনক ঘটনা/১৫৩
পরিবার-পরিজনের সুস্থতার জন্য এক পরীক্ষিত আমল/১৫৩
দুনিয়া অন্বেষণকারীর গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়/১৫৪
আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়া থেকে বাঁচায়/১৫৪
স্বচ্ছন্দ প্রত্যাশী স্ত্রীকে হযরত আবূ দ্দারদা (রা.)-এর জবাব/১৫৫
কোন ভাইয়ের বিপদে উল্লসিত হয়ো না/১৫৫
রিয়াকারী ব্যক্তির জন্য অপদস্ততার শাস্তি/১৫৬

www.pathagar.com

দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনকারীদের জন্য কঠিন সতর্কবাণী/১৫৬
সহজ হিসাব/১৫৭
আল্লাহর জন্য রাতে জাগ্রত ব্যক্তিদের বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ/১৫৭
উম্মতে মুহাম্মদীর এক মোটা সংখ্যক লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে/১৫৮
দুআর মাধ্যমে গায়বী খাযানা থেকে রুযীর ব্যবস্থা/১৫৯
সম্পদের লিপ্সার ব্যাপারে হুযূর (সা.) এর নসীহত/১৫৯
যে কারোর সামনে নিজ মুসীবতের কথা প্রকাশ না করে, তার জন্য ক্ষমার ওয়াদা/১৬০
রাসূল (সা.) এর নিজ কন্যাকে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা/১৬১
আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা বিলাসী জীবন অতিবাহিত করে না/১৬২
চাকর ও ভৃত্যের অন্যায় ক্ষমা কর, যদিও সে একদিনে সত্তরবার অপরাধ করে/১৬৩
অন্তরের কাঠিন্যতা দূরের চিকিৎসা/১৬৪
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর মর্যাদা/১৬৫
মুস্তফা (সা.) এর মর্যাদা/১৬৫
ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির জানাযা রাসূল (সা.) পড়তেন না/১৬৭
শরীয়ত বিরোধী মনোবাঞ্চনা পূরণ এক ধরণের মূর্তি পূজা/১৬৭
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরিবারে লোকেরা সাধারণত বঞ্চিত হয়/১৬৮
যাইতুন তেলের বরকত/১৬৮
সূর্যের উপর লেখা আল্লাহ তাআলার ৮টি নাম/১৬৯
ইসলামী শরীয়তে কবি ও কাব্যের বিধান/১৬৯
হযরত ইউসুফ (আ.) এর কবর সম্পর্কে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা/১৭২
নীল নদের নিকট হযরত উমরের চিঠি/১৭৩
সাপের মাধ্যমে হযরত হাসান-হুসাইনকে হেফাযত/১৭৪
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মুখের লোকমার বরকতে লজ্জাহীন নারী লজ্জাবতী নারীতে পরিণত হল/১৭৫
ইমাম আবূ হানীফার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক কিছু ঘটনাবলী/১৭৬
দেশদ্রোহী, ডাকাত এবং পিতা-মাতার হত্যাকারীর জানাযা নাই/১৭৮

www.pathagar.com

চিল্লার ভিত্তি/১৭৯
আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়বে কি না?/১৮০
শুক্রবারে মৃত্যুর ফযীলত/১৮১
নবীদের নামের উৎস/১৮১
পাঁচ ব্যক্তি আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকে/১৮২
অসুস্থ রুগীকে দেখতে আসার এক চমৎকার ঘটনা/১৮২
হুযূর (সা.) এর সাথে সাক্ষাত কিভাবে সম্ভব/১৮৩
আট ধরণের মানুষকে কবরে প্রশ্ন করা হবে না/১৮৪
ইবরাহীম ইবনে আদহামের পিতার খোদাভীতি/১৮৪
একটি নেকীর কারণে জান্নাতে প্রবেশ/১৮৬
পিতার কল্যাণকামীতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ/১৮৭
আল্লাহর কাছে আমানত রাখার এক বিরল ঘটনা/১৮৭
সাতাশ বছর পর আল্লাহর রাস্তা থেকে প্রত্যাবর্তন/১৮৯

www.pathagar.com

ইসলামের মেহনত

ইসলাম আল্লাহর সত্য দ্বীন, যে দ্বীনের মেহনতের জন্য চার মাসের সময় চাওয়া হয়। আর মেহনতটি চার ধরণের।

১. শুনার মেহনত; যাকে তা'লীম বলা হয়।

২. বলার মেহনত; যাকে দাওয়াত বলা হয়।

৩. চিন্তার মেহনত; যাকে যিকির বলা হয়।

৪. চাওয়ার মেহনত; যাকে দুআ বলা হয়।

দাঈ ইজতেমায়ী (সম্মিলিত) কর্মসূচীর সাথে সাথে ইনফিরাদী (ব্যক্তিগত) আমলেও গুরুত্ব দিবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা জিজ্ঞেস করলেন: তোমাদের মধ্যে আজ কে রোযা রেখেছে? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ আজ অসুস্থের সেবা করেছে? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি করেছি। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আজ জানাযার নামাযে অংশ নিয়েছে? হযরত আবূ বকর (রা.) আবার বললেন, হ্যাঁ, আমি অংশ নিয়েছি। হযূর (সা.) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কেউ কি আজ কোন মিসকিনকে খানা দিয়েছে? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, হ্যাঁ, আমি দিয়েছি। নবী করীম (সা.) বললেন, যে প্রত্যহ এই কাজগুলো করবে সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।[১]

সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধের কিছু বিরল ফযীলত

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন মর্যাদাবান হবে যাদের মর্যাদা দেখে

---

১. হায়াতুস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ৬৪৮।

www.pathagar.com

নবী ও শহীদগণও পুলকিত হবেন। তাঁরা নূরের এক বিশেষ মিম্বারের উপর আরোহন করবে, অতি সহজেই মানুষ তাদেরকে চিনতে পারবে। আমি কি বলব তারা কারা? সাহাবায়ে কিরাম বললেন বলুন, রাসূল (সা.) বললেন, তারা ঐ সকল মানুষ যারা আল্লাহ তাআলার বান্দাদেরকে আল্লাহর কাছে প্রিয় বানাতে থাকে। আর আল্লাহকেও তার বান্দাদের নিকট প্রিয় ও মাহবূব বানানোর জন্য চেষ্টা করে। আর মানুষের হিতাকাংখী হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে।

হযরত আনাস (রা.) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা আল্লাহকে তার বান্দাদের নিকট প্রিয় করে তোলে এ কথাতো বুঝলাম, কিন্তু আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর নিকট প্রিয় করে তোলে তার কী অর্থ?

জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে ঐ সমস্ত কাজের নির্দেশ দিবে যা আল্লাহর প্রিয় ও পছন্দনীয়। তারপর যখন মানুষ তাদের কথামত ঐ পছন্দনীয় কাজ করা শুরু করবে, তখন তারা আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও মাহবুব বান্দায় পরিণত হবে।[২]

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, সৎকাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ নেক লোকদের যাবতীয় কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কখন তা ছেড়ে দিবে? জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, যখন তোমাদের মধ্যে ঐ সকল খারাপ বিষয়গুলো প্রবেশ করবে, যা বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বনী ইসরাঈলের মধ্যে কি কি খারাবী প্রবেশ করেছিল? রাসূল (সা.) বলেন, যখন তোমাদের নেক মানুষেরা পার্থিব স্বার্থের কারণে পাপাচারদের সামনে দ্বীনী বিষয়াদির ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করবে। ইলমেদ্বীনের ধারকরা হবে সবচেয়ে খারাপ। ক্ষমতা চলে যাবে নিচু লোকদের হাতে। তখন তোমরা এক কঠিন ফিতনার সম্মুখিন হবে। ফিতনাও তোমাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। তোমরা ফিতনার দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।[৩]

---

২. হায়াতুস সাহাবা: খ. ২, ৮০৫।

৩. হায়াতুস সাহাবা, খ.২, পৃ.৮০৬।

www.pathagar.com

বদ নযর থেকে বাঁচার ওযীফা

হযরত জিব্রাঈল আ. রাসূল (সা.) কে বদ নযর থেকে বাঁচার একটি বিশেষ ওযীফা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন যে, পড়ে হাসান ও হুসাইনের গায়ে ফুঁক দিতে।

ইবনে আসাকিরের বর্ণনায় আছে যে, জিব্রাঈল আ. যখন রাসূল (সা.) এর নিকট আসলেন, তখন রাসূল (সা.) রাগান্বিত ছিলেন। জিব্রাঈল আ. রাগের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাসূল (সা.) জবাব দিলেন:

হাসান ও হুসাইনের বদ নযর লেগেছে। জিব্রাঈল আ. বললেন, ঠিকই বলেছেন, বদ নযর এটা লেগে থাকে। আপনি এ দুআ পড়ে তাকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয়ে কেন পেশ করেননি? রাসূল (সা.) বললেন সে বাক্যগুলো কি? জিব্রাঈল বললেন, পড়ুন:

اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذالوجه الكريم ولىّ الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس.

অর্থ: অসীম অনুগ্রহ ও বিশাল ক্ষমতার মালিক হে আল্লাহ! হে মর্যাদাবান সত্ত্বার অধিকারী! হে পূণ্যবান পূর্ণ কালিমার এবং কবূল যোগ্য দুআর কবূলকারী! মানুষের বদ নযর ও জ্বিনের ফুঁক থেকে হাসান-হুসাইনের সুস্থতাদানকারী।

এ দুআ পাঠ করা মাত্র দুইটি বাচ্চাই সেখানে দাঁড়িয়ে গেল এবং দৌড়-ঝাঁপ শুরু করল। হুযূর (সা.) বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার ও সন্তানাদিকে আল্লাহর আশ্রয়ে অর্পণ কর। আর আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণের জন্য এর চেয়ে উত্তম দুআ আর নাই।[৪]

---

৪. তাফসীর ইবনে কাসীর: খ.৫, পৃ. ৪১৬।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাস্তায় কুরআন পাঠের এক বিশেষ ফযীলত

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যেয়ে এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে সে কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের সাথে উঠবে।[৫]

যদি আমরা আল্লাহর রাস্তায় যেয়ে এক চিল্লায় প্রতিদিন সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করি তাহলে এ ফযীলত ইনশাআল্লাহ আমরাও পেয়ে যাব।

তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান

শেষ রাতে যখন ঘুম থেকে আমি জেগেছি।

আল্লাহর রহমতের দরজাকে তখন খোলা পেয়েছি।
যতসব ভিক্ষুক বাড়িয়েছিল তাদের রিক্ত এ হাত,
তাদের এ আওয়াযে সরব রাতে পরিণত হল নিঝুম রাত।
আছে কি কেহ রিযকের ভিখারী যে পরিমাণ চাই দিব,
জান্নাতের পিপাসা মিটিবে না কভু এ দুয়ার ছাড়া।
পাপের বোঝা দেখে কেহ নিরাশ হয়ো না হে!
গুনা শত করিব ক্ষমা অসহায় ভাবিবে যে।
তওবা যে করিবে সদা ক্ষমা করিব তাকে,
নিজ করুনায় করি ক্ষমা আমি যাতে অনুশোচনা জাগে।
খোদার অনুগ্রহের কথা ভাবিয়া সদায় ঝরে মোর অশ্রু,
ভাগ্যবান সে ব্যক্তি খোদার ভয়ে সিক্ত হয় যার শশ্রু।
পালনকর্তা খোদা হে! ফকীর বেশে রয়েছি তোমার পিছু,
যদি পাই তোমাকে থাকবে না মোর চাওয়ার আর কিছু॥

ঈমান ও ইসলাম আল্লাহ তাআলার নিকট মূল্যবান বস্তু, প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর একজন পূর্ণ মু'মিনের মর্যাদা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং নতুন রূপে তার মূল্যায়ন হতে থাকে।

---

৫. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ. ১, পৃ. ৫৯৭।

www.pathagar.com

মুসনাদে আহমদ এবং মুসনাদে আবূ ইয়ালা'তে আছে যে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা কোন নেক আমল করলে তার সাওয়াব পিতা-মাতার আমল নামায় লেখা হয়। আর কোন গুনার কাজ করলে তা কারোর আমল নামায় লেখা হয় না। না পিতা-মাতার না সন্তানের।[৬]

আল্লাহর কুদরত

ইবনে আবী হাতেমের সংকলিত এক মারফূ' হাদীসের আছে যে, (রাসূল সা. বলেন,) আমাকে আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতার শারীরিক গঠনের বর্ণনা দিতে বলা হয়েছে। আর তা হল এই যে, তার ঘাড় আর কানের লতি পর্যন্ত জায়গাটি এত দীর্ঘ যে, কোন পাখি সেখানে দীর্ঘ শত শত বৎসর যাবত উড়তে পারবে। হাদীসটির সূত্র অত্যন্ত মযবূত এবং বর্ণনাকারীরা সকলেই নির্ভরযোগ্য।

নিজ সাথীদের সাথে রাসূল (সা.)-এর আচার-আচরণ

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালী (রা.) একদা হুযূর (সা.) এর নিকট হাযির হলেন। তখন নবী কারীম (সা.) এমন এক কামরায় ছিলেন যা সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতির কারণে ভর্তি ছিল। হযরত জারীর (রা.) এসে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। তাকে দেখে রাসূল (সা.) ডানে বামে দেখতে লাগরেন। কিন্তু বসানোর মত কোন জায়গা দেখলেন না। নবী কারীম (সা.) নিজ চাদর হযরত জারীরের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, এর উপর বস।

হযরত জারীর চাদরটি নিয়ে চুমু দিয়ে বুকের সাথে জড়ায়ে ধরলেন; তারপর আবার তা ফিরিয়ে দিলেন। এবং বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে মর্যাদাবান করুন। যেমন আপনি আমাকে মর্যাদাবান করেছেন। তারপর রাসূল (সা.) বললেন, যখন তোমাদের নিকট কোন গোত্রের মর্যাদাবান কেহ আসে তাহলে তাকে সম্মান কর।[৭]

---

৬. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ. ৩, পৃ. ৪০৯-১০, মাআরেফুল কুরআনঃ খ.১, পৃ. ২৩০
৭. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.২, পৃ.৫৬৩।

www.pathagar.com

বিশেষ বিপদে বিশেষ আমলের মাধ্যমেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব

আবূ আব্দুল্লাহ হাকীম তিরমিযী তার কিতাব "নাওয়াদেরুল উসূলে" লেখেন, নবী কারীম (সা.) মদীনার মসজিদে নববীতে এসে সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে বললেন, গত রাতে আমি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি। বিষয়টি ছিল এমন:

আমার এক উম্মত কবরের আযাব দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এভাবে চলতে ছিল। এক সময় তার অযু এসে তাকে রক্ষা করেছে।

এ সময় দেখলাম, অন্য একজনকে শয়তান আমল থেকে উদাসীন করে রেখেছে। তারপর যিকির তাকে উদ্ধার করেছে। অন্যজনকে দেখি আযাবের ফেরেস্তা দ্বারা পরিবেষ্টিত। তারপর তার নামায তাকে এ সংকট থেকে উদ্ধার করেছে।

একজনকে দেখলাম পানির পিপাসায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে, হাউজের কাছে কাছে গেলে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। এমনই মুহূর্তে তার রোযা এসে তাকে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছে।

রাসূল (সা.) একজন উম্মতকে দেখলেন, যে নবীদের বিভিন্ন মজলিসে সে বসতে চাচ্ছিল; কিন্তু মজলিসের সদস্যরা তাকে উঠিয়ে দিচ্ছিল। এমন এক মুহূর্তে তার ফরয গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। তারপর আমি তার হাত ধরে আমার নিকট বসালাম।

একজন উম্মাতকে দেখলাম যে, আঁধার চার দিক থেকে এমনকি উপর-নিচ দিয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে। এমন সময় তার হজ্ব ও উমরা এসে তাকে এ আঁধার থেকে বাঁচিয়ে আলোর সন্ধান দিয়েছে।

এক উম্মতীকে দেখলাম যে, সে অন্য মু'মিনদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছে। কিন্তু তারা তার সাথে কথা বলতে প্রস্তুত নয়। এমন সময় সিলায়ে রেহমী (আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক) আসলো এবং তাদেরকে বললো, তার সাথে কথা বল। সেই থেকে তারা কথা বলতে থাকল।

www.pathagar.com

অন্য এক উম্মতকে দেখলাম নিজের মুখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সরানোর জন্য হাত বাড়াচ্ছে এমন সময় তার দান-খয়রাত আসল এবং মুখ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে ছায়া দিতে লাগল।

আরেক উম্মতকে দেখলাম আযাবের ফেরেস্তা চারদিক থেকে তাকে বন্ধি করে রেখেছে। এমন সময় তার সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এসে তাকে রহমতের ফেরেস্তাদের হাতে পৌঁছিয়ে দিল।

এক উম্মতকে দেখলাম ঘন্টা বাজানোর হাতুড়ী নিচে পড়ে আছে এবং আল্লাহ ও তার মাঝে পর্দা দেওয়া আছে। এমন সময় তার আখলাক ও সদাচরণ আসল, আর তাকে আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দিল।

আমার এক উম্মতকে দেখলাম যে তার আমল নামা বাম দিক থেকে আসছে। কিন্তু তার খোদাভীতি সে আমল নামাকে ডান দিক থেকে এনে দিল।

আমার অন্য এক উম্মতকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু 'আল্লাহর ভয়ে তার কম্পন' তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছে।

আমার আরেক উম্মতকে দেখলাম যে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য উঠানো হল, এমতাবস্থায় আল্লাহর ভয়ে তার অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। আর এ অশ্রু তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করল।

অন্য এক উম্মতকে দেখলাম যে, পুলসিরাতের নিচে পড়তে যাচ্ছে, তখনই তার ঐ দরূদ আসল, যা সে আমার উপর পাঠ করত। সে-ই তাকে হাত ধরে সোজা করে পুলসিরাত পার করিয়ে দিল।

অন্য একজনকে দেখলাম যে, জান্নাতের সামনে হাযির হল। আর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় কালিমায়ে তাইয়্যেবা এসে দরজা খুলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিল।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, এ হাদীস আনেক বড়। এর মধ্যে কেবল এমন কিছু আমলসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যা বিশেষ বিপদের মুহূর্তে নাজাত দিবে।[৮]

---

৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.৭১-৭২।

www.pathagar.com

ইজ্জত দানকারী কুরআন মাজীদের এক বিশেষ আয়াত

ইমাম আহমদ (রহ.) তার মুসনাদে ও ইমাম তাবারানী তা মু'জামে হযরত মুআয জুহানী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) নিম্নের আয়াতটিকে মর্যাদা বৃদ্ধির আয়াত হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ اَلذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً.[৯]

অর্থ: সকল প্রশংসা ঐ সত্তার জন্য যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং বাদশাহীর মধ্যে তার কোন অংশিদার নাই। না কোন দূর্বলতার কারণে তার কোন সাহায্যকারী আছে। তার বড়ত্ব বর্ণনা করতে থাকুন।[১০]

কোন দিন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করা হয়েছে

সহীহ মুসলিম ও নাসায়ী শরীফে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) আমার হাত ধরে বললেন, মাটিকে আল্লাহ তাআলা শনিবারে সৃষ্টি করেছেন, পাহাড়কে রবিবারে, গাছ-পালাকে সোমবারে, অমঙ্গলকে মঙ্গলবারে, জ্যোতিকে বুধবারে, জীব-জন্তুকে বৃহস্পতিবারে এবং আদম (আ.)কে শুক্রবারের শেষ মুহূর্তে আসর থেকে রাত পর্যন্ত সময়ে সৃষ্টি করেন।[১১]

নিজ খাযানার এক দিরহাম খরচ করে আল্লাহর খাযানার দশ দিরহাম নাও

হযরত উবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আয়শা (র.) বলেন, এক ভিক্ষুক আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.) এর সামনে এসে দাঁড়ালেন, হযরত আলী (রা.) হযরত হাসান বা হুসাইন (রা.) কে বললেন, তুমি তোমার মাতার নিকট যেয়ে বল যে, আমি যে ছয় দিরহাম তার নিকট রেখেছি তার মধ্যে এক

---

৯. সূরা বনী ইসরাঈল: ১১১।

১০. তাফসীরে মাযহারী: খ.৭, পৃ.২২।

১১. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.১, পৃ.১০৬

www.pathagar.com

দিরহাম যেন দিয়ে দেন। তিনি গিয়ে ফিরে এসে বললেন, আম্মু বলেছেন যে, সে দিরহাম তো আপনি আটা ক্রয়ের জন্য রেখেছিলেন।

হযরত আলী (রা.) বললেন, কোন বান্দার ঈমান পূর্ণতা পেতে পারে না, যদি তার হাতে গচ্ছিত জিনিস থেকে আল্লাহর খাযানা ও ভাণ্ডারে গচ্ছিত সম্পদের উপর তার আস্থা বেশী না হয়। যাও মাকে বল, ছয় দিরহাম-ই যেন দিয়ে দেয়। এরপর হযরত ফাতিমা (রা.) ছয় দিরহাম-ই দিয়ে দিলেন, আর তিনি তার সবটাই ভিক্ষুককে দান করলেন।

বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা.) তখনও নিজ আসন পরিবর্তন করেননি, ইতিমধ্যেই জনৈক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে একটি উট বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল। হযরত আলী (রা.) তাকে বললেন, উট কত দিরহামে বিক্রি করবে? সে বললো, একশত দিরহামে। হযরত আলী (রা.) বললেন, উটটিকে এখানে বাঁধ। পয়সা কিন্তু কিছুদিন পরে পাবে।

লোকটি সেখানে উটটি বেঁধে চলে গেল। কিছু সময় পরে একটি লোক এসে বললো, এ উটটি কার? হযরত আলী (রা.) বললেন, আমার। লোকটি বললো, আপনি কি এটা বিক্রি করবেন? হযরত আলী (রা.) বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বললো, কত দিরহামে? হযরত আলী (রা.) বললেন, দুইশত দিরহামে। লোকটি বললো, আমি এ মূল্য দিয়ে উটটি নিয়ে নিলাম। তার পর সে দুইশত দিরহাম দিয়ে উটটি নিয়ে নিল।

হযরত আলী (রা.) যার থেকে বাকীতে উটটি ক্রয় করলেন তাকে ডেকে এনে একশত চল্লিশ দিরহাম দিয়ে বাকী ষাট দিরহাম হযরত ফাতিমা (রা.)-এর নিকট জমা করলেন। হযরত ফাতিমা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? হযরত আলী (রা.) বললেন, এটা হল, ঐ বস্তু যার ওয়াদা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে দিয়ে শুনিয়েছেন।

"যে কোন ভাল কাজ করবে, সে তার দশগুণ বিনিময় পাবে।"[১২]

---

১২. সূরা আনআম: ১৬০, হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ.২০২

www.pathagar.com

দুঃশ্চিন্তাযুক্ত মানুষের কানে আযান দেওয়া

কোন দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ মানুষের কানে আযান দিলে তার দুঃশ্চিন্তা দূর হয়। হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে দেখে বললেন, আলী! আমি তোমাকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ দেখছি? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেন, তোমার পরিবারের কাউকে তোমার কানে আযান দিতে বল। কেননা আযান দুঃশ্চিন্তার জন্য ঔষধ স্বরূপ।

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি এ কাজ করলে আমার দুঃশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। এ ভাবেই এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী হাদীসটির উপর আমল করে এর সুফল ভোগ করেছেন।[১৩]

দুঃশ্চরিত্রের কানে আযান দেওয়া

যার অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়, চাই মানুষ হোক বা জীব-জন্তু হোক, কানে আযান দিলে তার পরিবর্তন আসবে।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, কোন মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তুর দুঃশ্চরিত্র হয়ে গেলে তার কানে আযান দাও।[১৪]

শয়তানের কাউকে পেরেশান বা ভয় দেখানোর সময় আযান দেওয়া

শয়তান কাউকে পেরেশান করলে বা ভয় দেখালে উচ্চস্বরে আযান দেওয়া উচিত। কেননা, শয়তান আযান দিলে পালায়।

হযরত সুহাইল বিন আবূ সালেহ বর্ণনা করেন, আমার পিতা আমাকে বনূ হারেসার নিকট পাঠালেন। সাথে একটি বাচ্চা বা একজন সাথী ছিল। দেয়ালের উল্টাদিক থেকে কেহ তার নাম ধরে ডাকছিল। আমার সঙ্গী দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। ঘটনাটি আমি আমার পিতার নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, যদি আমি তোমর এ ঘটনার কথা জানতাম তাহলে তোমাকে পাঠাতাম না। তারপর বলেন, যখন তুমি এমন কোন

---

১৩. কানযুল উম্মাল: খ.২, পৃ.৬৫৮।

১৪. দাইলামী, মিরকাত: খ.২, পৃ.১৪৯।

www.pathagar.com

আওয়ায শুন তখন উচ্চস্বরে আযান দিবে; কেননা আমি আবূ হুরাইরা (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল (সা.) বলেন, যখন আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পদাঘাত করে পালিয়ে যায়।[১৫]

ভূত-প্রেত দেখে আযান দেওয়া

যদি কেহ ভূত-পেত্নী দেখে তাহলে উচ্চস্বরে আযান দেওয়া উচিত। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের সামনে ভূত-প্রেত বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে আসে, তখন তোমরা আযান দাও।[১৬]

আযানের আরো কিছু জায়গা

উপরে বর্ণিত জায়গা ছাড়াও বুযুর্গানে দ্বীন আযানের আরও কিছু জায়গার কথা লিখেছেন।

১. আগুন লাগলে।
২. কাফেরের সহিত যুদ্ধ লাগলে।
৩. রাগের মুহূর্তে।
৪. সফরে মুসাফির রাস্তা ভুলে গেলে।
৫. কারো মৃগী রোগ হলে।

সুতরাং বিপদাপদ থেকে উদ্ধার ও আরোগ্য লাভের আশায় এ সকল জায়গায় আযান দেওয়াতে কোন সমস্যা নাই। ইমদাদুল ফাতাওয়াতে বর্ণিত আছে যে, নিম্নের স্থানগুলোতে আযান দেওয়া সুন্নাত।

১. ফরয নামাযের জন্য।
২. জন্মের পর বাচ্চার কানে।
৩. আগুল লাগলে।
৪. কাফেরের সাথে লড়াই লাগলে।
৫. কোন মুসাফিরকে যখন শয়তান আতঙ্কিত করতে চায়।

---

১৫. মুসলিম শরীফ: খ.১, পৃ.১৬৭।

১৬. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক: খ.৫, পৃ.১৬৩।

www.pathagar.com

৬. দুঃশ্চিন্তার সময়।

৭. রাগের সময়।

৮. মুসাফির রাস্তা ভুলে গেলে।

৯. কারোর মৃগী রোগ হলে।

১০. কোন মানুষ বা জীব-জন্তুর দুঃশ্চরিত্র প্রকাশ পেলে।

এ অবস্থাগুলির বর্ণনা রদ্দুল মুহতারের লেখক তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৭]

প্রত্যেক মানুষের সাথে চব্বিশ ঘন্টায় বিশজন ফেরেশতা থাকে

ইবনে জারীরের তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত উসমান (রা.) নবী কারীম (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, বান্দার সাথে কতজন ফেরেশতা থাকে? রাসূল (সা.) বললেন, দুইজন তো দুই কাঁধে থাকে। একজন নেকী লেখতে থাকে। যখন তুমি কোন নেক কাজ করবে, তখন সে তার পরিবর্তে দশটি নেকী লেখে। যখন তুমি কোন গুনার কাজ কর তখন বাম পার্শ্বের ফেরেশতা ডান পার্শ্বের ফেরেস্তার নিকট লেখার অনুমতি চায়। ডান পার্শ্বের ফেরেশতা বলে, একটু দেরী কর, হয়ত সে তওবা-ইস্তেগফার করবে। এভাবে তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর যদি সে এর মধ্যে তওবা না করে, তাহলে লেখার অনুমতি দিয়ে দেয়। (আল্লাহ আমাদেরকে এ ফেরেশতার হাত থেকে বাঁচান) কারণ এ লোকটি অবাধ্য, আল্লাহর ভয় নাই। সে (খোদার নাফরমানীর ক্ষেত্রে) লজ্জিতও হয় না।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, মানুষ যে কথাই বলুক না কেন, তা একজন সংরক্ষক সংরক্ষণ করতে থাকে। আর তোমার অগ্রে-পশ্চাতে দুই জন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

---

১৭. ইমদাদুল ফাতাওয়া, খ.১, পৃ. ১৬৫।

www.pathagar.com

তার সামনে ও পিছনে কিছু ফেরেশতা আছে, যাদের একের পর অন্যের বদলী হতে থাকে। তারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে।[১৮]

(হে বান্দা!) অন্য একজন ফেরেশতা তোমার মাথার চুল ধরে অপেক্ষা করতে তাকে, যখন তুমি আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য মাথা নত কর, তখন সে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়।

আর তুমি যখন তার সামনে অহংকার করতে থাক, সে ফেরেস্তা তোমার লাঞ্ছনার ব্যবস্থা করেন। আর দুই জন ফেরেশতা তোমার ঠোঁটের নিয়ন্ত্রক। তুমি আমার জন্য কোন দুআ পাঠ করলে তবে তা সংরক্ষণ করে। একজন ফেরেশতা তোমার মুখের সামনে বসে আছে। যাকে কোন সাপ ইত্যাদি তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ না করে। দুইজন ফেরেশতা তোমার চোখের উপর বসা আছে। এই দশ জন ফেরেশতা প্রত্যেক আদম সন্তানের সাথে আছে। এ ভাবে দিনে দশ জন, রাতেও দশজন। এই মোট বিশ জন ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক আদম সন্তানের সাথে নির্দ্ধারিত আছে।[১৯]

মুসলমানের একটি সামান্য উপকারের দ্বারা সমস্ত গুনাহ মাফ

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, হযরত সালমান ফারসী (রা.) হযরত উমর (রা.) এর নিকট আসলেন, হযরত উমর (রা.) বালিশে হেলান দিয়ে ছিলেন। হযরত সালমান (রা.) কে দেখে বালিশটি তিনি তার আরামের জন্য তাঁকে দিয়ে দিলেন। তারপর হযরত সালমান বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) ঠিকই বলেছেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, কী বলেছেন? আমাদেরকে শুনাও। জবাবে বললেন, একবার আমরা রাসূল (সা.) এর সামনে উপস্থিত হলাম। রাসূল (সা.) একটি বালিশের উপর হেলান দেওয়া ছিলেন। রাসূল (সা.) সেই বালিশটি আমাকে আরামের জন্য দিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে সালমান! কোন মুসলমান অন্য এক মুসলমানের নিকট

---

১৮. সূরা রা'দঃ ১১।

১৯. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ.৩, পৃ. ৩২।

www.pathagar.com

মেহমান হিসাবে গেলে মেযবান যদি তার সামনে বালিশ এগিয়ে দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেন।[২০]

আকস্মিক মৃত্যু থেকে বাঁচার এক নববী প্রতিষেধক

হযরত উসমান (রহ.) বলেন, হযরত হারেসা বিন নু'মান (রা.) এর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি বাড়ির যে স্থানে নামায আদায় করতেন, সেখান থেকে নিয়ে ঘরের দরজা পর্যন্ত একটি রশি বেঁধে নিয়েছিলেন, যে রশি ধরে তিনি নামায পড়তে যেতেন। কোন মিসকীন ভিক্ষা চাইলে ঝুড়ি থেকে কিছু নিয়ে ঐ রশি ধরে ধরে তার হাতে দিয়ে আসতেন। ঘরের লোকেরা বললো, আপনি বসেন, আমরা গিয়ে দিয়ে আসি। হযরত হারেসা (রা.) জবাবে বললেন, রাসূল (সা.) বলেন, যে নিজ হাতে মিসকীনকে কিছু দিবে সে আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে।[২১]

অহংকারীর দিকে আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন না

হযরত আয়শা (রা.) বলেন, আমি একদা নতুন কাপড় পরলাম, এবং খুব আনন্দ অনুভব করছিলাম। হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, কি দেখে আনন্দিত হচ্ছো? এ মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা তার রহমতের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে দেখছেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, কেন তোমার জানা নাই যে, বান্দা যদি দুনিয়ার কোন সৌন্দর্যের কারণে আত্ম প্রসাদ অনুভব করে, তাহলে উক্ত সৌন্দর্য বর্জন না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর নারাজ থাকেন।

হযরত আয়শা (রা.) বলেন, আমি সে সময়ই কাপড়টি খুলে দান করে দিলাম। এ দান দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, সম্ভবত দানটি তোমার পূর্বের গুনাহর কাফ্ফারা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।[২২]

---

২০. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ.৫৬১।
২১. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ২৩৪।
২২. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ.৩৯১।

www.pathagar.com

স্ত্রীর মুখে খানার লোকমা দিলে সদকার সওয়াব হয়

হযরত সা'দ বি আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, বিদায় হজ্বের বছর আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি। রাসূল (সা.) আমাকে দেখতে এলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার রোগ বেড়ে গেছে। এ দিকে আমি একজন সম্পদশালী মানুষ; একটি মেয়ে ছাড়া আর কোন উত্তরাধীকারী নাই। তাই আমি আমার দুই তৃতিয়াংশ সম্পদ সদকাহ করে দিতে চাচ্ছি। রাসূল (সা.) বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? রাসূল (সা.) বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে এক তৃতিয়াংশ? রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ তা করতে পার। আর এক তৃতিয়াংশ সদকার জন্য অনেক। তুমি তোমার সন্তানাদিকে সম্পদশালী বানিয়ে রেখে যাওয়া দরিদ্রাবস্থায় ভিক্ষুক বানিয়ে রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর তুমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যা কিছু খরচ করবে অবশ্যই আল্লাহ তার প্রতিদান দিবেন। এমনকি স্ত্রীর মুখে যে খাবার দিবে তার প্রতিদান ও পাইবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! (হজ্ব শেষ করে) সকল মুহাজির মক্কা ছেড়ে আবার মদীনায় চলে যাবে, আমার মনে হচ্ছে আমি এ অসুস্থতার কারণে আর মদীনায় যেতে পারব না। মক্কায় মনে হয় আমার মৃত্যু হবে। অথচ আমি মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবীদের একজন। ফলে আমি চাই না আমার মৃত্যু এখানে হোক। রাসূল (সা.) বললেন, না তোমার হায়াত দীর্ঘ হবে। আর তোমার এ রোগের কারণে এখানে ইন্তেকাল হবে না। তোমার প্রতিটি নেক আমলের কারণে তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, সম্মান বাড়তে থাকবে। এবং প্রতিপক্ষের অনেক ক্ষতি হবে। (তাই এক সময় দেখা গেল তার দ্বারা ইরাকের বিজয় হয়েছে।)

তারপর হুযূর (সা.) দুআ করলেন হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরতকে পূর্ণতা দান করুন। (মাঝ পথে যেন তা ব্যহত না হয়।) এবং (মক্কায় মৃত্যু দানের মাধ্যমে) পশ্চাতপদ করো না। তবে সা'দ বিন খাওলা ব্যতিক্রম যে খোদার করুণার মুখাপেক্ষী (কারণ সে মক্কা থেকে হিজরত

www.pathagar.com

করলেও মক্কাতেই তার মৃত্যু হয়। তাই নবী কারীম (সা.) তার ব্যাপারে শংকিত হয়ে পড়েন।[২৩]

পূর্বেকার বুযুর্গদের শুভাকাঙ্খীদের উদ্দেশ্যে তিনটি নসীহত

১. যে আখিরাতের উদ্দেশ্যে কাজ করে, আল্লাহ তার দুনিয়ার দায়িত্ব নিয়ে নিবেন।

২. যে তার ভিতরকে ঠিক করবে, আল্লাহ তার বাহিরকে ঠিক করে দিবেন।

৩. যে তার ও আল্লাহর মাঝের সম্পর্ককে ঠিক করে নিল আল্লাহ তার সাথে মানুষের সম্পর্ক ভাল করে দিবেন।[২৪]

হযরত উমর (রা.)-এর তাকওয়া

হযরত ইয়াস বিন সালামাহ (র.) তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন, একদা হযরত উমর (রা.) বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন, হাতে ছিল একটি লাঠি, সে লাঠি তিনি আমার গায়ে মারলে আমার কাপড়ের কোনায় লাগে, তারপর বললেন, রাস্তা থেকে সরে যাও! পরের বছর একবার সাক্ষাত হলে বললেন, সালামাহ! এবার হজ্ব করার ইচ্ছা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তারপর তিনি আমার হাত ধরে গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন। এবং ছয়শত দিরহাম দিয়ে বললেন, হজ্বের সফরে এগুলো খরচ করবে। আর এটা ঐ লাঠির আঘাতের বদলায় যা আমি তোমাকে মেরেছিলাম। আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! আমার তো সে কথা স্মরণও নাই। হযরত উমর (রা.) বললেন, কিন্তু আমি তো ভুলি নাই। অর্থাৎ মারার সময় মেরে তো দিয়েছি; কিন্তু সারা বছর মনের কাছে দংশিত হয়েছি।[২৫]

যালিমের অত্যাচার থেকে বাঁচার এক নবুওতী নির্দেশনা

হযরত আবূ রাফে' (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর (রা.) বাধ্য হয়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের (প্রসিদ্ধ যালিম গভর্ণর) নিকট নিজ কন্যাকে

---

২৩. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.২, পৃ.৬৪৫।

২৪. মাআরেফুল কুরআনঃ খ.৪, পৃ.৬৭৯।

২৫. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.২, পৃ.১৪৫।

www.pathagar.com

বিবাহ দেন। এবং কন্যাকে বলে দিয়েছিলেন যে, সে তোমার নিকট আসলে এ দুআ পড়বেঃ

لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.

অর্থঃ ধৈর্য্যশীল, মর্যাদাবান আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই। আরশে আযীমের মালিক আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি। সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালকের জন্য।

হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, যখন হুযূর (সা.) কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হতেন, তখন এ দুআ পড়তেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) এর কন্যা এ দুআ পড়লে হাজ্জায তার কাছে আসতে পারেনি।[২৬]

হুযূর (সা.) এর দেওয়া এক মুষ্ঠি খেজুর হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) সাতাইশ বছর যাবত খেয়েছেন এবং মেহমানদারী করেছেন। ইহা দ্বীনের বরকত।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন ইসলাম গ্রহণের পর আমি এমন তিনটি বিপদের সম্মুখিন হয়েছি। যে ধরণের বিপদের সম্মুখিন আর কখনও হইনি। **প্রথমতঃ** হযরত নবী কারীম (সা.) এর ইন্তেকালের ঘটনা। কেননা আমি রাসূল (সা.) এর সাথে এক নগন্য সাথী হিসাবে লেগে থাকতাম। **দ্বিতীয়** হযরত উসমান (রা.) এর শাহাদাতের ঘটনা। **তৃতীয়** খাবারের থলের ঘটনা। মানুষ জিজ্ঞেস করল, খাবারের থলের আবার কী ঘটনা? জবাবে বললেন, আরমা একদা রাসূল (সা.) এর সাথে এক সফরে ছিলাম। রাসূল (সা.) বললেন, আবূ হুরাইরা! তোমার নিকট কিছু আছে? আমি বললাম, একটি থলে আছে, যার মধ্যে কিছু খেজুর রাখা আছে।

---

২৬. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.২. পৃ.৪১২।

www.pathagar.com

হুযূর (সা.) বললেন, নিয়ে আস। আমি খেজুরগুলো বের করে নিয়ে আসলাম। হুযূর (সা.) তার উপর হাত ফিরিয়ে বরকতের জন্য দুআ করলেন। তারপর বললেন, দশ জন মানুষকে ডাক। আমি দশ জন মানুষকে ডেকে আনলাম। তারা পেট ভর্তি করে খেজুর খেল। তারপর আবার বললেন, আরও দশ জনকে ডাক। আমি আবার দশ জনকে ডাকলাম। তারাও পেট ভর্তি করে খেল। এ ভাবে দশ দশ জন করে খেতে খেতে সকল সৈন্যের খাওয়া শেষ হল। তারপরও থলেতে খেজুর রয়ে গিয়েছিল। এরপর রাসূল (সা.) বললেন, আবূ হুরাইরা! যখন তুমি এই থলে থেকে খেজুর বের করতে চাও, তখন হাত ভিতরে ঢুকিয়ে খেজুর নিবে, উল্টিয়ে বা খুলে দেখবে না।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) জীবিত থাকাবস্থায় এ থলে থেকে খেজুর বের করে খেয়েছি। তারপর হযরত আবূ বকর (রা.) এর খেলাফতের পূর্ণ সময়ে এ থলে থেকে খেজুর নিয়ে খেয়েছি। এ ভাবে হযরত উমর (রা.) এর আমলে উক্ত থলে থেকে খেজুর নিয়ে খেয়েছি। তারপর হযরত উসমান (রা.) এর আমলেও খেয়েছি। হযরত উসমানের ইন্তেকাল হলে আমার থলেটি (বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারীরা) আমার সকল সামানের সাথে লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। আপনারা জানতে চান আমি সেখান থেকে কত খেজুর খেয়েছি? তাহলে শুনুন, আমি সেখান থেকে দুই শত অসক অর্থাৎ এক হাজার পঞ্চাশ (১০৫০) মন খেজুর খেয়েছি।[২৭]

ছোট আমল সওয়াব বেশী, ফায়দা অনেক

ইমাম বগবী (রহ.) নিজ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা আরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরায়ে ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী এবং সূরা আল-ইমরানের এ দুই আয়াত তিলাওয়াত করবে আমি তার ঠিকানা জান্নাতে বানিয়ে দিব। এবং হাজিরাতুল কুদসে তার জায়গা নির্দ্ধারণ করে দিব। এবং সত্তর বার তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাইব। এবং তার সত্তরটি প্রয়োজন পূর্ণ করব। সকল হিংসুক ও

২৭. হায়াতুস সাহাবা: খ. ৩, পৃ. ৭১১।

www.pathagar.com

দুশমন থেকে তাকে আশ্রয় দিব। এবং তাদের উপর তাকে বিজয়ী করব। আয়াত দুইটি এইঃ

(১) شهد الله أنه لا إله إلا هو শেষ পর্যন্ত।

(২) قل اللهم ملك الملك থেকে بغير حساب পর্যন্ত।[২৮]

রাসূল (সা.)-এর আখলাক

নবী কারীম (সা.) একদা রাস্তা দিয়ে হাটছিলেন। একজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি রাসূল (সা.)কে দুইটি মিসওয়াক হাদিয়া দিলেন। রাসূল (সা.) তা সানন্দে গ্রহণ করলেন। মিসওয়াক দুইটির মধ্যে একটি ছিল বাঁকা, অন্যটি ছিল সোজা। নবী কারীম (সা.) বাঁকা মিসওয়াকটি নিজে রেখে সোজাটি সাহাবীকে দিয়ে দিলেন এটাই ছিল নববী আখলাক।[২৯]

একটি দুআ

হে আল্লাহ! আমি তোমার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উদাসিন। এটা আমার দৃষ্টিরই ত্রুটি। তোমার আরশ আর তোমার নিদর্শন অন্বেষণে আমি এক দুই পা অগ্রসর হচ্ছি, তুমি নিশ্চয়ই ইবাদতের উপযুক্ত। কিন্তু আমার ইবাদত ত্রুটিযুক্ত গুনাহ আর যাবতীয় ত্রুটির বোঝা মাথায় নিয়ে চলি, কিন্তু তোমার নাম যে গাফ্ফার তাও আমি জানি।

হে খোদা! কোথায় পাব তোমার সাক্ষাৎ বল না তুমি, কেননা তোমার সাক্ষাতই আমার জীবনের একমাত্র ব্রতী। হৃদয়ের প্রয়োজন, কিন্তু আমি সেটা বাদেই তোমার দারে হাজির।

ইন্তেকালের সময় হযরত উমরের অসিয়্যত

হযরত ইয়াহইয়া বিন আবী রাশেদ নসরী (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রা.) এর মৃত্যুর সময় হলে তিনি নিজ পুত্রকে বলেন, হে বৎস! আমার মৃত্যুর

---

২৮. মাআরেফুল কুরআনঃ খ. ২, পৃ. ৪৭।

২৯. এহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন, গাযালী।

www.pathagar.com

সময় আমার শরীরকে ডান দিকে ফিরিয়ে দিবে। তোমার দুই হাটুকে আমার কোমরের পার্শ্বে রাখবে। আমার জান বাহির হলে চোখ বন্ধ করে দিবে। মধ্যম ধরণের কাপড় দিয়ে আমাকে কাফন দিবে। যদি আমি আল্লাহ তাআলার নিকট মঙ্গলের অধিকারী বান্দা হিসেবে বিবেচিত হই, তাহলে আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম কাপড় আমাকে দিবেন। আর যদি আমার সাথে অমঙ্গলের আচরণ করা হয়, তাহলে এটাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে। আমার কবরকে মাঝারি সাইজের বানাবে। কারণ আমি যদি আল্লাহর কাছে মনোনিত বান্দা হই, তাহলে আমার কবরকে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। আর যদি আমি আল্লাহর নিকট অমনোনিত বান্দা হিসেবে বিবেচিত হই, তাহলে কবরকে এমন সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে পাঁজরের এক হাড্ডি অপর হাড্ডির মধ্যে ঢুকে যাবে।

আমার জানাযার সাথে যেন কোন মহিলা না যায়। আমার মধ্যে যে সব গুণের অনুপ্রবেশ ঘটেনি, তা যেন আমার মৃত্যুর পর বলা না হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদের থেকেও আমাকে বেশী জানেন।

আমার জানাযার খাটিয়াকে দ্রুত নিয়ে যাবে, কেননা আল্লাহ তাআলা যদি আমার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখেন, তাহলে উচিৎ এমন চেষ্টা করা যাতে আমি সে পুরস্কার দ্রুত পেয়ে যাই। আর যদি ঘটনা এর বিপরীত হয়, তাহলে তোমারা দ্রুত একটি খারাপ বস্তুকে নিজেদের ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেল।[৩০]

পাঁচটি কালিমা

রাসূল (সা.) হযরত জিব্রাঈল (আ.) থেকে শিখেছেন, রাসূল (সা.) থেকে হযরত ফাতিমা (রা.) শিখেছেন, হযরত ফাতিমা (রা.) থেকে সমস্ত উম্মত শিখেছে।

হযরত সুওয়াইদ বিন গাফালাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা হযরত আলী (রা.) এর খুব ক্ষুধা পেলে তিনি হযরত ফাতিমা (রা.) কে বললেন, যদি তুমি রাসূল (সা.) থেকে কিছু চেয়ে আনতে, তাহলে এ মুহূর্তে

---

৩০. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ. ৫২-৫৩।

www.pathagar.com

তা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারতাম। সে হিসেবে তিনি রাসূল (সা.) এর নিকট গেলেন। গিয়ে দেখেন, সেখানে হযরত উম্মে আইমান (রা.) বসা আছেন। হযরত ফাতিমা (রা.) গিয়ে দরজা খটখট করলে, হযরত রাসূলে কারীম (সা.) উম্মে আইমানকে বললেন, এ আওয়ায ফাতিমার।

সে এ মুহূর্তে আসল কেন? সে তো এ মুহূর্তে আসার লোক না! হযরত ফাতিমা ভেতরে প্রবেশ করলেন, রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতাদের খাবার তো لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله ইত্যাদি বলা, আমাদের খাবার কি?

রাসূল (সা.) বললেন, ঐ আল্লাহর কসম যিনি আমকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, মুহাম্মদ (সা.) এর ঘরগুলিতে ত্রিশ দিন যাবত কোন আগুন জ্বলছে না। আমার নিকট কিছু বকরী এসেছে, যদি তুমি চাও, তাহলে তোমাকে পাঁচটি বকরী দেই। আর যদি তুমি এটি না চাও, তাহলে তোমাকে ঐ পাঁচটি কালিমা শিখিয়ে দেই, যা জিব্রাঈল (আ.) আমাকে শিখিয়েছেন।

হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, না আমার বকরীর প্রয়োজন নেই; বরং আমাকে ঐ পাঁচটি কালিমা শিখিয়ে দিন, যা জিব্রাঈল (আ.) আপনাকে শিখিয়েছেন। তারপর রাসূল (সা.) বললেন, তুমি বলঃ

يا أول الأولين، ويا أخر الأخرين، ويا ذا قوة المتين، ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين.

তারপর হযরত ফাতিমা (রা.) ফিরে আসলেন। হযরত আলীর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী অবস্থা? হযরত ফাতিমা (রা.) জবাব দিলেন, আমি রাসূল (সা.) এর নিকট দুনিয়া আনতে গিয়েছিলাম আর এখন আমি আখেরাত নিয়ে এসেছি। এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) বললেন, এ কারণেই তো তোমাদের এ দ্বীন সর্বোত্তম দ্বীন।[৩১]

---

৩১. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.৩, পৃ. ৫৬।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা.) দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে রাসূল (সা.) থেকে পাঁচটি কালিমা শিখে নিলেন

হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) বলেন, নবী কারীম (সা.) আমাকে বলেন, হে আলী! আমি তোমাকে পাঁচ হাজার বকরী দিব, না এমন পাঁচটি কালিমা শিক্ষা দিব, যা দ্বারা তোমার দুনিয়া ও আখেরাত ঠিক হয়ে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পাঁচ হাজার বকরী তো অনেক; কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি আমাকে ঐ পাঁচটি কালিমা শিক্ষা দিন। হুযূর (সা.) বললেন, বলঃ

اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني وتذهب قلبي غلي شيء صرفته عني.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা কর। চরিত্রে উৎকর্ষতা দান কর, উপার্জনকে হালাল কর। তোমার দেওয়া রিযিকের উপর আমাকে তুষ্ট কর। এবং তুমি যে বস্তু থেকে আমাকে দূর করতে চাও, তার কোন চাহিদা আমার মধ্যে বাকী রেখ না।[৩২]

✪ আজকের (আমাদের ন্যায় আখেরাত বিমুখ) মুসলমান হলে বলত, হে আল্লাহর রাসূল! পাঁচ হাজার বকরীও দিন আবার পাঁচটি কালিমাও শিক্ষা দিন।

আল্লাহর আরশ ও আসন থেকে উত্তম জায়গায় যে সাহাবীর সিজদা করার সৌভাগ্য হয়েছিল

হযরত আবূ খুযাইমা (রা.) বলেন যে, তিনি একদা স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি রাসূল (সা.) এর কপালে চুমু দিচ্ছেন। তিনি এ স্বপ্ন একদা রাসূল (সা.) কে বললে রাসূল (সা.) শুয়ে বললেন, তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়ন কর। তিনি রাসূল (সা.) এর কপালে সিজদা করলেন।[৩৩]

---

৩২. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.৩, পৃ.২০৮।

৩৩. তরজমানুস সুন্নাহ, খ.২, পৃ.৩৫৮, মিশকাতঃ পৃ. ৩৬৯।

www.pathagar.com

দুই স্ত্রীর মাঝে সমতা রক্ষার এক বিরল ঘটনা

হযরত ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন যে, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) এর দুই স্ত্রী ছিল। যে দিন যে স্ত্রীর নিকট থাকার পালা হত, সে দিন অন্য জনের ঘরে অযুও করতেন না। এক সময় দুই জনেই হযরত মুয়ায (রা.) এর সাথে সিরিয়ায় চলে গেলেন। এ সময় তাঁরা উভয়েই অসুস্থ হলেন এবং একই দিনে মারা গেলেন। উপস্থিত শহরবাসী এতটাই ব্যস্ত ছিল যে, তারা দুইটি কবর খনন করার সময় না পেয়ে এক কবরেই দুই জনকে দাফন করল। হযরত মুয়ায (রা.) উভয়ের মধ্যে কাকে আগে কবরে রাখবেন, তার জন্য লটারী করলেন।

হযরত ইয়াহইয়া আরও বলেছেন যে, হযরত মুয়ায (রা.) এক স্ত্রীর পালার দিন অন্য জনের গৃহে পানিও পান করতেন না।[৩৪]

হযরত ইবনে আব্বাসের সতর্কতা

হযরত আউস (রহ.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে এ কথার সাক্ষ্য দিতে শুনেছি যে, হযরত উমর (রা.) কে আমি "লাব্বাইক' বলতে দেখেছি। এ সময় আমরা আরাফার ময়দানে দাঁড়ান ছিলাম। তার পরই হযরত ইবনে আব্বাসকে একজন জিজ্ঞেস করল, হযরত উমর (রা.) আরাফার ময়দান থেকে কবে ফিরেছে তা কি আপনি বলতে পারবেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, না। (যা সম্পূর্ণ সাবধানতার কারণে বলেছেন, নতুবা তিনি ভাল করেই জানতেন) উপস্থিত লোকজন তার এ সতর্কতা দেখে হতবাক হয়েছে।[৩৫]

মুসলমানের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি

হযরত আলী মুরতাযা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন। কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলমান নারী বা পুরুষকে দারিদ্রতার কারণে ছোট মনে করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের সামনে লাঞ্ছিত করবেন। আর

---

৩৪. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.২, পৃ.৭৬৯।

৩৫. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.২, পৃ.৭৬৯।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি কোন মুসলমান নারী বা পুরুষের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে আগুনের একটি টিলার উপর দাঁড় করিয়ে রাখবেন, যত সময় সে নিজের মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারে নিজেকে মিথ্যুক না বলবে।[৩৬]

চিঠি-পত্রে বিসমিল্লাহ লেখা কি জায়িয আছে?

চিঠি-পত্রের সুন্নত তরীকা এই যে, তার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হোক। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের আলোকে ফুকাহায়ে কিরাম একটি মূলনীতি লিখেছেন আর তা হল এই যে, কোথাও বিসমিল্লাহ বা আল্লাহর নাম লেখার পর যদি উক্ত কাগজটিকে সংরক্ষণ করার প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তার উপর বিসমিল্লাহ লেখা জায়িয নাই। কেননা ব্যক্তি এ সুন্নতের উপর আমল করতে যেয়ে আল্লাহর নামের সাথে বে-আদবীর গুনাহ করছে।

আজকাল একে অপরের কাছে প্রদত্ত চিঠি-পত্রের শেষাবস্থা সকলেরই জানা। কেননা ড্রেন-নর্দমাই হয় তার শেষ ঠিকানা। তাই পত্র লেখার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ে লিখা আরম্ভ করবে। কলম দ্বারা লিখবে না।[৩৭]

কুরআন মাজীদের শেষ দুই আয়াত যা মাখলুক সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ নিজেই লেখেন

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, দুইটি আয়াত জান্নাতের খাযানা থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। সমস্ত মাখলুক সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত দুইটিকে নিজ হাতে লিখেছেন। যে ব্যক্তি এশার পর এই আয়াত দুটি পড়বে, তার এ পাঠ তাহাজ্জুদের বরাবর হবে।

মুসতাদরাকে হাকেম ও বায়হাকীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারাকে এমন দুইটি আয়াত দ্বারা সমাপ্ত

---

৩৬. মাআরেফুল কুরআন: খ.১, পৃ.৫০১।

৩৭. মাআরেফুল কুরআন: খ.৬, পৃ.৫৬৭।

www.pathagar.com

করেছেন, যে আয়াত দুটি আরশের নিচে এক বিশেষ খাযানা থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছে। ফলে তোমরা এই আয়াতদ্বয়কে বিশেষভাবে পড় এবং স্ত্রী ও বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দাও।

এ কারণে হযরত উমর ও আলী (রা.) বলেন, আমার মনে হয় যে, যাকে আল্লাহ তাআলা সামান্য জ্ঞান দান করেছে, তার জন্য এ আয়াত দু'টি পড়া ছাড়া রাতে ঘুমান সম্ভব নয়। সেই আয়াত দু'টি হলো সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত।[৩৮]

হযরত হুযাইফা (রা.)-এর সাথে নবীজীর আচরণ

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি রমযানে রাসূল (সা.) এর সাথে নামায পড়েছি। নামাযের পর রাসূল (সা.) গোসল করতে লাগলেন। আর আমি পর্দা দিয়ে ঘিরে ধরলাম। গোসল শেষে দেখলাম পাত্রে কিছু পানি অতিরিক্ত আছে। রাসূল (সা.) বললেন, মনে চাইলে এই পানি দিয়েই গোসল করতে পার। আর ইচ্ছা করলে এর সাথে অন্য পানি মিশিয়েও নিতে পার। হযরত হুযাইফা (রা.) বললেন, আমার নিকট এ পানি অন্য সকল পানি থেকে প্রিয়।

তারপর আমি ঐ পানি দিয়েই গোসল শুরু করলাম। হুযূর (সা.) আমার জন্য কাপড় দিয়ে পর্দা করতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি আমার জন্য পর্দা করবেন না। রাসূল (সা.) বললেন, না, তা হতে পারে না। তুমি যেমন আমার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করেছ, আমিও তোমার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করব।[৩৯]

দুআ কবূল হওয়ার জন্য একটি পরীক্ষিত আমল

উলামা ও মাশায়িখগণ বলেছেন যে, حسبنا الله ونعم الوكيل এর অনেক উপকারীতা আছে। তন্মধ্যে যদি এ দুআকে ঈমান ও আনুগত্যতার প্রেরণা নিয়ে

---

৩৮. মআরেফুল কুরআন: খ. ১, পৃ.৬১৪।

৩৯. হায়াতুস সাহাবঃ খ.২, পৃ.৮৬৭।

www.pathagar.com

এক হাজার বার পড়া যায় এবং তারপর দুআ করা যায়, তাহলে সে দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না। দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদে এ দুআ একটি পরীক্ষিত আমল।[৪০]

উম্মতে মুহাম্মদীর সামনে তিনটি শঙ্কা

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) বলেন, আমি আমার উম্মতের তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে শংকিত।

প্রথমত: অতিরিক্ত সম্পদ হাসিল হওয়ার কারণে একে অন্যের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ শুরু করবে। এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর কিতাব (কুরআন) সামনে খুলে যাবে। (প্রত্যেকেই মুর্খ ও অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও শুধু অনুবাদের মাধ্যমেই নিজেকে কুরআনের পণ্ডিত ভাবতে থাকবে। এবং তার মধ্যে যা বুঝার বিষয় নয়, যেমন মুতাশাবিহ, তা-ও বুঝার চেষ্টা শুরু করবে।

তৃতীয়: ইলম বাড়তে থাকলে তা নষ্ট করতে থাকবে। সাথে সাথে ইলমের বৃদ্ধির জন্য চেষ্টাও ছেড়ে দেয়া হবে।[৪১]

প্রত্যেক বিপদ থেকে উদ্ধার

মুসনাদে বাযযাযে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী ও সূরা মু'মিনূনের প্রথম তিন আয়াত (হা-মীম থেকে মাসীর পর্যন্ত (حم---المصير) পড়বে সে ঐ দিনে সমস্ত প্রকার অকল্যাণ ও দুঃখ, কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে।

ইমাম তিরমিযীও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য সনদের মধ্যে একজন রাবী সম্পর্কে দূর্বলতার অভিযোগ আছে।[৪২]

শত্রুর হাত থেকে হেফাযত

ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদ হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবী সুফরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, যে

---

৪০. মাআরেফুল কুরআন: খ.২, পৃ.২৪৪।

৪১. মাআরেফুল কুরআন: খ.২, পৃ.২১।

৪২. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ. ৪, পৃ. ৬১, মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ.৫৮১।

www.pathagar.com

স্বয়ং রাসূল (সা.) থেকে শুনেছেন। তিনি (রাসূল (সা.) কোন এক যুদ্ধে রাত্রে দুশমন থেকে হেফাযতের জন্য বলেছিলেন যে, যদি তোমাদের উপর শত্রুদের অতর্কিত কোন হামলা হয়, তাহলে حٰمٓ لَا يُنصَرُونَ পড়বে। অর্থাৎ حٰمٓ এর সাথে "তারা সফল হবে না' পড়বে।

কিছু বর্ণনায় حٰمٓ لَا يُنصَرُونَ নূন (ن) ছাড়াই এসেছে। তার অর্থ: যখন তোমরা حٰمٓ পড়বে, তখন দুশমন সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল حٰمٓ শত্রু হাত থেকে রক্ষার একটি দূর্গ।[৪৩]

একটি বিরল ঘটনা

হযরত সাবিত বুনানী (রহ.) বলেন, আমি হযরত মুসআব বিন যুহাইর (রা.) এর সাথে কুফায় এক সফরে ছিলাম। চলতে চলতে একটি বাগানে ঢুকে পড়লাম। এ আশায় যে, দুই রাকাত নামায পড়ব। আমি নামাযের আগে حٰمٓ সূরার المؤمن إليه المصير পর্যন্ত পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার পিছনে সাদা খচ্চরে করে এক আরোহী দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে ইয়ামানী কাপড় ছিল। সে আমাকে বলল, তুমি যখন غافر الذنب পড়বে, তখন يا غافر الذنب اغفرلي (হে গুনাহের ক্ষমাকারী! আমার গুনাহ ক্ষমা কর) এ দুআটি পাঠ করবে। তারপর যখন তুমি قابل التوب পড়বে, তখন يا قابل التبوب إقبل توبتي (হে তওবা কবূলকারী! আমার তাওবা কবূল কর) এ দুআটি পড়বে। তারপর যখন شديد العقاب পড়বে, তখন يا شديد العقاب لا تعاقبني (হে কঠিন শাস্তি দাতা! আমাকে শাস্তি দিও না) এই দুআটি পড়বে। আর যখন ذي الطول

৪৩. ইবনে কাসীর, মাআরেফুল কুরআন, খ.৭, পৃ.৫৮২।

www.pathagar.com

পড়বে, তখন يا ذا الطول طل علي بخير (হে দয়াদ্র খোদা! আমার উপর তোমার দয়াকে দীর্ঘ কর) এই দুআটি পড়বে।

সাবিত বুনানী বলেন,'এ নসীহত শুনার পর একটু চোখ এ দিক ফিরিয়ে আবার তাকালে তাকে আর দেখিনি। তার অনুসন্ধানে দরজা পর্যন্ত এসেও তাকে আর পাইনি। মানুষের নিকট তার অবয়বের কথা বলে জিজ্ঞাসা করেছি; কিন্তু তারাও বলতে পারেনি।

সাবিত বুনানী থেকে বর্ণিত আছে যে, অনেকের ধারণা তিনি ছিলেনম হযরত ইলিয়াস (আ.)। অবশ্য কিছু রেওয়ায়েতে তাঁর নাম উল্লেখ নাই।[৪৪]

রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততার জন্য একটি পরীক্ষিত আমল

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গণী ফুলপুরী (রহ.) বলেন যে, হযরত মাওলানা ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরী মক্কী (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সকালে সত্তরবার নিয়মিতভাবে নিম্নের আয়াতটি পড়তে থাকবে, সে রিযিকের সংকট থেকে হেফাযত থাকবে। তিনি এ-ও বলেন যে, ইহা একটি অতি পরীক্ষিত আমল। আয়াতটি হল এইঃ

ٱللَّهُ لَطِيفٌۢ بِعِبَادِهِۦ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۝[৪৫]

দ্বীন বিমুখকে দ্বীনমুখী বানানোর একটি ফারুকী ব্যবস্থা

ইবনে কাসীর ইবনে হাতিমের সূত্রে বর্ণনা করেন, সিরিয়াতে একজন প্রভাবশালী লোক ছিল। সে হযরত উমর (রা.) এর নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন যাবত সে আসছিল না। তাই হযরত উমর (রা.) তার সম্পর্কে মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকজন বললো, আমীরুল মু'মিনীন! তার কথা জিজ্ঞাসা করবেন না, সে তো মদের মধ্যে উন্মত্ত আছে। হযরত উমর (রা.) নিজ মুন্সিকে (সচিব) ডেকে বললেন, একটি চিঠি লিখঃ

---

৪৪. মাআরেফুল কুরআনঃ খ.৭, পৃ. ৫৮২।

৪৫. সূরা শূরা: ১৯।

www.pathagar.com

উমর ইবনুল খাত্তাবের নিকট থেকে জনৈক ব্যক্তির নিকট এ পত্র। আমি তোমার (মঙ্গলের) কামনায় ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। যিনি পাপের ক্ষমাকারী, তওবা কবূলকারী, কঠিন শাস্তি দাতা, বড় ক্ষমতাবান। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। তার নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

পত্র লেখা শেষ হলে উপস্থিত লোকজনকে বললেন, সকলেই তার জন্য দুআ কর, যাতে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে ঘুরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবূল করেন। হযরত উমর (রা.) পত্র বাহককে বলে দিলেন যে, সে সম্পূর্ণ নেশা মুক্ত না হলে তাকে এ চিঠি দিবে না। এবং এ-ও বললেন, নিজে নিজেই চিঠি পৌছে দিবে, অন্য কারোর মাধ্যমে পৌছাবে না।

হযরত উমর (রা.)-এর চিঠি পেয়ে সে পড়ল এবং ভাবতে লাগল যে, এ পত্রে আমাকে আল্লাহর ভয়ও দেখান হয়েছে এবং ক্ষমার ওয়াদাও করা হয়েছে। তারপর সে কাঁদতে লাগল এবং মদ্যপান থেকে বিরত থাকল। এমন এক তওবা সে করল যে, তারপর থেকে আর তার নিকট যায়নি।

হযরত উমর (রা.)এর নিকট এ পরিবর্তনের সংবাদ পৌছলে তিনি উপস্থিত লোকজনকে বললেন, এ সকল সমস্যাগুলির সমাধান এভাবেই করতে হয়। তোমাদের কোন ভাই যদি এমন খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কর। এবং আল্লাহর রহমতের কথা শুনাও, তার জন্য দুআ কর, যাতে সে তওবা করে। তার ব্যপারে তোমরা শয়তানের সহযোগী হয়ো না। অর্থাৎ তার সম্পর্কে অসৌজন্য কথা বলে তাকে উত্যক্ত করে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিও না। কেননা, কাউকে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেওয়া শয়তানের সহযোগীতার নামান্তর।[৪৬]

খালি হাতে বদরের যুদ্ধ

তিনশত তের-চৌদ্দ, বা পনের জন সাহাবী নিয়ে ১২ রমযান রাসূল (সা.) মদীনা থেকে রওয়া দেন। যুদ্ধ সামগ্রীর অবস্থা এত করুণ ছিল যে, এ

৪৬. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ. ৫৮২।

www.pathagar.com

বিশাল জামাতের কাছে মাত্র দুইটি ঘোড়া এবং সত্তরটি উট ছিল। একটি ঘোড়া ছিল হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.) এর, আর অপরটি ছিল হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়া (রা.) এর। আর প্রতিটি উটের উপর দুই দুই, তিন তিন জন করে আরোহী ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ (রা.) বলেন, তার পরও পালা বদল করে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছতে হয়েছে।

হযরত আবূ লুবাবাহ এবং আলী (রা.) রাসূল (সা.) এর সাথে একই উটের আরোহী ছিলেন। যখন রাসূল (সা.) এর হাটার পালা হত, তখন হযরত আলী ও আবূ লুবাবাহ (রা.) বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আরোহন করুন, আপনার পরিবর্তে আমরাই হাটব। এ কথা শুনে রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা আমার চেয়ে শক্তিশালী নও। এবং আমি তোমাদের থেকেও বেশী সওয়াবের মুখাপেক্ষী।[৪৭]

নবী কারীম (সা.) এর জামাতা আবুল আসের একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা

বদরের যুদ্ধ বন্দীদের মাঝে রাসূল (সা.) এর জামাতা হযরত আবুল আস বিন রবী (রা.)ও ছিলেন। রাসূল (সা.) স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.) এর গর্ভজাত কন্যা হযরত যয়নব (রা.) কে এই আবূ আস বিবাহ করেন। হযরত খাদীজা (রা.) আবুল আসের খালা হওয়ার সুবাদে। তিনি তাকে সন্তানের মত স্নেহ করতেন। ফলে তিনি নিজেই প্রস্তাব দিয়ে নবুওয়াতের পূর্বে হযরত যয়নব (রা.) এর বিবাহ আবুল আসের সাথে দিয়ে দিলেন। আবুল আস সম্পদশালী একজন আমানতদার ব্যবসায়ী ছিলেন।

নবুওয়ত প্রাপ্তির পর হযরত খাদীজা (রা.)সহ রাসূল (সা.) এর সকল কন্যা ঈমান নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আবুল আস পূর্বের ন্যায় শিরকের উপর অবিচল ছিল। কুরাইশের নেতারা আবুল আসকে বললো, আবূ লাহাবের ছেলেদের মত তুমিও মুহাম্মদের কন্যাকে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মেয়েকে বিবাহ করতে চাও তার সাথে তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু আবুল আস সুস্পষ্ট অস্বীকার করল। সে বলল, যয়নবের মত সম্ভ্রান্ত ও

---

৪৭. সীরাতে মুস্তফা: খ.২, পৃ.৫৮।

www.pathagar.com

উন্নত রুচির অধিকারী নারীর মুকাবেলায় আর কোন পছন্দের নারী হতে পারে না।

বদরের রণাঙ্গনে কুরাইশের যুদ্ধবন্দীদের সাথে আবুল আসও গ্রেফতার হয়েছিল। মক্কাবাসীরা তাদের আত্মীয় স্বজনকে বন্দী দশা থেকে মুক্ত করার জন্য ফিদয়া (মুক্তিপণ) পাঠাচ্ছিল। এমতাবস্থায় হযরত যয়নব নিজ স্বামী আবুল আসের মুক্তির জন্য একটি হার পাঠিয়ে ছিল। যে হারটি মূলতঃ তাকে তার মা হযরত খাদীজা (রা.) বিবাহের সময় দিয়েছিলেন।

রাসূল (সা.) এর চোখ এ হার দেখে অশ্রুশিক্ত হয়ে উঠল। পুরাতন স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠল। সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, সঙ্গত মনে হলে এ হারকে ফিরিয়ে দাও। আর এ যুদ্ধ বন্দীকে (আবুল আস) রেহাই দাও। সাহাবায়ে কিরাম বিনা বাক্যেই এ প্রস্তাবের সামনে মাথা নত করলেন। এবং আবুল আসকে হারসহ মুক্ত করে দিলেন। রাসূল (সা.) আবুল আস থেকে এ অঙ্গীকার নিলেন যে, মক্কায় গিয়ে যয়নবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিবে। আবুল আস মক্কায় যেয়ে নিজের ভাই কেনানা বিন রবী'র সাথে তাকে মদীনায় রওয়ানা করে দিল।

কেনানা উটের উপর হযরত যয়নবকে বসিয়ে রওয়ানা হল। (আরব প্রথানুযায়ী) এ সফরেও সে তীর অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সাথে নিল। রাসূল (সা.) এর কন্যা এভাবে দিবালোকে মক্কা ত্যাগ করাকে কুরাইশরা নিজেদের আত্ম মর্যাদার জন্য একটি হুমকি মনে করল। তাই আবূ সুফ্য়ানসহ আরও অনেকে যী তুওয়ায় এসে উটকে দাঁড় করাল। এবং বলতে লাগল মুহাম্মদের কন্যাকে বাধা দেওয়ার মধ্যে আমার কোনই স্বার্থ নাই। তবে এভাবে প্রকাশ্যে মক্কা ত্যাগ করা আমাদেরকে লাঞ্ছিত করার নামান্তর। তাই কোন বাধা-বিপত্তি নয়; বরং এ মুহূর্তে মক্কায় চল, রাতের আঁধারে তুমি (কেনানা) তাকে নিয়ে যেও। কেনানা কথাটি মেনে নিল। আবু সুফ্য়ানের আগে হাব্বার বিন আসওয়াদ (তিনি পরে ইসলাম কবুল করেন) হযরত যয়নবকে অনেক ভয় দেখিয়েছিল, যে ভয়ে ভীত হয়ে তার অসময়ে গর্ভপাত হয়েছিল। এ পরিস্থিতি দেখে কেননা রণসাজে সজ্জিত হয়ে গেল। এবং বলল, যে ব্যক্তি উটের নিকটে আসবে, তাকে তীরের আঘাতে ঝাঁঝরা করে দিব।

www.pathagar.com

মোটকথা, কেনানা মক্কায় ফিরে আসল। দুই তিন রাত পর এক দ্বি-প্রহরে রওয়ানা দিল। এ দিকে রাসূল (সা.) মদীনায় হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) ও অপর একজন সাহাবীকে বতনে ইয়াজুয নামক স্থানে এসে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। এবং এ নির্দেশ দিলেন যে, সেখানে যখন যয়নব পৌঁছবে, তখন তাকে সাথে করে নিয়ে আসবে। তারা বতনে ইয়াজুযে পৌঁছামাত্রই দেখে যে, কেনানা আসছে। হযরত যয়নব (রা.) এ দুই সাহাবীর সাথে মদীনায় এসে গেছেন আর ওদিকে কেনানা সেখান থেকেই মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছে। এভাবে বদরের যুদ্ধের একমাস পর হযরত যয়নব (রা.) মদীনায় পৌঁছেন।

এভাবে যয়নব (রা.) রাসূল (সা.) এর কাছেই ছিলেন আর আবুল আস মক্কায় ছিল। মক্কা বিজয়ের পূর্বে আবুল আস ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় রওয়ানা হল। আবুল আস মক্কায় এক বিশ্বস্ত আমানতদার ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত ছিল। তাই তার নিকট অন্য অনেক লোকের সম্পদ গচ্ছিত ছির। সে সিরিয়া থেকে মক্কায় যাবার পথে মুসলমানদের একটি বাহিনীর সম্মুখীন হলে (যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে) তার সকল মালামাল মুসলমানরা কব্জা করে নিয়েছিল। এ দিকে আবুল আস চুপিসারে মদীনায় হযরত যয়নবের নিকট এসে পৌঁছল।

পরদিন রাসূল (সা.) ফজরের নামায পড়তে আসলে হযরত যয়নব মসজিদের বারান্দা থেকে আওয়ায দিয়ে বলল, হে লোক সকল! আমি রবীয়ার পুত্র আবুল আসের মেজবান হিসাবে তাকে আশ্রয় দিয়েছি। রাসূল (সা.) নামায শেষ করে সাহাবায়ে কিরামের দিকে ফিরে ইরশাদ করলেন, হে লোক সকল! আমি যা শুনেছি, তোমরা কি তাই শুনেছ? তারা বলল, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, ঐ সত্ত্বার কসম দিয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা যা শুনেছ সেটুকু শুনা ছাড়া আমার এ ব্যাপারে আর কোন ধারণা নাই। নিশ্চিতভাবে কোন নিম্ন থেকে নিম্নতর মুসলমান কর্তৃক কোন (কাফের) ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাদান হিসাবে গণ্য হবে।

তারপর তিনি হযরত যয়নব (রা.) এর নিকট এসে বললেন, তাঁর (আবুল আস) সেবা-যত্ন কর। তবে স্ত্রী সুলভ কোন আচরণের সুযোগ যেন না

www.pathagar.com

পায়। কেননা তুমি তার জন্য হালাল নও। কারণ তুমি মুসলমান, সে কাফের ও মুশরিক।

আর সারিয়্যাহকে বললেন, তোমরা আবুল আসের সাথে আমদের সম্পর্কের কথা জান। তাই যদি তোমাদের জন্য সম্ভব হয়, তাহলে তার মালগুলি ফিরিয়ে দিতে পার। কেননা এগুলো আল্লাহর দান যার উপর তোমাদের কর্তৃত্ব আছে। যার প্রকৃত হকদার তোমরাই। এ কথা শুনা মাত্রই সাহাবায়ে কিরাম সব মাল ফিরিয়ে দেন। কেউ বালতি, কেউ রশি, কেউ লোটা, কেউ চামড়ার টুকরাসহ সবকিছুই পাই-পাই করে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আবুল আস সব মাল নিয়ে মক্কায় রওয়ানা দিল. মক্কায় গিয়ে সে সকলের মালামাল যথাযথভাবে পৌঁছে দিল। মাল পৌঁছানোর পর সে ঘোষণা করলঃ

হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে কারোর কোন মাল পাওনা আছে আমার নিকট? তারা বলল, না। (আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দান করুন) তোমাকে আমরা আমানতদার ও সম্ভ্রান্ত বলে মনে করি। তারপর সে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। (কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল)

আল্লাহর কসম! এতদিন ইসলাম থেকে এ অভিযোগের সম্ভাবনা আমাকে দূরে রেখেছেন যে, আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। যখন আল্লাহ তাআলা সেই মাল পরিশোধের তৌফিক দিয়েছেন, তখন আমি এ সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর আবুল আস মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে আসলেন এবং রাসূল (সা.) হযরত যয়নবকে স্ত্রী হিসাবে তার ঘরে তুলে দিলেন।[৪৮]

নেককার স্ত্রী

একটি হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, যে স্ত্রী তার স্বামীর অনুগত তার জন্য আকাশের পাখি, পানির মাছ এবং উর্ধ্বাকাশের ফেরেস্তারা মাগফিরাতের দুআ করে। এমনকি জঙ্গলের হিংস্র জীবরাও দুআ করে।[৪৯]

---

৪৮. সীরাতে মুস্তফা: খ.২, পৃ.১২৪।

৪৯. মাআরেফুল কুরআন: খ.২, পৃ. ৩৯৯।

www.pathagar.com

যুলুম তিন প্রকার

যুলুম তিনি প্রকার। যথা: (১) যার ক্ষমা কখনই হবে না। (২) যার ক্ষমা সম্ভব। (৩) যার প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া কোন রক্ষা নেই। প্রথম প্রকার যুলুম হল, শিরক। দ্বিতীয় প্রকার যুলম হল, হুকুকুল্লাহর (আল্লাহর হক) মধ্যে উদাসিনতা, তৃতীয় প্রকার হক্কুল ইবাদকে (বান্দার হককে) উপেক্ষা করা।[৫০]

ইসলামে ঈদুল ফিতরের প্রথম নামায

বদরের রণাঙ্গন থেকে ফেরার পথে ১ম শাওয়াল রাসূল (সা.) ঈদের নামায পড়েন যা প্রথম ঈদের নামায হিসাবে পরিচিত।[৫১]

এক ওয়াক্ত নামায না পড়েও যে সাহাবী জান্নাতী

আমর ইবনে সাবিত নামক একজন সাহাবী, যিনি উচয়ারিম উপাধীতে খ্যাত। সারাটা জীবন তিনি ইসলাম বিমুখ ছিলেন। উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম তার দিলে জায়গা করে নিল। তলোয়ার নিয়ে ময়দানে নেমে পড়লেন, লড়াই করতে করতে এক সময় আহত হয়ে পড়ে গেলেন। উপস্থিত লোকেরা হতবাক হয়ে বলল, আরে! কিসে তোমাকে এই যুদ্ধে টেনে নিয়ে আসল? ইসলামের প্রতি অনুরাগ না গোত্রীয় মর্যাদাবোধ। হযরত ইসাইরিম (রা.) জবাব দিলেন, না; বরং ইসলামের প্রতি অনুরাগ। তাই আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি। (তাদের সামনে) শির অবনত করেছি। তারপর তলোয়ার নিয়েছি এবং রাসূল (সা.) এর সহযোদ্ধা হিসাবে লড়াই করেছি। তারপর এভাবে আহত হয়েছি। একথা শেষ হতে হতে তিনিও শেষ হয়ে গেলেন। নিশ্চয় তিনি জান্নাতী। (ইবনে ইসহাকের বর্ণনা, সূত্রটি হাসান)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) (নিজ ছাত্রদেরকে) জিজ্ঞাসা করতেন, এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দাও যে, এক ওয়াক্ত নামায না পড়েও জান্নাতী? তিনি হলেন এই আমর ইবনে সাবিত।[৫২]

---

৫০. মাআরেফুল কুরআন: খ. ২, পৃ. ১৩২।

৫১. যুরকানী: খ. ১, পৃ. ৪৫৪, সীরাতে মুস্তফা: খ. ২, পৃ. ১৩২।

৫২. ইসাবাহ, তরজমায়ে আমর ইবনে সাবিত (রা.), সীরাতে মুস্তফা: খ. ২, পৃ. ২৩৪।

www.pathagar.com

যালিমের সহযোগীও যালিম

فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ. [৫৩]

তাফসীরে রূহুল মাআনীতে এ আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) বর্ণনা করেন, কেয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, কোথায় যালিমরা ও তাদের সহযোগীরা? এমন কি যালিমদের কলম-দোয়াত যারা প্রস্তুত করেছে তাদের সবাইকে একটি লোহার তাবুর মধ্যে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৫৪]

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) এক ব্যক্তিকে একটি চিঠির মধ্যে এই নসীহত লেখেন যে, আমি তোমাকে তাকওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করছি। যা ছাড়া কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। তাকওয়ার ধারক ছাড়া অন্য কারোর উপর রহম ও দয়া করা হয় না। তাকওয়া ছাড়া কোন কিছুর উপর সওয়াবও হয় না। এ কথার প্রবক্তা অনেক হলেও আমলকারীর সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত।

হযরত আলী (রা.) বলেন, তাকওয়ার সাথে কোন ছোট আমল ছোট নয়। আর কোন মাকবূল আমলকে কোন ভাবেই ছোট বলা সম্ভব নয়।[৫৫]

যতক্ষণ অযু থাকবে, ততক্ষণ ফেরেশতারা নেকী লিখতে থাকবে

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, হে আবূ হুরাইরা! যখন তুমি অযু করবে, তখন বিসমিল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নিও। (যার লাভ এই যে,) যত সময় তোমার এ অযু স্থায়ী হবে, তত সময় তোমার জন্য নিযুক্ত ফেরেস্তা (আমলের লিখক ফিরিশতা) তোমার আমল নামায় নেকী লিখতে থাকবে।[৫৬]

---

৫৩. অতঃপর আমি আর কখনও পাপাচারের সাহায্যকারী হব না। (সূরা কাসাস: ১৭)

৫৪. মাআরেফুল কুরআন: খ. ৩, পৃ. ২৫।

৫৫. ইবনে কাসীর, মাআরেফুল কুরআন: খ.৩, পৃ. ১১৪।

৫৬. মাআরেফুল কুরআন: খ. ৩, পৃ. ৭৫।

www.pathagar.com

ছোট ও বড় গুনাহের একটি সুন্দর উদাহরণ

মুসনাদে আহমদে আছে যে, একদা হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) সম্পর্কে হযরত মুআবিয়া (রা.) কে এক পত্রে লেখেন বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে, তখন তার প্রশংসাকারীও তার নিন্দাজ্ঞাপন করতে থাকে। তার বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়। ফলে গুনার থেকে বে-পরোয়া হওয়া মানবজাতির জন্য স্থায়ী ধ্বংসের কারণ।

সহীহ হাদীসে আছে যে, মু'মিন যখন কোন গুনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে, তারপর সে তওবা ও ইস্তেগফার করলে সে দাগ মুছে যায়। আর তওবা না করলে এ দাগটি লম্বা হতে থাকে। এমনকি এক সময় সমস্ত অন্তরের উপর তা ছড়িয়ে পড়ে। যাকে কুরআন কুরআন মাজীদে রইন (ريْن) বলা হয়েছে।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

তাদের অসৎ আমল তাদের অন্তরের উপর মরীচিকা লাগিয়ে দিয়েছে।[৫৭]

অবশ্য গুনাহর ভয়াবহ পরিণতি ও তার যাবতীয় অনিষ্টতার মাঝে কম ও বেশীর দিকে তাকিয়ে গুনাহকে দুই ভাবে ভাগ করা হয়েছে। যার একটিকে কবীরা আর অন্যটিকে সগীরা গুনাহ বলে।

জনৈক বুযুর্গ ছোট গুনাহ বা বড় গুনাহের মাঝে পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথা অনুভূত বস্তুর মাধ্যমে তার উদাহরণ এইভাবে বুঝিয়েছেন, তিনি বলেন, ছোট গুনাহ আর বড় গুনাহের উদাহরণ একটি ছোট বিচ্ছু আর বড় বিচ্ছুর ন্যায় বা একটি বড় অঙ্গার ও ছোট অঙ্গারের ন্যায়। একজন মানুষ এ দুইয়ের মাঝে কোনটির জ্বালা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। এ কারণেই মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরাযী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় ইবাদত তার নাফরমানী তথা গুনাহ বর্জন করা। যারা নামায-রোযা আর তাসবীহের সাথে গুনাহ বর্জন করে না তাদের ইবাদত কবূল হয় না।

---

৫৭. মুতাফফিফীন: ১৪।

www.pathagar.com

হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায (রহ.) বলেন, তোমরা কোন গুনাহকে যে হালকা বা ছোট মনে করবে, সে পরিমাণ বড় অন্যায়ে লিপ্ত হবে। পূর্বের বুযুর্গদেরকে বলতে শুনা গেছে যে, প্রতিটি গুনাহ কুফরের বার্তাবাহক, তাই গুনাহ মানুষকে কুফরী কাজ ও চরিত্রের দিকে পথ-প্রদর্শন করে।[৫৮]

আল্লাহ তাআলার নিকট সংরক্ষিত তার একটি এগ্রিমেন্ট

(নিজের জন্য তিনি করুণাকে অবধারিত করে নিয়েছেন। كتب علي نفسه الرحمة

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ তাআলা মাখলুকাতকে সৃষ্টি করলেন, তখন নিজের উপর একটি লিখিত ওয়াদা চাপিয়ে নিয়েছেন, যে লেখাটি তার নিকট সংরক্ষিত। যার সারাংশ হলঃ আমার করুণা ও দয়া আর ক্রোধের উপর বিজয়ী থাকে।[৫৯]

আমল ভাল হলে শাসক ভাল হবে, আমল খারাপ হলে শাসক খারাপ হবে

হিলয়ার লেখক আবূ নুয়াইমের সূত্রে মিশকাতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। আমি সকল বাদশাহর বাদশাহ। সকল বাদশাহর অন্তর আমার হাতে। যখন বান্দা আমার আদেশ মান্য করে এবং আমার আনুগত্য প্রকাশ করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি করুণা আর দয়ার উদ্রেক ঘটাই। আর বান্দা নাফরমানী করলে, শাসকদের দিল কঠিন করে দেই। ফলে তারা তাদের উপর সব ধরণের অত্যাচার করতে থাকে। তাই শাসক শ্রেণীকে গালি-গালাজ করে সময় নষ্ট করো না। বরং নিজ আমল সংশোধন করে আল্লাহমুখী হওয়ার চেষ্টা কর। তাহলে আমি তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম সুন্দর করে সাজিয়ে দেব।

---

৫৮ মাআরেফুল কুরআনঃ খ. ২, পৃ. ৩৮৪।

৫৯. কুরতুবী, মাআরেফুল কুরআনঃ খ. ৩, পৃ. ২৯০।

www.pathagar.com

এমনি একটি হাদীস আবূ দাউদ ও নাসাঈতে হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা কোন আমীর বা শাসকের মঙ্গল কামনা করেন, তখন তার জন্য কিছু ভাল পরামর্শদাতা ও সহকর্মী নিযুক্ত করে দেন। যদি তার কখনও ভুল হয়, তাহলে এ সকল সহকর্মীরা তা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর উক্ত শাসক কোন কাজ শুরু করলে, তারা তাকে নিষ্ঠার সাথে সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা যদি কারোর অমঙ্গল কামনা করেন, তাহলে কিছু অসৎ লোককে তার সহকর্মী ও পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত করেন।[৬০]

একটি সর্বগ্রাসী সমস্যার শরঈ সমাধান

টিভিতে খেলার ম্যাচ দেখা জায়িয নাই। এর মধ্যে অনেক গুলো অনিষ্টতা আছে। গুনাহও কম নয়। **প্রথমতঃ** খেলোয়ারদের ছবি ইচ্ছা করেই দেখতে হয়। (জাওয়াহিরুল ফিকহি, খ. ৩, পৃ. ৩৩৯) তে মুফতী শফী (রহ.) এ মাসআলাটি লিখেছেন। টিভিতে অসংখ্য মানুষের ছবি দেখতে হয়, যে কারণে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক গুনাহ হবে।

দ্বিতীয় গুনাহঃ খেলা দেখার সময় স্টেডিয়ামের গ্যালারীতে যে সমস্ত মহিলা দর্শক বসে থাকে, একটু পর পর তাদের ছবি দেখতে হয়।

তৃতীয় গুনাহঃ টিভি ক্রয় করা ও তা ঘরে রাখা। ফতওয়ায়ে রহীমিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী টিভি ও বাদ্য যন্ত্রসহ ঐ সমস্ত উপকরণ ব্যবহার না করে কোন ঘরে ফেলে রাখাও মাকরূহ (তাহরীমী)। (রহীমিয়্যাহ ৬/২৯৮) কারণ এ সকল বাদ্য যন্ত্র মানুষ রাখে বিনোদনের জন্য।[৬১]

চতুর্থ গুনাহঃ জামাতের সাথে নামায না পড়ার। সাধারন ভাবে এ গুনাহটি করতে দেখা যায়।

পঞ্চম গুনাহঃ নিজের মূল্যবান সময় নষ্টের।

---

৬০. মাআরেফুল কুরআনঃ খ.৩, পৃ.৩৫১।

৬১. খুলাসাতুল ফাতাওয়াঃ ৩৩৮।

www.pathagar.com

৬ষ্ঠ গুনাহ: অনর্থক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একজন মুসলমানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অনর্থক কাজ বর্জন করা।

সপ্তম অনিষ্টতা: এ অভ্যাস সজাগ থাকলে দ্বীন ও দুনিয়ার জরুরী কাজ-কর্মে উদাসীনতা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

অষ্টম অনিষ্টতা: এর মাধ্যমে টিভির অনুরাগ সৃষ্টি হয়, যা অসংখ্য গুনাহ ও অসংগতির কারণ হয়।

নবম অনিষ্টতা: এটা দ্বারা বরকত শেষ হয়ে যায়। কেননা প্রত্যেক গুনাহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রুজীর বরকত শেষ হওয়া।

দশম অনিষ্টতা: টিভির প্রোগ্রামের প্রতি অনুরাগীরা কল্যাণ জনক কাজ থেকে সর্বদা বঞ্চিত হয়।

সংকলকঃ

মুফতী মুহাম্মদ আদম সাহেব বাহিলনী — আব্দুর রহমান কালিয়ুবী

দারুল ইফতা: জামেয়া নযীরিয়্যা কাকুসী, — দারুল ইফতা: দারুল উলূম সাপী

প্রথম গুনাহ: জামাতের সাথে নামায ত্যাগ করার গুনাহ।

দ্বিতীয় অনিষ্টতা: অনর্থক কাজে ব্যস্ত হওয়া। অথচ আল্লাহ তাআলা সফলতার জন্য অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকাকে আবশ্যক বলেছেন।[৬২]

তৃতীয় অনিষ্টতা: তার মধ্যে সময়ের অবমূল্যায়ন হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা আসরের (সময়) কসম দিয়ে সময়ের মর্যাদা দান ও গরুত্ব বাড়ানোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

চতুর্থ অনিষ্টতা: এর কারণে আল্লাহর স্মরণ ও আখেরাতের চিন্তা থেকে উদাসীনতা জন্ম নেয়।

পঞ্চম অনিষ্টতা: এর কারণে পার্থিব জরুরী কাজের ক্ষতি হয়, যা স্বচক্ষে দেখছি।

(সংকলকঃ প্রাগুক্ত)

---

৬২. পারা: ১৮, রুকূ: ১।

www.pathagar.com

আল্লাহ ও তার রাসূলের লা'নতের যোগ্য কারা

একটি হাদীসে আছে, রাসূল (সা.) বলেন, ছয় ব্যক্তি এমন আছে যাদের উপর আমিও লা'নত করেছি এবং আল্লাহ লা'নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীর দুআ কবূল করা হয়ে থাকে। তারা হলঃ

১. কুরআন মাজীদে সংযোজনকারী।

২. যে ব্যক্তি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে আল্লাহর কাছে সম্মানিতদেরকে লাঞ্ছিত করে আর তার কাছে লাঞ্ছিতদেরকে সম্মানিত করে।

৩. আল্লাহর নির্দ্ধারিত তাকদীরকে যারা অস্বীকার করে।

৪. আল্লাহর হারাম করা বিষয়কে যে হালাল মনে করে।

৫. আমার (রাসূল (সা.) বংশধরদের মধ্যে যারা হারামকে হালাল জ্ঞান করে।

৬. আমার সুন্নতী যিন্দেগীকে বর্জনকারী।[৬৩]

অন্যত্র এক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, ধর্ষনকারী এবং ধর্ষিতা উভয়ের উপর আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেন। তবে এর জন্য শর্ত হল এই যে, ধর্ষিত নারীর যদি আগ্রহ না থাকে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এমন পুরুষের উপর লা'নত করেছেন যে নারীর পোষাক পরে আর এমন নারীর উপর লা'নত করেছেন যে পুরুষের পোষাক পরে। (মিশকাত)

একদা এক ব্যক্তি হযরত আয়শা (রা.) কে জনৈক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে পুরুষের জুতা পরিধান করে? হযরত আয়শা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ঐ সকল নারীর উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন, যারা পুরুষের ন্যায় চলা-ফেরা করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ঐ সকল পুরুষের উপর লা'নত করেছেন, যারা নারীর আকৃতি ধারণ করে হিজড়া

---

৬৩. মিশকাত: ২২।

www.pathagar.com

হয়ে চলাফেরা করে এবং ঐ সকল নারীর উপর যারা পুরুষের আকৃতি ধারণ করে। এক সময় বললেন, তাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে বের করে দাও।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন ঐ সকল নারী-পুরুষের উপর, যারা সুই দ্বারা নিজেদের শরীর ছিদ্র করে। এবং ভ্রু'র লোম উঠাতে থাকে (তাকে সরু বানানোর জন্য) লা'নত বর্ষণ হোক নারীর উপর যে, (কৃত্রিম) সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক করে রাখে, অথচ তা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে হস্ত ক্ষেপের শামিল।[৬৪]

অযোগ্যকে পদাধিকার করা

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি সাধারণ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তার পর সে যোগ্যতা যাচাই না করে অধিনস্ত কোন দায়িত্ব ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের ভিত্তিতে কাউকে দান করে, তাহলে তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হতে থাকে। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবূল করা হবে না। তারপর সে একদিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৬৫]

অন্য রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কাউকে কোন পদের অধিকারী করল অথচ সে দেখছে যে, অন্যজন তার চেয়েও যোগ্য, তাহলে সে আল্লাহর খেয়ানত করল, রাসূল (সা.) এর খেয়ানত করল এবং সমস্ত মুসলমানদের খেয়ানত করল। আজ যত খানেই শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। তার এক মাত্র কারণ এ কুরআনী বিধানকে উপেক্ষা করা।

কারণ বর্তমান সময়ে পদ বন্টন করা সম্পর্ক, সুপারিশ এবং আত্মিয়তার ভিত্তিতে। ফলে শাসন ব্যবস্থায় যোগ্যলোক আসতে পারছে না। আর এ সব অযোগ্য লোকেরাই ক্ষমতার কল-কাঠি নাড়াতে থাকে আর মানুষকে কষ্ট দিতে থাকে। শাসনের সকল ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করে দেয়।

---

৬৪. মাআরেফুল কুরআন: ২/৪৩৫।

৬৫. মাআরেফুল কুরআন: ২/৪৩৫।

www.pathagar.com

এ জন্যই অন্য এক হাদীসে আছে রাসূল (সা.) বলেন, যখন অযোগ্য ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা অর্পিত হতে দেখবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে যখন দেখবে যে সে একটি দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ সে তার যোগ্য নয়, তখন দেশ ও সমাজ এমন এক বিশৃঙ্খলায় পড়বে যার থেকে মুক্তির আর কোন উপায় থাকবে না। আর এটাই কেয়ামত। (এ হাদীসটি বুখারীর ইলম অধ্যায়ে আছে)[৬৬]

সূরা আনআমের একটি বিশেষ ফযীলত

একটি হাদীসে আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সূরা আনআমে পড়ে কোন অসুস্থ মানুষের উপর 'ফু' দেয়, তাহরে সে সুস্থ হয়ে যাবে।[৬৭]

আল্লাহ ও আখেরাতের ভয়ে বাহির হওয়া এক ফোটা অশ্রু জাহান্নামের বড় থেকে বড় অগ্নিকুণ্ডকে নিভিয়ে দিবে

ইমাম আহমদ (রহ.) কিতাবুয-যুহদে হযরত হাযেম (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত জিব্রাঈল আমীন (আ.) রাসূল (সা.) এর নিকট এসে দেখেন নিকটেই এক ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদছে। জিব্রাঈল বলেন, মানুষের যাবতীয় আমলের ওযন হবে। কিন্তু আল্লাহ ও আখেরাতের ভয়ে ক্রন্দনকারীর এমন আমল যার ওযন হবে না। বরং সামান্য অশ্রু জাহান্নামের বড় থেকে বড় আগুন নিভিয়ে দিবে।[৬৮]

উলামায়ে কিরামের কলমের কালী আর শহীদের রক্তের ওযন

ইমাম যাহাবী (রহ.) হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন, কেয়ামতের দিনে উলামায়ে কিরামগণ যে সব কালি দ্বার ইলমে দ্বীন ও শরীয়তের আহকাম লিপিবদ্ধ করেন তার সাথে শহীদের রক্তকে ওযন করা হবে। কিন্তু উলামায়ে কিরামের কালির ওযন শহীদের রক্তের চেয়ে বেড়ে যাবে।[৬৯]

---

৬৬. মাআরেফুল কুরআন: খ.২, পৃ.৪৪৬।
৬৭. মাআরেফুল কুরআন: খ.৩, পৃ. ৫১২।
৬৮. প্রাগুক্ত: খ.৩, পৃ. ৫৩৩।
৬৯. প্রাগুক্ত: খ.৩, পৃ. ৫২৩।

www.pathagar.com

ঈমানের পর সর্ব প্রথম ফরয সতর ঢাকা

মানব জাতির একমাত্র উন্নতি ও অগ্রগতির গ্যারান্টি হল ইসলামী শরীয়ত। এ শরীয়তে ঈমানের পর প্রথম ফরয হিসাবে সতর ঢাকাকে নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। নামায-রোযা সবই তার পর।

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি নতুন পোষাক পরিধান করে, তখন যেন এ দুআ পড়েঃ

الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي.

অর্থঃ সকল প্রশংসা ঐ সত্ত্বার, যিনি আমাকে পোষাক পরিয়েছেন, যে পোষাকের মাধ্যমে আমি আমার সতর ঢাকব এবং সৌন্দর্য অর্জন করব।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি নতুন পোষাক পরার পর পুরাতন পোষাক গরীব ও মিসকীনকে দান করে দেয়, সে জীবন ও মৃত্যুর সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিল।[৭০]

নৈরাশ হয়ে দুআ করা

এক হাদীসে আছে, বান্দার দুআ আত্মিয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা বা অন্য কোন গুনাহের দুআ করার আগ পর্যন্ত কবূল হতে থাকে। সাথে সাথে সে যেন ব্যস্ত না হয়।

সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন ব্যস্ত না হওয়ার কী অর্থ? জবাবে বলেন, এ কথা ভাববে না যে, আমি এত বৎসর যাবত দুআ করছি, অথচ কবূল হচ্ছে না। এ কথা ভাবতে ভাবতে একদিন নৈরাশ হয়ে দুআ ছেড়ে দিবে। (মুসলিম, তিরমিযী)

অন্য একঁ হাদীসে আছে যে, আল্লাহর কাছে এমন ভাবে দুআ কর যাতে তা কবূল হওয়ার ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোন সন্দেহ না থাকে।[৭১]

---

৭০. ইবনে কাসীর মুসনাদে আহমদের সূত্রে, মাআরেফুল কুরআনঃ খ.৩, পৃ.৫৩৪।
৭১. মাআরেফুল কুরআনঃ খ.৩, পৃ.৫৮৪।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) এর সংশ্রব (জান্নাতে) কোন জাত-পাত ও রং বর্ণের উপর নির্ভর করে না

ইমাম তাবারানী তা মু'জামে কাবীরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর খিদমতে একবার এক কালো নিগ্রো লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নবুওয়াত-রিসালাতসহ রূপ-লাবণ্যে আমাদের চেয়ে অনেক উপরে। (ফলে আপনার সাথে আমাদের কোন তুলনা হয় না) এখন যদি আমি ঐ সকল বিষয়ে ঈমান আনি যে সকল বিষয়ে আপনি ঈমান এনেছেন এবং ঐ আমলগুলো করি যা আপনি করেন, তাহলে কি (রূপ-লাবণ্যের এ পার্থক্য সত্বেও) আমি জান্নাতে আপনার সংশ্রবে থাকতে পারব?

নবী কারীম (সা.) বললেন, অবশ্যই। (তুমি তোমার কাল-কুৎসিৎ চেহারার কারণে চিন্তিত হয়ো না) ঐ সত্ত্বার কসম দিয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, জান্নাতে কালো রংয়ের নিগ্রোরা সাদা ধবধবে হয়ে প্রবেশ করবে, যাদেরকে এক হাজার বৎসর দূরত্বের রাস্তা থেকে চমকাতে দেখা যাবে।

আর যে ব্যক্তি لا اله الا الله পড়বে, তার মুক্তি ও সফলতার দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যাস্ত হয়। আর যে ব্যক্তি سبحان الله وبحمده পড়ে তার আমল নামায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়।

এক ব্যক্তি এ সব ফযীলতের কথা শুনে মজলিশের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সৎ কাজের প্রতিদানের প্রশ্নে যদি আল্লাহ এত বদান্য তথা দানবীর হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের ধ্বংস বা আযাবে গ্রেফতার হওয়ার সুযোগ কোথায়?

জবাবে রাসূল (সা.) বলেন, বাস্তব কথা হল, কেয়ামতের দিন মানুষ এত আমল ও নেকী নিয়ে আসবে, যদি তা পাহাড়ের উপর রাখা হয়, তাহলে তার জন্য তা ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু তারপর যখন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত আসবে তখন দু'য়ের মাঝে তুলনা করলে আমলের পরিব্যাপ্তি এক

www.pathagar.com

সময় শেষ হয়ে যাবে। তবে যদি আল্লাহ তাআলা তার অনুগ্রহের চাদরে তাকে ঢেকে নেন তাহলে সে রক্ষা পাবে।

এ নিগ্রো লোকটির প্রশ্নের জবাবে সূরা দাহারের এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল:

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا[৭২]

তারপর নিগ্রো লোকটি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চোখ যেসব নেয়ামত দেখবে, আমার এ কুৎসিৎ চোখও কি সেসব নেয়ামত দেখবে? রাসূল (সা.) বললেন, অবশ্যই দেখবে। তারপর লোকটি কান্না শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই ইন্তেকাল করল। রাসূল (সা.) নিজ হাতে কাফন-দাফন করলেন।[৭৩]

মসজিদ ও জামাআত

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلاَةَ وَآتَىٰ ٱلزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أُوْلَـٰئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

মসজিদ আবাদ করা ঐ সকল ব্যক্তিদের কাজ যারা আল্লাহও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে। নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে। এবং আল্লাহর ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না। সুতরাং এদের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, তারা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।[৭৪]

এ আয়াতে মসজিদ আবাদ রাখার অর্থ হল, সর্বদাই সেখানে ইবাদত, আল্লাহর যিকির, ইলমে দ্বীনের চর্চা, কুরআনের শিক্ষা চালু থাকা।

১. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, যখন তুমি কাউকে মসজিদে যাতায়াতের প্রতি অভ্যস্ত হতে দেখ,

---

৭২. সূরা দাহর: ১।

৭৩. মাআরেফুল কুরআন: খ.২, পৃ. ৪৬৯।

৭৪. সূরা তওবা: ১৮।

www.pathagar.com

(নিজ কাজ ছেড়ে মসজিদের দিকে যায়) তাহলে তার মু'মিন হওয়ার সাক্ষ্য দাও। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.

অর্থঃ ঐ ব্যক্তি মসজিদ আবাদ করে, যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে।[৭৫]

২. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যাতায়াত করে, যতবারই সে যাক ততবারই আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[৭৬]

৩. হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, যে দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সে দিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা নিজ ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। তারমধ্যে একজন ঐ ব্যক্তি যে, একবার মসজিদ থেকে বাহির হলে, পুণরায় আসা পর্যন্ত মসজিদেই অন্তর লেগে থাকে।[৭৭]

৪. হযরত সালমান (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ঘরে অযু করে মসজিদে গমন করে, সে আল্লাহর সাক্ষাৎপ্রত্যাশী (আল্লাহর মেহমান) আর মেযবানের জন্য মেহমানকে সম্মান জানান জরুরী।[৭৮]

৫. আমর ইবনে মায়মুন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর জনৈক সাহাবী বলেন, মসজিদসমূহ আল্লাহর ঘর। যে এ সব মসজিদে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে আসবে, আল্লাহর উপর হক হল, তাকে সম্মান জানান।[৭৯]

---

৭৫. তিরমিযী, দারেমী, বগভী।

৭৬. বুখারী, মুসলিম।

৭৭. বুখারী, মুসিলম।

৭৮. তাবারানী, ইবনে জারীর নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে, আব্দুর রায্যাক, বায়হাকী শুআবুল ঈমানে।

৭৯. প্রাগুক্ত, তাফসীরে মাযহারীঃ খ.৫. পৃ.১৯৮-১৯৯।

www.pathagar.com

৬. হাদীস শরীফে আছে, মসজিদ আবাদকারীরা আল্লাহ ওয়ালা।

৭. হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তাআলা মসজিদ আবাদকারীদের দিকে তাকিয়ে গোত্রের সকলের থেকে শাস্তি মওকূফ করে দেন।

৮. হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তাআলা ইয্যত ও জালালের কসম দিয়ে বলেন, আমি যমীনের অধিবাসীদের উপর শাস্তি আরোপ করতে চাই; কিন্তু আমার ঘর আবাদকারী, আমার কারণে একে অপরকে মুহাব্বতকারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের দিকে তাকিয়ে সে শাস্তি মওকূফ করে দেই।

৯. ইবনে আসাকির এ বর্ণিত আছে, শয়তান মানুষের জন্য বাঘের ন্যায়। ছাগলের পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলটিকে যেমন বাঘে ধরে নিয়ে যায়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও। ফলে তোমরা মতানৈক্য ও মতভেদ থেকে বাঁচ। সাধারণ মানুষ থেকে দলবদ্ধ হয়ে মসজিদকে আঁকড়িয়ে ধরে জীবন-যাপন কর।[৮০]

মূসা (আ.) এর তখতে এ উম্মতের বিশেষ গুণাবলী এবং হযরত মূসা (আ.) এর সাহাবী হওয়ার আগ্রহ

কুরআন মাজীদে الألواح এর ব্যাপারে আছে যে, হযরত কাতাদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ.) একদা বলেন, হে আল্লাহ! আলওয়াহ (তখত) তে লেখা পেয়েছি যে, একটি দামী উম্মত হবে, যারা সর্বদা মানুষকে ভালকথা শিখাতে থাকবে, আর খারাপ কথা থেকে বাধা দিতে থাকবে। আহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মূসা! তারা তো আহমদ (সা.) এর উম্মত হবে।

তারপর আবার বললেন, হে আল্লাহ! ঐ তখতের মাধ্যমে একটি উম্মতের কথা জানতে পারলাম, যারা শেষে এসে সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা আহমদ (সা.) এর উম্মত।

---

৮০. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.২, পৃ.৩৩৮।

www.pathagar.com

মূসা (আ.) আবার বললেন, হে আল্লাহ! ঐ উম্মতের আসমানী কিতাব (কুরআন) সিনায় ধারণ করে সেখান থেকে পড়তে থাকবে। অথচ তার পূর্বের সবাই চর্ম চক্ষু দিয়ে কুরআন দেখে দেখে পড়বে, সিনার থেকে পড়বে না। ফলে তাদের হাত থেকে কিতাব সরিয়ে নিলে তারা সম্পূর্ণই অন্ধ হয়ে যাবে। ফলে তারা আর কিছুই পড়তে পারবে না। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে এত স্মৃতিশক্তি দিয়েছ যে, আর কাউকে তা দাওনি। আল্লাহ বলেন, হে মূসা! সে তো আহমদ (সা.) এর উম্মত।

মূসা (আ.) আরও বললেন, সে উম্মত তোমার সকল কিতাবের উপর ঈমান আনবে, তারা পথভ্রষ্ট কাফেরদের সাথে লড়াই করবে। কানা দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে। হে আল্লাহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। আল্লাহ বললেন, তারা আহমদ (সা.) এর উম্মত।

মূসা (আ.) আরও বলেন, হে আল্লাহ! তখতের মধ্যে এমন এক উম্মতের কথা দেখলাম যে, তারা তাদের মান্নত, সদকা এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সবই নিজেরা খাবে, অথচ পূর্বের কোন উম্মত যদি কোন সদকা বা মান্নত পেশ করত, তাহলে তার কবূলে নিদর্শন এই ছিল যে, আসমান থেকে আগুন এসে তাকে ভস্ম করে দিত। আর যদি কবূল না হত, তাহলে আগুন তা ভস্ম করত না। বরং হিংস্র জীব-জানোয়ার এসে ভক্ষণ করত। অথচ এ উম্মত সম্পদশালীদের থেকে সদকা নিয়ে গরীবদের মাঝে বন্টন করবে। হে আল্লাহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। জবাব হল, তারা মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত।

হে আল্লাহ! তখতে দেখলাম যে, সে উম্মত যদি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে, বাস্তবায়ন না করলেও একটি নেকী পাবে।, আর আমলে বাস্তবায়ন করলে দশ নেকী থেকে সাতশত নেকী পাবে। হে আল্লাহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। জবাবে বলা হল, তারা আহমদ (সা.) এর উম্মত।

মূসা (আ.) আরও বললেন, তারা সুপারিশ করবে অন্যরাও তাদের জন্য সুপারিশ করবে। হে আল্লাহ! যদি তারা আমার উম্মত হত। জবাব হল, তারা আহমদ (সা.) এর উম্মত।

www.pathagar.com

হযরত কাতাদা (রহ.) বলেন যে, তারপর হযরত মূসা (আ.) তখত রেখে বললেন, হে আল্লাহ! যদি আমি মুহাম্মদ (সা.) এর সাহাবী হতে পারতাম।[৮১] তাফসীরে মাযহারীতেও প্রায় এভাবেই বর্ণনাটি উল্লেখ রয়েছে।)

কাফের ও ফাসেকের স্বপ্নও অনেক ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে

কুরআন-হাদীস ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, অনেক সময় কাফের-ফাসেকের স্বপ্নও সত্য হতে পারে। ইউসুফ (আ.) এর জেলখানার দুই সাথীর স্বপ্নের সত্যতা, অনুরূপ ভাবে মিশরের বাদশাহর স্বপ্নে সত্যতার কথা তো কুরআনেই বর্ণিত আছে। অথচ তারা কেউই মুসলমান নয়। হাদীস শরীফে বাদশাহ কিসরার স্বপ্নের কথা আছে, যা সে রাসূল (সা.) এর নবুওয়ত প্রাপ্তি সম্পর্কে দেখেছিল। রাসূল (সা.) এর ফুফু আতেকাহ রাসূল (সা.) সম্পর্কে কুফরী অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছিল যা সত্য ছিল। কাফের বাদশাহ বুখতে নসরের যে স্বপ্নে ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আ.) দিয়েছিলেন, তা সত্য ছিল।

এটা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হল যে, কেউ কোন সত্য স্বপ্ন দেখা এবং বাস্তবতার সাথে তা মিলে যাওয়ার দ্বারা ব্যক্তি নেককার বা আল্লাহ ওয়ালা হওয়া এমনকি মুসলমান হওয়াও প্রমাণিত হয় না। তবে এটা সত্য যে, আল্লাহ তাআলা নেক লোকদের স্বপ্নকে বাস্তব করে দেখান। ফলে অধিকাংশই সত্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ফাসিকদের স্বপ্ন মনের কু-পরামর্শ হয়ে থাকে। অথবা শয়তানের প্ররোচনা হয়ে থাকে। যার অধিকাংশই মিথ্যা ও ধোকা হয়ে থাকে। তবে তার ব্যতিক্রমও আছে।

সত্য তথা বস্তুনিষ্ঠতার স্বপ্ন সাধারণ উম্মতের জন্য একটি সুসংবাদ ও একটি সতর্কবাণীর চেয়ে বেশী কোন গুরুত্ব রাখে না। যা হাদীসে পাওয়া যায়। ফলে তা ব্যক্তির জন্য কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও অপরের জন্য কোনই গুরুত্ব রাখে না। কিছু লোক এ ধরণের স্বপ্ন দেখে বিভিন্ন ধরণের ধোকা ও ওয়াসওয়াসার মধ্যে পড়ে যায়। সে স্বপ্নের কারণে নিজেকে ওলী ভাবতে থাকে। কেউ স্বপ্নের কথাকে শরীয়তের হুকুমের ন্যায় গুরুত্ব দিতে থাকে।

---

৮১. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.২, পৃ. ২২৩-২২৪।

www.pathagar.com

অথচ এ সবই ভিত্তিহীন। সাথে সাথে এ কথাও বিবেচনার যোগ্য যে, বস্তুনিষ্ঠ স্বপ্নের মধ্যেও অনেক সময় শয়তান ও নফসের প্রবঞ্চনার মিশ্রণ থাকে।[৮২]

চিল্লার ফযীলত

এক হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন এখলাসের সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে হিকমতের একটি ঝরণা জারী করে দিবেন।[৮৩]

যে সৌভাগ্যবান সাহাবীর আকৃতি রাসূল (সা.) এর অনুরূপ ছিল

উহুদ যুদ্ধে হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) মুসলমানদের পতাকাবাহী ছিলেন। ময়দানে রাসূল (সা.) এর পার্শ্বেই ছিলেন। লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তারপর পতাকা নবী কারীম (সা.) হযরত আলী (রা.) এর দায়িত্বে দিলেন। হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) বাহ্যিক আকৃতিতে রাসূল (সা.) এর মত ছিলেন। তাই শহীদ হওয়ার পর শয়তান (মুসলমানদের নৈরাশ করার জন্য) এ সংবাদ ছড়িয়ে দিল যে, দুশমনদের তীরে প্রকৃত লক্ষ্য (মুহাম্মদ সা.) শহীদ হয়ে গেছে।[৮৪]

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

(১) আদব দ্বারা ইলম বোধগম্য হয়। (২) ইলম দ্বারা আমল সহীহ হয়। (৩) আমল দ্বারা হেকমত অর্জন হয়। (৪) হেকমত দ্বারা যুহ্দ (দুনিয়া বিরাগী)। (৫) যুহ্দ দ্বারা দুনিয়া বর্জিত হয়। (৬) দুনিয়া বর্জনের মধ্যে আখেরাতের আগ্রহ নিহিত আছে। (৭) আর আখেরাতের আগ্রহ দ্বারা আল্লাহর নিকট মর্যাদা অর্জন হয়।

নামিয়া পড়িল যে ইয়াকীনের রাহে,
পৌঁছিয়া গেল সে সঠিক লক্ষ্যে।

---

৮২. মাআরেফুল কুরআনঃ খ.৫, পৃ.৯।
৮৩. রূহুল বয়ানঃ প্রাগুক্তঃ খ.৪, পৃ.৫৮।
৮৪. সীরাতে মুস্তফাঃ খ. ২, পৃ. ২০৫।

www.pathagar.com

ওয়াসওয়াসার শিকার হল যে জন,
প্রতি কদমে ভাগিবে সে জন॥

ইন্তেকালের সময় এক সাহাবীর চেহারা রাসূল (সা.) এর কদম মুবারকে

উহুদ যুদ্ধে যিয়াদ ইবনে (রা.) এর একটি বিরল সৌভাগ্য অর্জন হয়েছিল। তিনি আহত হয়ে পড়লে রাসূল (সা.) তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে বললেন। তাকে রাসূল (সা.) এর নিকট আনা হলে, তিনি রাসূল (সা.) এর পায়ের উপর নিজের চেহারা রেখে দিয়ে ছিলেন। এ অবস্থায়ই তাঁর ইন্তেকাল হয়।

إنا لله وإنا إليه راجعون.[৮৫]

কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাসবীহ

سبحان الله الذي في السماء عرشه.

* পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার আরশ আসমানে।

سبحان الله الذي في الأرض موطئه.

* পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার বিছানা যমীনে।

سبحان الله الذي في البحر سبيله.

* পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার রাস্তা সমুদ্রে।

سبحان الله الذي في الجنة رحمته.

* পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার রহমত জান্নাতে।

سبحان الله الذي في النار سلطانه.

* পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার ক্ষমতা দোযখে।

سبحان الذي في الهواء رحمته.

* পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার রহমত উর্দ্ধোগগণে।

---

৮৫. ইবনে হিশাম: খ.২, পৃ. ৮৪, সীরাতে মুস্তফা: ২. পৃ. ২০৯।

www.pathagar.com

سبحان الذي في القبور قبضائه.

* পবিত্র ঐ সত্ত্বা যার বিচার কবরে।

سبحان الذي رفع السماء.

* পবিত্র ঐ সত্ত্বা যে আসমান উঁচু করেছেন।

سبحان الذي وضع الأرض.

* পবিত্র ঐ সত্ত্বা যিনি যমীনকে বিছিয়েছেন।

سبحان الذي لا منجي إلا إليه.

* পবিত্র ঐ সত্ত্বা যে ছাড়া কোন মুক্তির জায়গা নেই।

এ তাসবীহগুলোকে বারবার পড়ুন। আল্লাহর পবিত্রতা এবং শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিন। নিজ বিশ্বাসকে পবিত্র রাখুন। ইনশা আল্লাহ! দুই জাহানেই সফল হবেন।

শয়তানের দিকে আহ্বানকারী

হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যখন শয়তান যমীনে আসতেছিল, তখন সে আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন করল হে পরওয়ারদেগার! তুমি তোমার দরবার থেকে বের করে আমাকে যমীনে পাঠিয়ে দিচ্ছ? তো যমীনে আমার থাকার জন্য কোন ঘর বানিয়ে দাও। আল্লাহর তাআলা বললেন, তোমার ঘর হল, ইস্তেঞ্জা ও গোসল খানা।

সে বলল, কোন বসার জায়গার ব্যবস্থা কর, আল্লাহ বললেন, বাজার ও রাস্তা তোর বসার জায়গা।

সে বলল, আমার খানা নির্দ্ধারণ করে দেন, আল্লাহ বললেন, প্রত্যেক ঐ খানাই তোর খাবার, যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না।

সে বলল, পান করার কিছু নির্দ্ধারিত করুন, বললেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু। প্রশ্ন হল, এ সকল বস্তুর দিকে আহ্বান করার জন্য কোন ঘোষক ও আহ্বায়কের ব্যবস্থা করে দিন। জবাব হল, বাদ্য যন্ত্র তোর আহ্বায়ক।

www.pathagar.com

সে বলল, আমার জন্য কোন কুরআন (বারবার পাঠ যোগ্য কোন বস্তু) নির্দ্ধারণ করুন। জবাব হল, অশ্লিল কবিতা তোর কুরআন।

সে বলল, কোন লেখার বিষয় দিন। জবাব হল, শরীরে সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য সুঁই দ্বারা ছিদ্র করা তোর লেখা।

সে বলল, আমার কথা নির্দ্ধারণ করে দিন। জবাব দিলেন, মিথ্যা তোর কথা।

সে বলল, আমার জন্য কোন জালের ব্যবস্থা করে দিন। জবাব হল, নারী তোর জাল।[৮৬]

ফায়দা: এ হাদীস মুতাবিক মিউজিক ও গান শয়তানের ঘোষক এবং তার আহ্বায়ক। বর্তমানে আমরা আমাদের আশপাশে লক্ষ করলে রাসূল (সা.) এর কথার বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য একটি বিশেষ দুআ

سبحان الأبدى الأبد

* পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি অনাদি অনন্ত কালের জন্য।

سبحان الواحد الأحد

* পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি এক ও একক।

سبحان الفرد الصمد

* পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য, যিনি একাকী ও অমুখাপেক্ষী।

سبحان رافع السماء بغير عمد

* পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি খুঁটি ছাড়া আসমান উঁচু কারী।

سبحان من بسط الأرض علي ماء جمد

* পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি জমাট পানির উপর যমীনকে প্রশস্ত করেছেন।

---

৮৬. নেদায়ে মিম্বার ও মেহরাব : খ.১, পৃ.২৩৯, জামেউল আহাদীস: খ. ২, পৃ.৫৮।

www.pathagar.com

سبحان الله خلق الخلق فأحطهم عددا

* পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং সংখ্যার হিসাবে তাকে গণণা করে রেখেছেন।

سبحان من قسم الرزق فلم ينس أحدا

* পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য, যিনি রিযিক বন্টন করেন, এবং কাউকে ভুলেন না।

سبحان الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولد

* পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি নিজের জন্য কোন স্ত্রী বা বাচ্চা গ্রহণ করেননি।

سبحان الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد

* পবিত্রতা ঐ সত্ত্বার জন্য যিনি নিজেও কোন সন্তান জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি।

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের জন্য উপরের দুআটি নিয়মিত পড়তে থাকুন। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে ১০০ বার দেখেছেন। শততম বার যখন দেখেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা তোমার নৈকট্য অর্জনের জন্য কী পড়বে? এ প্রশ্নের জবাবে তাকে এ দুআ বলা হয়েছিল।[৮৭]

নোট: উপর দুআটি সকাল-সন্ধ্যা বুঝে বুঝে পড়বে। আর যে সকল বিষয়ের থেকে দুআয় আল্লাহ তাআলাকে মুক্ত বলা হয়েছে, তার থেকে আল্লাহকে পবিত্র মনে করবে। আর যে বিষয়গুলোকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা মন দিয়ে ইয়াকীন করবে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হবে।

---

৮৭. শামী: খ. ১, পৃ. ১৪৪, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যা: খ.৭, পৃ. ১০৭।

www.pathagar.com

কেউ যদি আরবীতে দুআ না পড়তে পারে, তাহলে বাংলা অনুবাদ পড়বে এবং কথাগুলোর উপর ঈমান আনবে এবং ইয়াকীন করবে। এ কথাগুলোই হল ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা, যাকে তাওহীদ বলা হয়।[৮৮]

আরবী মুনাজাত

يا ربي إن عظمت ذنوبي كثيرة ۞ فلقد علمت بأن عفوك أعظم.

হে আল্লাহ যদি আমার গুনাহ বেড়ে যায়, (তাতে কি হবে) কেননা আমি জানি তোমার ক্ষমা তার চেয়েও বড়।

إن كان لا يرجوك محسن ۞ فمن الذي يدعو أو يرجو المجرم.

যদি তোমার রহমতের প্রত্যাশী কোন সৎকর্ম পরায়নশীলরাই হয়ে থাকে, তাহলে, গুণাহগাররা কাকে ডাকবে, কার কাছে আশার ঝুলি বাঁধবে?

ادعوك ربي كما أقرت تضرعا ۞ فإن رددت يدي فمن ذا يرحم.

হে আমার রব! আমি তোমার নির্দেশ মুতাবিক বিনয় ও ভগ্ন হৃদয় নিয়ে তোমাকে ডাকছি। যদি তুমি আমার হাত ফিরিয়ে দাও, তাহলে কে আমার উপর করুনা করবে?

ما لي وسيلة غليك إلا الرجاء ۞ بحميدك عفوك ثم إني مسلم.

আমার নিকট কেবল আপনার উত্তম ক্ষমার আশা ছাড়া আর কিছুই নাই, তারপর আমি মুসলমানও।

রমযানের ফযীলত

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, রমযানের রাত্রে যে কোন মু'মিন বান্দা নামায পড়লে প্রতি সিজদায় তার দের হাজার নেকী লেখা হয়। এবং জান্নাতে তার জন্য একটি লাল ইয়াকুতের একটি

---

৮৮. মুহাম্মদ আমীন।

www.pathagar.com

প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যার ষাট হাজার দরজা থাকবে। প্রত্যেক দরজার সামনে স্বর্ণের একটি মহল থাকবে। (অর্থাৎ ষাট হাজার মহল থাকবে।) আর কোন ব্যক্তি যদি রমযান মাসে রাতে বা দিনে কোন সময় সিজদা করে, তাহলে সে এমন একটি বৃক্ষ পাবে, যার ছায়ায় একটি ঘোড়া পাঁচশত বৎসর দৌড়াতে পারবে।[৮৯]

আব্দুর রায্যাক নাম্মী ব্যক্তিকে রায্যাক নামে ডাকলে গুনাহ হয়

"এবং ছেড়ে দিন আপনি ঐ সমস্ত লোকদের যারা তার (আল্লাহর) নামের ব্যাপারে বক্র পথে চলে। অতিসত্ত্বর তাদেরকে তাদের অসৎ কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে।"[৯০]

আল্লাহর নামে বক্র পথে চলার কয়েকটি দিক আছে। সবই এ আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। প্রথমত আল্লাহ তাআলার জন্য এমন নাম নির্বাচন করা যা কুরআন বা হাদীস আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় না। উলামায়ে কিরামের এ বিষয়ে ঐক্যমত আছে যে, কোন মানুষের এ অধিকার নাই যে, সে যে কোন নাম বা গুণবাচক শব্দে আল্লাহকে ডাকবে বা তার প্রশংসা করবে। বরং শুধু ঐ শব্দগুলো দিয়েই তাকে ডাকবে যা কুরআন বা হাদীসে তার নাম বা গুণের জন্য ব্যবহৃত হয়।[৯১]

দ্বিতীয়তঃ ইলহাদ ফিল আসমা অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহে ব্যবহৃত কোন নামকে আল্লাহর জন্য অনুপযুক্ত ভেবে বর্জন করা, যার দ্বারা উক্ত নামের সাথে বে-আদবী প্রকাশ পায়।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাআলার জন্য নির্দ্ধারিত নামগুলো অন্য কারোর জন্য ব্যবহার করা। এখানে একটু ভাবার বিষয় হল, কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর ব্যবহৃত নামগুলোর মূলতঃ দুইটি ভাগ আছে। যার একটি হল, যে সে

---

৮৯. তারগীব ও তারহীবঃ খ. ২, পৃ. ৯৩।

৯০. সূরা আ'রাফঃ ১৮০।

৯১. ইমাম নাসাফীর শরহুল আকায়েদে আছে, যদি কেউ এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, কুরআন ও সুন্নাতে যে সমস্ত নাম উল্লেখ নাই যেমনঃ 'মওজুদ, ওয়াজিব, কাদীম, ফারসীতে খুদা, ইত্যাদি শব্দকে আল্লাহর জন্য ব্যবহার করার বৈধতা কোথায়? জবাব হিসাবে বলব যে, ইজমায়ে উম্মত দ্বারা তা প্রমাণিত যা শরীয়তে অন্যতম দলীল।

www.pathagar.com

নামগুলো কুরআন বা হাদীসেই অন্য ব্যবহৃত হয়। (যেমনঃ হাকীম, মাজীদে শব্দ দুইটি আল্লাহর জন্য ছাড়াও কুরআনের গুণ বাচক নাম হিসাবে পাওয়া যায়- (অনুবাদক) আর অপরটি হল, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য ব্যবহৃত হতে দেখা যায় না।

এ দুই প্রকারের নামের মধ্যে প্রথম প্রকার যেমন: রহীম, রশীদ, আলী, করীম, আযীয ইত্যাদি আল্লাহ ছাড়াও অন্য কারোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আর দ্বিতীয় প্রকার আর কারোর জন্য ব্যবহার করা জায়িয হবে না যদি কেউ করে তাকে ইলহাদকারী বা মুলহিদ বলা হবে। যে কাজটি হারাম তথা না জায়িয। এমন কিছু নাম রহমান, সুবহান, রায্যাক, খালিক, গাফ্ফার ও কুদ্দুস ইত্যাদি।

আর যদি কেউ এ নামগুলো অন্যের জন্য ব্যবহার করে থাকে তাহলে তা কুফুরে পরিণত হবে। তবে কেউ যদি ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়া কেবল অজ্ঞতার কারণে এ কাজ করে থাকে তাহলে তা কুফরী হবে না। তবে শিরক জাতীয় শব্দ ব্যবহারের কারণে কঠিন গুনাহ হবে।

দুঃখের বিষয় হল, ব্যপকভাবে মুসলমান আজ এ সমস্যার শিকার। সমাজের এক শ্রেণীতে ইসলামী নাম রাখাই ছেড়ে দিয়েছে। তাদের চাল-চলন দ্বারা মুসলমান ভাবাই কঠিন যা নাম দ্বারা পরিস্কার হয়ে যায়। ইংরেজ স্টাইলের নামই তাদের পছন্দনীয়। তারা নিজেদের কন্যার নামের ক্ষেত্রে ইসলামের মহীয়সী নারী হযরত খাদীজা, আয়শা ও ফাতিমা (রা.) দের নাম বাদ দিয়ে নাসীমা, শামীমা, শাহনামা, নাজমাহ, পারভিন ইত্যাদি রাখা শুরু করেছে।

তার চেয়ে বেশী দুঃখের হল যে, যারা ইসলামী নাম ব্যবহার করেন যেমন: আব্দুর রহমান, আব্দুল খালিক, আব্দুর রায্যাক, আব্দুল গাফ্ফার এবং কুদ্দুস ইত্যাদি তারাও এসব নামগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে শুধু শেষের অংশটুকু বলে ডাকতে থাকে অর্থাৎ আব্দুর রায্যাককে শুধু রায্যাক বলে আর আব্দুল খালেক কে শুধু খালিক বলে। যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

www.pathagar.com

তার চেয়েও ভয়াবহ বিষয় হল, অনেকে কুদরতুল্লাহকে আল্লাহ সাহেব আর কুদরত-ই-খুদাকে খুদা সাহেব বলে ডাকে, যা সুস্পষ্ট হারাম ও কবীরা গুনার কাজ। এ ভাবে যত বারই ডাকা হয়, ততবারই কবীরা গুনাহ হয়। শ্রোতাও গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। এগুলো এমন কিছু গুনাহ যার মধ্যে রাত-দিন আমরা জড়িয়ে আছি। অথচ তার মধ্যে কোন স্বাদ-তৃপ্তি বা উপকারীতা নাই। আমাদের সামান্য চিন্তাও হয় না যে, আমরা কতবড় ভয়ঙ্কর কাজে জড়িয়ে পড়ছি। পূর্বোক্ত আয়াতের শেষাংশে যেদিকে ইঙ্গিত করছে। سيجزون ما كانوا يعملون (অতি সত্তর তারা তাদের কাজের প্রতিদান দেখবে)

এখানে শাস্তির কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা হয়নি। আর এ নির্দ্ধারণ না করাই ইঙ্গিত বহন করে শাস্তির আধিক্যের দিকে। যে সমস্ত গুনাহের মধ্যে পার্থিব কোন স্বাদ-তৃপ্তি বা স্বার্থ আছে সে সব গুনাহের ক্ষেত্রে কেউ বলতে পারে যে, আমি পরিস্থিতির শিকার বা অমুক স্বার্থের সামনে পরাজিত হয়ে এ কাজ করেছি। কিন্তু আফসুসের বিষয় হল, আজকের মুসলমান এমন অনেক গুনাহের মধ্যে নিজেদের উদাসিনতার কারণে জড়িয়ে পড়ে যেখানে দুনিয়ার কোন ফায়দা বরং দুনিয়াবী সামান্য কোন স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা নাই। যার প্রকৃত কারণ, হালাল ও হারাম, জায়িয ও নাজায়িযের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।[৯২]

হযরত মূসা (আ.) এর বদ দুআর প্রতিক্রিয়া

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মালের আকৃতিকে বিকৃত করে দাও।[৯৩]

হযরত কাতাদা (রহ.) বলেন, এই দুআর প্রভাবে ফেরআউনের গোত্রের সমস্ত রূপা, মনি-মুক্তা, যওহার, নগদ পয়সা, ক্ষেত এবং বাগ-বাগিচা সবই পাথরের আকৃতি ধারণ করল।

---

৯২. মাআরেফুল কুরআন: খ.৪, পৃ.১৩১।

৯৩. সূরা ইউনুস:৮৮।

www.pathagar.com

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) এর যুগে ফেরআউনের যুগের যুগের একটি পাত্র পাওয়া গিয়েছিল। যার মধ্যে ডিম ও পেস্তাকে পাথরের আকৃতিতে পাওয়া গিয়েছিল। মুফাসসিরীনদের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের ফসলাদি ও তরকারীকেও আল্লাহ তাআলা পাথর বানিয়ে দিয়েছিলেন।[৯৪]

বদ নযরের বাস্তবতার ন্যায় নেক নযরেরও বাস্তবতা আছে

নবী কারীম (সা.) বদ নযরের পরিণতির কথা স্বীকার করেছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, বদ নযর একজন মানুষকে কবরে আর একটি উটকে হাড়িতে ঢুকিয়ে দিতে পারে। এ কারণে রাসূল (সা.) সমস্ত বস্তু থেকে আশ্রয় চাইতেন এবং উম্মতকে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলতেন। তার মধ্যে من كل عين ও উল্লেখ আছে।[৯৫]

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ (রা.) এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। একদা তিনি গোসল করার জন্য কাপড় খুললে তার সুঠাম দেহে আমর বিন রবীআর দৃষ্টি পড়ল। সে সাথে সাথে বলল, আমি আজ পর্যন্ত এমন সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যবান মানুষ দেখিনি। এ কথা বলা মাত্রই হযরত সাহলের জ্বর আসল। রাসূল (সা.) এ সংবাদ জানার পর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তিনি আমের বিন রবীআকে অযু করার নির্দেশ দিলেন। আর অযুর পানি কোন পাত্রে একত্রিত করতে বললেন। তারপর সে পানি সাহলের শরীরে ঢালা হলে সে সুস্থ হয়ে গেল।[৯৬]

এ ঘটনার পর নবী কারীম (সা.) হযরত আমের বিন রবীআহ কে সতর্ক করে বললেন, একজন মুসলমান কেন তার ভাইকে হত্যা (ক্ষতি) করবে? তার সুস্বাস্থ্য তোমার নিকট ভাল লাগলে তুমি বরকতের দুআ করতে পারতে। তাই বদ নযর সত্য ও বাস্তব জিনিষ।

---

৯৪. প্রাগুক্ত; খ.৪, পৃ. ৫৬২।

৯৫. কুরতুবী।

৯৬. হযরত সাহল বিন হুনাইফ এবং আমের বিন রবীআহ দুই জনই বদরী সাহাবী। এ হাদীস মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে। (পৃ. ৩৯০) মুহাম্মদ আমীন

www.pathagar.com

এ হাদীস দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তির নিকট যদি কারোর জান বা মালের কোন অংশ আকর্ষণীয় মনে হয়, তাহলে সে এই দুআ করবে যে, আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুন। অন্য এক হাদীসে আছে যে, সে বলবে, ماشاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله এর দ্বারা বদ নযরের প্রভাব শেষ হয়ে যাবে। এ হাদীস দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হল যে, শরীরে বদ নযর লাগবে তার অযুর পানি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ঢেলে দিলে বদ নযরের প্রতিক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন, উলামায়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত যে, বদ নযরের বাস্তবতা আছে এবং এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টিও যথাযথ।

নোট: বদ নযরের যদি প্রভাব থাকে, তাহলে নেক নযরেরও প্রভাব থাকতে পারে। আল্লাহর বিশেষ বান্দারা যখন নেক নযর দেন, তাহলে হেদায়েত খুব ব্যপকতা লাভ করে। (মাআরেফুল কুরআন: খ.৫, পৃ.৯৮)

পায়ের ব্যাথা দূর করার নববী ব্যবস্থা

হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.) একবার একটি জামাত ইয়ামানে পাঠালেন। তার মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের একজন সাহাবীকে আমীর হিসাবে নিযুক্ত করলে। তারা অনেক দিন যাবত ইয়ামানে না যেয়ে নিজ জায়গায় অবস্থান করছিল। একবার উক্ত জামাতের একজন সাথীর সাথে রাসূল (সা.) এর সাক্ষাত হলে রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার তোমরা যে এখনও গেলে না? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের আমীর সাহেবের পায়ে ব্যাথা অনুভব হচ্ছে, তাই আমরা যেতে পারছি না। তারপর তিনি আমীর সাহেবের নিকট গেলেন এবং

بسم الله وبالله أعوذ بالله وقدرته من شر ما فيها.

সাতবার পড়ে তার উপর 'ফুঁ' দিলেন। সে তখনই ভাল হয়ে গেল।[৯৭]

---

৯৭. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ৭৮।

www.pathagar.com

রুযীতে বরকতের জন্য নববী ব্যবস্থা

ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিবে, চাই কেউ থাকুক বা না থাকুক। তারপর একবার দরুদ শরীফ ও সূরা ইখলাস পড়বে।[৯৮]

অস্থিরতা দূর করার নববী ব্যবস্থা

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল (সা.) এর সাথে বাইরে গেলাম। রাসূল (সা.) আমার হাত ধরে চলছিলেন। চলতে চলতে একটি লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাকে অস্থির ও পেরেশান মনে হচ্ছিল। রাসূল (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার এ দূরাবস্থা কেন? সে জবাবে বলল, দারিদ্রতা ও দূরাবস্থার কারণে আমি এমন হয়ে গেছি। রাসূল (সা.) বললেন, আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিচ্ছি। সে বাক্যগুলি পড়লে তোমার দারিদ্রতা ও অসুস্থতা চলে যাবে।

সে বাক্যগুলো হল এইঃ

توكلت علي الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.

অর্থ: ঐ সত্তার উপর ভরসা করি যিনি চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই। সকল প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; যার বাদশাহীর মধ্যে কোন অংশীদার নাই, না অপরাগতার কারণে তার কোন সহযোগী আছে। এবং তার বড়ত্ব বর্ণনা করুন।

এ দুআ শিক্ষা দেওয়ার কিছু দিন পর একদিন ঐ রাস্তা দিয়ে রাসূল (সা.) যাওয়ার সময় তার সাথে সাক্ষাত হলে, তাকে ভাল মনে হয়েছে। এবং রাসূল (সা.) নিজের আনন্দ প্রকাশ করলেন। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আপনি আমাকে এ দুআ শিক্ষা দিয়েছেন, তখন থেকে আমি নিয়মিত এ দুআ পড়ি।[৯৯]

---

৯৮. হিসনে হাসীন।

৯৯. মাআরেফুল কুরআন:খ. ৫, পৃ. ৫৩১।

www.pathagar.com

মুসলমানদের সম্মিলিত সম্পদে হযরত উমর (রা.)-এর সাবধানতা

১. হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর মালকে (রাষ্ট্রিয় সম্পদ যেখানে মুসলমানের সম্মিলিত অংশীদারিত্ব আছে) নিজের জন্য এতীমের সম্পদের ন্যায় (অস্পৃশ্য) মনে করি। প্রয়োজন না হলে তার দিকে আমি তাকাইও না। প্রয়োজন হলে নির্দ্ধারিত পরিমাণ নেই।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আমি আল্লাহর মালকে নিজের জন্য এতীমের মালের মত মনে করি। আল্লাহ তাআলা এতীমের মালের ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বলেছেন:

مَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

অর্থ: যে সম্পদশালী সে তো বেঁচে থাকবে আর যে গরীব সে নিয়ম মুতাবেক গ্রহণ করবে।[১০০]

২. হযরত বারা ইবনে মা'রুর (রা.) এর সন্তান বলেন, একদা উমর (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার ব্যবস্থাদির মধ্যে মধুকে তালিকাভুক্ত করা হল। তখন রাষ্ট্রিয় সম্পদাগারে এক ড্রাম মধু ছিল। তিনি গিয়ে মধুর গায়ে স্পর্শ না করে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘোষণা করলেন, আমার মধুর প্রয়োজন, আর রাষ্ট্রিয় কোষাগারে মধু জমা আছে। আপনাদের অনুমতি হলে আমি তা ব্যবহার করতে পারি। নতুবা তা আমার জন্য হারাম হবে। সকলেই সানন্দে অনুমতি দিল।[১০১]

৩. হযরত ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রহ.) বলেন, একদা হযরত উমর (রা.) এর নিকট বাহরাইন থেকে মেশক ও আম্বার সুগন্ধি আসল। হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি মাপ-ঝোপে অভিজ্ঞ কোন মহিলা পেতাম, যে এগুলো সমানভাবে মেপে দিবে, তাহলে তা মুসলমানদের মাঝে বন্টন করতাম। তাঁর স্ত্রী হযরত আতেকা বিনতে যায়দ বিন আমর বিন নুফাইল (রা.) বললেন, এ দিকে নিয়ে আসুন।

---

১০০. নিসা: ৬।

১০১. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ৩১৩।

www.pathagar.com

আমি মেপে দেই। হযরত উমর (রা.) বললেন, না তোমাকে দিয়ে মাপাব না। স্ত্রী বললো, কেন? হযরত উমর (রা.) বললেন, তুমি তোমার হাত দিয়ে তা পাল্লায় রাখবে, তারপর সে হাত কানে ও ঘাড়ে বিভিন্ন সময় ও অসময় ঘুরাতে থাকবে। আর এ ভাবে তোমার কানে ও ঘাড়ে মেশক লাগতে থাকবে, যার ফলে তোমার অংশে মুসলমানদের অংশের চেয়ে বেশী খুশবু এসে যাবে।[১০২]

৪. হযরত মালেক বিন আউস বিন হাদাসান (রহ.) বলেন, (রোমের বাদশাহর পক্ষ থেকে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর নিকট একবার একজন দূত আসল। হযরত উমর (রা.) এর স্ত্রী এক দীনার ঋণ করে একটি শিশি আতর ক্রয় করে রোমের বাদশাহর স্ত্রীর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। দূত যখন আতরটি নিয়ে রোম সম্রাজ্ঞিকে দিল, তখন সে শিশিকে খালি করে জওহর দ্বারা ভর্তি করে দূতকে দিয়ে হযরত উমর (রা.) এর স্ত্রীর নিকট পাঠিয়ে দিল। এ শিশি যখন উমর (রা.) এর স্ত্রীর নিকট পৌছল, তখন তিনি তা বের করে নূপুরের উপর লাগিয়ে দিলেন। এমন সময় হযরত উমর (রা.) ঘরে প্রবেশ করলেন, জওহরগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কি? স্ত্রী পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। হযরত উমর (রা.) ঐ সমস্ত জওহর নিয়ে বিক্রি করে দিলেন। বিক্রয় লব্ধ পয়সার থেকে মাত্র এক দীনার স্ত্রীকে দিয়ে বাকী সব পয়সা রাষ্ট্রিয় কোষাগারে জমা করে দিলেন।[১০৩]

৫. হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি কিছু উট ক্রয় করে সরকারী চারণ ভূমিতে চরাতাম। এভাবে যখন উটগুলো খুব স্বাস্থ্যবান হল, তখন বিক্রি করতে বাজারে নিয়ে এলাম। তখন বাজারে হযরত উমর (রা.) ছিলেন। তিনি মোটা-তাজা উট দেখে জিজ্ঞেস করলেন, উটগুলো কার? লোকজন বলল, এগুলো হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) এর। হযরত উমর (রা.) বললেন, আব্দুল্লাহ কোথায়? ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের ছেলে হয়েছে তাতে কি? কোথায় সে? আমি দৌড় দিতে দিতে আসলাম। বললাম, কী হয়েছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উটগুলো কোথায় পেলে? জবাবে আব্দুল্লাহ

---

১০২. প্রাগুক্তঃ খ. ২, পৃ.৩১৫।

১০৩. প্রাগুক্তঃ খ.২, পৃ.৩১৬।

www.pathagar.com

বললেন, ক্রয় করে রাষ্ট্রিয় চারণভূমিতে চরানোর পর অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায় লাভের আশায় বিক্রি করতে এসেছি।

হযরত উমর (রা.) বললেন, রাষ্ট্রিয় চারণভূমির রাখালরা বেশী করে খানা-পানির ব্যবস্থা করা সাধারণ বিষয়।

হে আব্দুল্লাহ! উটগুলো বিক্রি করে যত টাকা দিয়ে তুমি উটগুলো ক্রয় করেছ সে টাকা গুলো রেখে বাকী টাকা মুসলমানদের রাষ্ট্রিয় কোষাগারে জমা কর।[১০৪]

যাকে আল্লাহ মুহাব্বত করেন, তাকে এ দুআ পড়ার তৌফিক দান করেন

হযরত বুরাইদা আসলামী (রা.) কে রাসূল (সা.) বললেন, হে বুরাইদা! যার সাথে আল্লাহ তাআলা কল্যাণের ইচ্ছা করেন,তাকে নিম্নের দুআগুলো শিখিয়ে দেন।

اللهم إني ضعيف فقوي رضاك ضعفي وخذ إلي الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهي رضائى اللهم إني ضعيف فقوتي وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি দূর্বল, তোমার সন্তুষ্টি অর্জনে আমাকে মযবূত করে দাও। আমার ললাটের চুল ধরে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাও। ইসলামকে আমার সন্তুষ্টির প্রান্ত সীমা বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমি দূর্বল আমাকে শক্তিশালী কর। আমি মর্যাদাহীন, আমাকে মর্যাদাবান কর। আমি দরিদ্র, আমাকে সম্পদশালী কর। হে সকল দয়ালুর শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তারপর রাসূল (সা.) বলেন, যে এ বাক্যগুলো শিখে মৃত্যু পর্যন্ত তা আর ভুলো না।[১০৫]

দুআ কবূল হওয়া

হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের (রহ.) বলেন, আমার কুরআন মাজীদের এমন একটি আয়াত মুখস্ত আছে, যে আয়াত পড়ে ব্যক্তি যে দুআই করুক তা কবুল হবে।

---

১০৪. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৩১৬।

১০৫. এহইয়ায়ে উলূম: খ. ১, পৃ.২৭৭।

www.pathagar.com

قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য-অদৃশ্যের সম্পর্কে জ্ঞাত, আপনি সমাধান দান করবেন নিজ বান্দাদের মাঝে ঐ সকল বিষয়ে যে বিষয়গুলোতে তারা মত বিরোধ করছে।[১০৬]

সাহাবায়ে কিরামের বিরোধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত

হযরত রবী ইবনে খাইসামের নিকট কেউ হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আহ!! শব্দ উচ্চরণ করে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ

قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.

তারপর তিনি বললেন, সাহাবায়ে কিরামের মতভেদ সম্পর্কে যদি তোমার মনে কোন প্রশ্ন জাগে, তাহলে এ আয়াতটি পড়ে নিও। রূহুল মাআনীতে এ কথাটি বর্ণনা করে লেখক বলেন, কত দামী একটি শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হল, যা সর্বদা-ই স্মরণ যোগ্য।[১০৭]

জুমার নামাযের পর গুনাহ মাফ করানোর একটি নববী পদ্ধতি

যে ব্যক্তি জুমার নামাযের পর একশত বার سبحان الله العظيم وبحمده পড়বে, রাসূল (সা.) বলেন, তার এক লক্ষ গুনাহ মাফ হবে। এবং তার পিতা-মাতার চব্বিশ হাজার গুনাহ মাফ হবে।[১০৮] (ইবনুস সিন্নী, আমালুল ইউমি ওয়াল লাইলার: ২৩৪)

---

১০৬. সূরা যুমার:৪৬।

১০৭. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ.৫৬৬।

১০৮. বুখারী, মুসলিমের হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশত বার سبحان الله وبحمده পড়বে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়। মিশকাত:২০০) মুহাম্মদ আমীন

www.pathagar.com

অযুর মধ্যে বিশেষ দুআ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি অযু করার সময় নিম্নের দুআ পাঠ করবে, তার ক্ষমার ঘোষণা একটি কাগজে লিখে মোহর মেরে তা রেখে দেওয়া হয়। কেয়ামতের সময় পর্যন্ত সে কাগজটি নষ্ট করা হবে না এবং এ আদেশ বহাল থাকবে। দুআটি হলঃ

سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك.

তিনটি বড় রোগ থেকে বাঁচার সহজ নববী ব্যবস্থা

হযরত কবীসাহ বিন মুখারিক (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর খিদমতে হাজির হলাম। রাসূল (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছ? আমি বললাম, বার্ধক্যতার কারণে আমার হাড্ডি দূর্বল হয়ে পড়েছে। (ফলে আপনার খিদমতে বেশী আসতে পারি না) আমাকে আপনি এমন কোন আমল শিখিয়ে দিন, যদ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি।

রাসূল (সা.) বললেন, তুমি যে পাথর, গাছ, পাতা ও টিলার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয়েছ, সবই তোমার মাগফিরাতের জন্য দুআ করেছে। হে কবীসাহ! সকালে তিনবার নামাযের পর سبحان الله العظيم وبحمده পরড়, তা দ্বারা তুমি অন্ধত্ব, নির্বুদ্ধিতা এবং বিকলাঙ্গ থেকে রক্ষা পাবে। হে কবীসাহ! এ দুআও পড়বেঃ

اللهم إني أسئلك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك.

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছে যা আছে আমি তা চাই। তুমি তোমার অনুগ্রহকে আমার উপর বর্ষণ কর। তোমার করুণাকে আমার উপর বিছিয়ে দাও। তোমার বরকতকে আমার উপর নাযিল কর।[১০৯]

---

১০৯. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.৩, পৃ. ১৭৯।

www.pathagar.com

মানুষের কানে শয়তানের পেশাব

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) এর সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে কথা উঠল যে, সে সকাল পর্যন্ত ঘুমায়, নামাযের জন্যও উঠে না। রাসূল (সা.) তখন বললেন,

ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه.

সে এমন ব্যক্তি যার কানে শয়তান পেশাব করেছে।[১১০]

মুনকার-নাকীরকে হযরত উমরের প্রশ্ন

একটি হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা.) বলেন, ঐ পবিত্র সত্ত্বার কসম দিয়ে বলছি, যিনি সত্য দিন দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) আমাকে বলেছেন যে, তোমাদেরকে কবরে মুনকার-নাকীর প্রশ্ন করবে। সে বলবে, হে উমর! তোমার রব কে? তোমরা জবাবে বলবে, আমাদের রব আল্লাহ। তারপর তুমিই প্রশ্ন করবে, তোমাদের দুই জনের রব কে? আমার নবী তো মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের নবী কে? আমার দ্বীন তো ইসলাম, তোমাদের দ্বীন কি? তারপর তারা দুই জন বলবে, আশ্চর্যের কথা হল, বুঝতেই পারলাম না, আমাদেরকে তোমার নিকট পাঠান হয়েছে না তোমাকে আমাদের নিকট পাঠান হয়েছে।[১১১]

দুনিয়ার জন্য পাঁচটি বাক্য আখেরাতের জন্য পাঁচটি বাক্য

হযরত বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, যার সারাংশ হল, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নের দশটি বাক্য ফজরের নামাযের আগে বা পরে পড়বে, সে আল্লাহ তাআলাকে তার স্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূলে পাবে এবং পড়ার কারণে প্রতিদান তথা সওয়াব পাবে। এ দশটি বাক্যের পাঁচটি দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত, পাঁচটি আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত।

দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি হলঃ

১. আমার দ্বীনের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ١. حسبي الله لدينه

---

১১০. বুখারী, মুসলিম, তারীখে জিন্নাত ও শায়াতীনঃ ৩৮৫।

১১১. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.৩, পৃ.৯৯।

www.pathagar.com

২. আমার চিন্তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।	٢. حسبي الله لما أهمني
৩. যে আমার সাথে অতিরঞ্জন করেছে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।	٣. حسبي الله لمن بغي عليّ
৪. যে আমার সাথে হিংসা করেছে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।	٤. حسبي الله لمن حسدني
৫. যে নিকৃষ্টভাবে আমাকে প্রতারিত করেছে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।	٥. حسبي الله لمن كادني بسوء

আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি হল:

১. মৃত্যুর সময় আমার আল্লাহই যথেষ্ট।	١. حسبي الله عند الموت
২. কবরে প্রশ্নের সময় আমার আল্লাহই যথেষ্ট।	٢. حسبي الله عند المسئلة في القبر
৩. আমল ওযনের সময় আমার আল্লাহই যথেষ্ট।	٣. حسبي الله عند الميزان
৪. পুলসিরাতের সময় আমার আল্লাহই যথেষ্ট।	٤. حسبي الله عند الصراط
৫. আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। তার উপরই ভরসা করি এবং তার নিকটই প্রত্যাবর্তন করব।[১১২]	٥. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب

জেল থেকে মুক্তির একটি নববী ব্যবস্থা

সীরাতে ইবনে ইসহাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আওফ আশজায়ী (রা.)-এর পুত্র সালিম যখন কাফেরদের কাছে বন্ধী ছিল, তখন রাসূল (সা.) তার নিকট এ খবর দিয়ে পাঠালেন যে, এটা বেশী বেশী পড়তে থাক:

www.pathagar.com

لا حول ولا قوة إلا بالله.

জেল খানায় থাকতে থাকতে একদিন দেখেন, জেল খানা খুলে গেল, আর সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। দৌড়াতে দৌড়াতে পথে শত্রু পক্ষের উটের পাল পেয়ে সেগুলো সাথে নিয়ে চলে আসল।

কাফেররা তাকে পিছন থেকে ধাওয়া করল। কিন্তু ধরতে পারল না, এক সময় সে তার ঘরে পৌঁছে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে আওয়ায দিতেই বাবা শুনে বলল, নিশ্চয়ই এটা সালিমের আওয়ায। মা বললেন, অসম্ভব! সালিম তো কাফেরদের হাতে বন্ধী শালায়। মা-বাবা আর ঘরের খাদেম দৌড়ে দরজা খুলতেই দেখে সালিম (রা.) আর সারা উঠান উটের পাল দ্বারা ভর্তি। পিতা জিজ্ঞেস করল, এ উটগুলো কোথা থেকে আসল? সালিম ঘটনা খুলে বললেন। পিতা বললেন, থাম, আমি নবী কারীম (সা.) এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আসি। রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সবই তোমার জন্য হালাল, যা ইচ্ছা তাই কর।[১১৩]

বিপদ থেকে মুক্তি ও লক্ষ্য অর্জনের পরীক্ষিত আমল

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা.) হযরত আওফ বিন মালি (রা.) কে বিপদ থেকে মুক্তি এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেশী বেশী لا حول ولا قوة إلا بالله পড়ার কথা বলেছেন।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বলেন, দ্বীন-দুনিয়ার সকল প্রকার বিপদ ও অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য এবং নিজ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ কালিমার অধিক পাঠ একটি পরিক্ষিত আমল। তিনি পরিমাণের ক্ষেত্রে বলেছেন যে, দৈনিক পাঁচশত বার যেন হয়। এবং এর পূর্বে ও পরে একশত বার দুরূদ শরীফ পড়বে। নিজ উদ্দেশ্য ও সমস্যার কথা স্মরণ করে দুআ করবে।[১১৪]

---

১১৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৫, পৃ.৩৭৬।

১১৪. তাফসীরে মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন: খ.৮, পৃ. ৪৮৮।

www.pathagar.com

চতুর্থ আসমানের ফেরেস্তাকে নিজ সাহায্যে ব্যস্তকারী দুআ

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) এর একজন সাহাবী উপনাম ছিল আবূ মুযাল্লাক। সে ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে নিজের ও অন্যদের সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করত। সে অনেক বেশী ইবাদত করত এবং পরহেযগার ছিল। একদা তার এক সফরে অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত এক জন্য ডাকাতের সাথে সাক্ষাত হল। ডাকাত বলল, তোমার সকল সামান এখানে রাখ, আমি তোমাকে হত্যা করব। সাহাবী বলল, মাল-সামান নিতে মনে চাইলে নিয়ে যাও (আমাকে হত্যা করবে কেন?) ডাকাত বলল, না আমি তোমার রক্তের বন্যা প্রবাহিত করব। সাহাবী বলল, একটু সুযোগ দিলে আমি কিছু নামায পড়তাম। ডাকাত বলল, যত মনে চায় পড়। তিনি অযু করে নামায পড়লেন এবং তিনবার এ দুআ পড়লেনঃ

يا ودود يا ذالعرش المجيد يافعال لما يريد أسئلك بعزتك التي ترام وملك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث، يا مغيث أغثني.

এ দুআ শেষ করর সাথে সাথে এক আশ্বারোহীকে হাযির হতে দেখা গেল। তার হাতে একটি বল্লম, যা সে ঘোড়ার কান বরাবর উঁচু করে ধরেছিল। সে ডাকাতকে সেই বল্লম মেরে হত্যা করল। তারপর সে উক্ত আক্রান্ত ব্যবসায়ীর দিকে ফিরল, ব্যবসায়ী জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? আল্লাহ তোমাকে দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন। আগন্তুক বলল, আমি চতুর্থ আসমানের ফেরেশতা। তুমি যখন প্রথম বার দুআ করেছ, তখন আমি আসমানের দরজার খটখট শব্দ শুনছিলাম। তুমি যখন দ্বিতীয়বার দুআ করছ, তখন আমার কানে আসমানের অধিবাসীদের চিৎকারের আওয়ায আসছিল। তুমি যখন তৃতীয়বার দুআ করেছ, তখন কেউ বলল, এটি একজন বিপদগ্রস্থ মানুষের আওয়ায। আমি আল্লাহর দরবারে আবেদন করলাম, এ ডাকাতটিকে হত্যার দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হোক। তাই আমি এখানে।

www.pathagar.com

তারপর ফেরেশতা বলল, আপনাকে এ সুসংবাদ শুনাচ্ছি যে, কোন ব্যক্তি যদি অযু করে চার রাকাত নামায পড়ে, অতঃপর এ দুআ করে তার দুআ অবশ্যই কবূল হবে। চাই সে বিপদগ্রস্থ হোক বা না হোক।[১১৫]

কুরআন তিলাওয়াতের সময় চুপ না থাকা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"এবং কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শুনো না এবং এর পাঠের মাঝে হট্টগোল লাগিয়ে দাও, যাতে তোমরা বিজয়ী হও।[১১৬]

আয়াতটি দ্বারা বুঝা গেল কুরআন তিলাওয়াতের মাঝে ব্যঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হৈ-চৈ করা কুফরের আলামত। এ-ও বুঝা গেল যে, চুপ করে শুনাও ওয়াজিব। এবং ঈমানের নিদর্শন। আজ কাল রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াতের যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তা পরিতাপের বিষয়। হোটেল, আড্ডা ও পার্কসহ যত্র-তত্র রেডিও খোলা থাকে, আর তিলাওয়াত হতে থাকে। এ দিকে হোটেল ওয়ালা নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। অন্য দিকে আগন্তুকরাও খেতেই এসেছে। তাই তারা তাদের মত ব্যস্ত থাকে। এ সবই পূর্বের যুগে কাফেরদের বৈশিষ্ট্য ছিল।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত দান করুন। তারা যেন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য রেডিও না খুলে। যদি বরকতের জন্য খুলেও, তাহলে সকল কাজকর্ম বন্ধ করে কিছু সময় একাগ্রতার সাথে নিজেও শুনবে, অন্যদেরকেও শুনাবে।[১১৭]

ডিম হালাল হওয়ার দলীল

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, জুমার দিন ফেরেস্তারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে আর প্রথম থেকে যারা মসজিদে প্রবেশ করে, তাদের জন্য সওয়াব লেখতে থাকে। সুতরাং যারা সর্ব প্রথম প্রবেশ করে, তার জন্য উট কুরবানী দেওয়ার সওয়াব লেখা হয়। এরপর যে

---

১১৫. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ.১৭৬।

১১৬. হা-মীম সিজদা:২২।

১১৭. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ. ৬৪৭।

www.pathagar.com

আসে তার জন্য আল্লাহর রাস্তায় গরু পেশ করার সওয়াব লেখা হয়। তারপর যে আসে তার জন্য দুম্বা পেশ করার সওয়াব লেখা হয়। তারপর আগন্তুকের জন্য মুরগী পেশ করার সওয়াব লেখা হয়। তারপর আগন্তুকের জন্য ডিম পেশ করার সওয়াব লেখা হয়।

তারপর যখন ইমাম সাহেব খুতবা দিতে মিম্বরের উপর দাঁড়ান, তখন ফেরেস্তারা তাদের খাতা বন্ধ করে খুতবা শুনতে বসে যায়।[১১৮]

পুরাতন হলে এমনই হওয়া উচিত

হযরত মুয়ায (রা.) একদা রাসূল (সা.) এর কবরের উপর দাঁড়িয়ে কাঁদতে ছিলেন। মুয়ায (রা.) কে হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদতেছ? হযরত মুয়ায (রা.) বললেন, আমি একটি হাদীস শুনেছিলাম যে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন সে মুত্তাকী হবে এবং আত্মগোপন করে থাকবে, মজলিসে আসলে কেউ তাকে চিনবে না। আর মজলিসে না থাকলে কেউ তাকে তালাশ করবে না যে, সে কোথায় গেল? তার অন্তরে প্রকৃত হেদায়েতের বাতি জ্বলছে, সে সর্ব প্রকার ফিৎনা বা বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকবে। দাওয়াতের পুরাতন কর্মী হতে হলে এমন হতে হবে যে, কাজ অনেক করবে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক হবে অত্যন্ত গভীর, কিন্তু যমীনের তেমন কেউ তাকে জানবে না বা চিনবে না। اللهم اجعلنا منهم ومعهم[১১৯]

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং খালিদ (রা.) এর পরস্পরের একে অন্যকে তিরস্কার; হুযূর (সা.) এর উভয়ের প্রশংসার মাধ্যমে উভয়কে শান্ত করণ

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) একদা রাসূল (সা.) এর নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, খালিদ বিন ওলীদ আমাকে তিরস্কার করে। রাসূল (সা.) হযরত খালিদ (রা.) কে বললেন, হে খালিদ! আব্দুর রহমানকে কিছু বলো না। কারণ সে বদরী সাহাবী। হযরত খালিদ (রা.) বলেন, হে

---

১১৮. সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

১১৯. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.২, পৃ. ৭৮৫।

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল আব্দুর রহমানও সর্বদাই আমাকে ভর্ৎসনা করে। রাসূল (সা.) হযরত আব্দুর রহমান (রা.) কে বললেন, খালিদকে ভর্ৎসনা করো না। কারণ সে আল্লাহর তলোয়ার।

ফায়দা: রাসূল (সা.) উভয়ের প্রশংসা করে উভয়কে শান্ত করলেন, জামাতের মধ্যে যদি সাথীদের মধ্যে এমন কোন ঘটনা ঘটে তাহলে আমীর সাহেবের কর্তব্য হল, উভয়ের প্রশংসা করে নিবৃত্ত রাখা।[১২০]

পুরাতন ত্যাগী সাথীদের সন্তানাদীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও তাদের সাথে সদাচরণ করা জরুরী, নতুবা ফরয বা নফল কোন ইবাদত কবূল হবে না

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) বর্ণনা করেন, যখন রাসূল (সা.) অসিয়্যতের জন্য অনুরোধ করলেন, তখন রাসূল (সা.) বলেন, আমি তোমাদের প্রথম সারির মুহাজির সাহাবী ও তাদের সন্তানাদির সাথে সদাচরণের জন্য অসিয়্যত করছি। যদি তোমরা তা না কর, তাহলে তোমাদের ফরয-নফল কোন আমলই কবূল হবে না।[১২১]

ফায়দা: দ্বীনের একনিষ্ঠ কর্মীদের সন্তানাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সবচেয়ে বড় সখ্যতা তাদের সাথে এটাই হবে যে, তাদেরকে সাথে নিয়ে জামাতে চলা ও তাদের কল্যাণ কামনা করা।

রাসূল (সা.)-এর সেলোয়ার ব্যবহারের দলীল

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) চার দিরহাম দিয়ে একটি সেলোয়ার ক্রয় করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সেলোয়ার পরিধান করবেন? রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ। রাত-দিন সফরে ও বাড়িতে পরব। কারণ! আমাকে সতর ঢাকার আদেশ

---

১২০. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৪৮৪।
১২১. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৪৮৫।

www.pathagar.com

দেওয়া হয়েছে। আর সেলোয়ারের চেয়ে বেশী সতর ঢাকার মত কাপড় আমি পাইনি।[১২২]

যে সৌভাগ্যবান সাহাবীর মদীনাতে ইন্তেকাল হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতারা তার জানাযা তাবূকে নিয়ে গিয়েছিল, আর সেখানেই রাসূল (সা.) তার জানাযার নামায পড়েন

হযরত মুআবিয়া বিন মুআবিয়া লাইসি (রা.) এর ইন্তেকাল মদীনাতেই হয়েছিল। হযরত জিব্রাঈল (আ.) সত্তর হাজার ফেরেস্তাকে নিয়ে মদীনায় এসে তার জানাযা নিয়ে তাবূকে রওয়ানা হন। তাবূকে পৌঁছলে রাসূল (সা.) সাহাবাদের সাথে তার জানাযার নামায পড়েন। নামায শেষে তাকে আবার মদীনায় এনে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। হুযূর (সা.) হযরত জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ মর্যাদা প্রাপ্তির কারণ কি? জবাবে জিব্রাঈল (আ.) বললেন, বেশী বেশী সূরা ইখলাসের পাঠের কারণে।[১২৩]

মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনরত মহিলার শাস্তি

মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনকারী নারী মৃত্যুর পূর্বে যদি তওবা না করে, তাহলে তাকে কেয়ামতের দিন চর্মরোগ সৃষ্টিকারী দূর্গন্ধযুক্ত জামা পরান হবে। মুসলিম শরীফে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে এ কথাও আছে যে, তাকে দূর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরিয়ে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। আর তার মুখে আগুন জ্বলতে থাকবে।[১২৪]

হযরত ঈসা (আ.) এর দুআ

হযরত ঈসা (আ.) যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে চাইতেন, তখন দুই রাকাত নামায পড়তেন। প্রথম রাকাতে تبارك الذي بيده الملك আর

---

১২২. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৭০৭।

১২৩. তাফসীরে রাযী: قل هو الله أحد এর তাফসীর।

১২৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.৮৫।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় রাকাতে الم تنزل পড়তেন। তারপর আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করতেন। এবং এই সাতটি নাম উচ্চরণ করতেন:

يا قديم، يا خفي، يا رحمن، يا دائم، يا وتر، يا أحد، يا صمد.

ঈসা (আ.) যদি কোন কঠিন সমস্যায় পড়তেন, তাহলে এই সাত নাম নিয়ে দুআ করতেন:

يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمٰن يا ذاالجلال والإكرام، يا نور السمٰوات والأرض، وما بينهما ورب العرش العظيم يا رب.

এ নামগুলো অনেক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী নাম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ. ২, পৃ.৩৬)

নারী-পুরুষের ঝগড়া-বিবাদের মাঝে পার্থক্য

পুরুষের রুচি-প্রকৃতির মধ্যে উষ্ণতার পরিমাণ একটু বেশী হয়ে থাকে। এ কারণে তার ক্রোধ মার-ধর আর চিৎকারের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আর নারীর প্রকৃতির মধ্যে লজ্জা ও আদ্রতা থাকায় তার ক্রোধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না। নতুবা একজন নারীর ক্রোধ একজন পুরুষের চেয়ে কোনাংশে কম নয়। ক্ষেত্র বিশেষ বেশীও হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় যে, একজন নারী এমন অনেক ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে রেগে যায়, যেখানে একজন পুরুষকে মোটেও রাগতে দেখা যায় না। অবশ্য এর একটা কারণ এ-ও যে, নারী বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে একজন পুরুষের চেয়েও দূর্বল। তাই তার রাগের ক্ষেত্রও বেশী।

এ দিকে চিল্লা-পাল্লা করার মাধ্যমে একটি রাগ বিস্ফোরিত হয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে চিল্লা-পাল্লাহীন রাগ খুঁটি গেড়ে বসে থাকে, নিস্তেজ হতে চায় না। যা কিনা তথা বিদ্ধেষের আকৃতি ধারণ করে। ফলে ক্রোধ বিদ্বেষের উৎস। ক্রোধ নিজেই একটি ব্যাধি, এখন তার সাথে আবার বিদ্বেষ নামে নতুন আরেক ব্যাধি।

www.pathagar.com

ফলে অদ্রতা মিশ্রিত ক্রোধে দুই সমস্যা। আর উষ্ণতা মিশ্রিত ক্রোধে এক সমস্যা। অদ্রতার ক্রোধ যেহেতু বাহির হয় না, তাই তার অঙ্গার ভিতরে জ্বলতে থাকে। আর অসঙ্গত কথা, আচরণ ও সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে বিদ্বেষ অসংখ্য সমস্যার উৎপত্তি স্থল। যা জন্ম নেয় অদ্রতার ক্রোধ থেকে। আর এ ক্রোধের অধিকাংশই পাওয়া যায়, নারীর মধ্যে। এ কারণে নারীর এ রাগ অসংখ্য গুনাহের বাহক। পক্ষান্তরে পুরুষের রাগ এমন নয়। বরং তা সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।[১২৫]

নারী তিন প্রকারের হয়

প্রথমত: মুসলমান সতী, নিস্কলুষ, নরম প্রকৃতির অধিকারী স্বামীভক্ত, অধিক সন্তান জন্মদাতা, সময়ের অযাচিত আবেদন উপেক্ষা করে সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্থ হয় এবং পারিবারিক জীবনে স্বামীর প্রকৃত সহযোগী। তবে এমন নারীর সংখ্যা নেহাত কম।

দ্বিতীয়ত: যে নারীর চাহিদা অনেক, বাচ্চা জন্ম দেওয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন গুণ তার নাই।

তৃতীয়ত: যে নারী স্বামীর গলার শক্ত বেড়ি হিসাবে আবির্ভূত হয়। যাকে জোঁকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ অসদাচরণ কারীনী। যার মোহর ধারণার চেয়েও বেশী। এমন নারীকে আল্লাহ তাআলা (শাস্তি স্বরূপ) যার উপর চান চাপিয়ে দেন। আর কারোর উপর চেপে থাকলে (নাজাত দেওয়ার জন্য) নামিয়ে দেন।[১২৬]

গরীব ভাইয়ের সদকাও কবূল করা উচিত

হযরত যায়েদ বিন হারেসাহ (রা.) এর একটি নারী ঘোড়া ছিল। নাম তার শিবলাহ। এটি হযরত যায়েদের যাবতীয় সম্পদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। একদা তিনি তার এ প্রিয় জিনিষটি সদকাহ করে দেন। রাসূল (সো.) তার এ সদকা গ্রহণ করে তর পুত্র হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) এর

---

১২৫. গাওয়ায়েলুল গযব: ২২, তুহফায়ে যাওজাইন: ৭১।

১২৬. হায়াতুস সাহাবা: খ.৩, পৃ.৫৬২।

www.pathagar.com

আরোহনের জন্য দিয়ে দেন। (হযরত যায়েদ (রা.) এর নিকট এ দানটি ভাল লাগল না, কারণ এভাবে তার দান তারই ঘরে ফিরে এল।) নবী কারীম (সা.) হযরত যায়েদের চেহারার দিকে তাকিয়ে তার ভাল না লাগার বিষয়টি অনুধাবন করলেন। ফলে রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার এ সদকা কবূল করেছেন। (তাই এ ঘোড়া যে-ই পাক না কেন, তাতে তোমার সওয়াবের কোন কম করা হবে না।[১২৭]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আবদে রাব্বিহি (রা.) যিনি ফেরেস্তাকে স্বপ্নে আযান দিতে দেখেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর সামনে হাজির হয়ে আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার এ বাগানটি সদকাহ করছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কে দিয়ে দিলাম, যেখানে ইচ্ছা খরচ করুন।

সদকাকারী সাহাবীর পিতা-মাতার নিকট এ সংবাদ পৌছলে তারা রাসূল (সা.) এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের রুটি-রুজি তো এ বাগানের উপরই নির্ভরশীল। অথচ আমাদের সন্তান তা সদকা করে দিয়েছে। হুযূর (সা.) সে বাগিচা তার (আব্দুল্লাহ) পিতা-মাতাকে দিয়ে দিলেন। পিতা-মাতার ইন্তেকালের পর সেই বাগিচা আবার সেই সদকাকারী সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহর মালিকানায় আসল।[১২৮]

দুনিয়ার প্রত্যেক বেদানার মধ্যে জান্নাতের একটি দানা থাকে

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একদা একটি আনার উঠিয়ে তার মধ্যে থেকে একটি দানা খেয়ে নেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, আপনি এমনটি করলেন কেন? জবাবে বললেন যে, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, দুনিয়ার প্রত্যেক বেদানার মধ্যে জান্নাতের দানাসমূহের মধ্যে একটি দানা রাখা হয়, হতে পারে এটিই সেই দানা। (তাবারানী) সহীহ সনদ।

---

১২৭. প্রাগুক্তঃ খ.২, পৃ.২১২।
১২৮. প্রাগুক্তঃ খ.২, পৃ. ২১৫।

www.pathagar.com

ফায়দাঃ এ হাদীসটি সরাসরী রাসূল (সা.) থেকেও বর্ণিত আছে।[১২৯]

ঘুম না আসলে এ দুআ পড়বে

মুসনাদে আহমদে আছে, রাসূল (সা.) আমাদেরকে একটি দুআ শিখাতেন। এবং বলতেন যে, ঘুম না আসার রোগ দূর করার জন্য এ দুআ পড়বেঃ

بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.[١٣٠]

হযরত ইবনে আমর (রা.) এর নিয়ম ছিল যে, তিনি তার সন্তানদের মধ্যে যে সচেতন হত, তাকে এ দুআ মুখস্থ করিয়ে দিতেন। আর যে অবুঝ হত, তার গলায় তা লিখে ঝুলিয়ে দিতেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ীতে এ হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান ও গরীব বলেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ. ৩, পৃ. ৪৬৯)

হযরত আনাসকে রাসূল (সা.) এর ৫টি উপদেশ

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন রাসূল (সা.) আমাকে ৫টি উপদেশ দান করেন।

১. হে আনাস! পূর্ণ অযু কর, দীর্ঘ হায়াত পাবে।

২. আমার যে কোন উম্মতের সাথে সাক্ষাত হলে সালাম দিবে, নেকী বাড়বে।

---

১২৯. আত-তিব্বুন নবী, কানযুল উম্মাল, জান্নাতকে হাসীন মানাযিরঃ মওলানা ইমদাদুল্লাহ আনওয়ার, পৃ.৫৫৮।

১৩০. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, যখন কেউ ঘুমে আতংকের শিকার হয় (লাফিয়ে উঠে) তাহলে সে বলবেঃ

بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.

এরদ্বারা শয়তান তাকে ক্ষতি করতে পারবে না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) বয়োঃপ্রাপ্ত সন্তানকে এ দুআ শিক্ষা দিতেন। আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের গলায় তা কাগজে লিখে ঝুলিয়ে দিতেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী। (মিশকাত শরীফঃ পৃ. ২১৭, বাবুল ইস্তেআযাহ. খ.২, পৃ.১৯১) মুহাম্মদ আমীন॥

www.pathagar.com

৩. ঘরে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে, কল্যাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

৪. চাশতের নামায পড়তে থাক, পূর্বেকার আল্লাহর ওয়ালারা তা নিয়মিত পড়ত।

৫. হে আনাস! ছোটদের উপর দয়া কর, বড়দেরকে সম্মান কর, তাহলে কেয়ামতের দিন আমার সাথে থাকতে পারবে।[১৩১]

হযরত মুআবিয়া (রা.) এর উদ্দেশ্যে হযরত আয়শা (রা.)-এর একটি চিঠি

হযরত মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়শা (রা.) এর নিকট পত্র লিখলাম। তাতে বলেছিলাম, আমাকে কিছু নসীহত করুন। সংক্ষিপ্ত বাক্যে কিছু উপদেশ দান করুন। জবাবী পত্রে হযরত আয়শা (রা.) এ সংক্ষিপ্ত নসীহত করেনঃ

" তোমার উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আম্মা বা'দ! আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহকে রাজী করতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের অভাব-অভিযোগের যাবতীয় দুঃশ্চিন্তা ও তার বোঝা থেকে হেফাযত করবেন। আর তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে আল্লাহ তাআলাকে নারাজ করে মানুষকে রাজী করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের সোপর্দ করে দিবেন।-আস্ সালামু আলাইকুম তিরমিযী।[১৩২]

হযরত আবূ বকর (রা.) কে নবীজীর তিনটি উপদেশ

হুযূর (সা.) বলেন, শুন আবূ বকর! ৩টি বস্তু সম্পূর্ণ সত্য।

১. কোন ব্যক্তি যদি কারো দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ইয্যত ও মর্যাদা দান করবেন।

২. যে ব্যক্তি দয়া ও সদ্ব্যবহার করতে থাকবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক মযবূত করার উদ্দেশ্যে দান করতে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বরকতসহ আরও দিবেন।

---

১৩১. প্রাগুক্তঃ খ.৩, পৃ.৫২৮।

১৩২. মাআরেফুল হাদীসঃ খ.২, পৃ. ১৬২।

www.pathagar.com

৩. আর যে ব্যক্তি সম্পদের আধিক্যতার উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে বরকত উঠিয়ে নিবেন এবং নাই নাই এমন কে বিপদে তাকে ফাঁসিয়ে দিবেন। এ হাদীস আবূ দাউদেও আছে।[১৩৩]

দুআ কবূলের জন্য কিছু কালিমা

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহ.) বলেন, আমি একদা মসজিদে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ গায়েব থেকে একটি আওয়ায ভেসে আসল, যাতে বলা হল, হে সাঈদ! নিম্নোক্ত বাক্যটি পড়ে তুমি যে দুআই করবে, তা কবূল করা হবেঃ

اللهم أنت مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون.

ফায়দা: হযরত সাঈদ বলেন, এই বাক্য দ্বারা আমি যে দুআ-ই করেছি, তা কবূল হয়েছে। (রূহুল মাআনী, مليك مقتدر এর তাফসীর)

বান্দা ইউনুস পালনপুরী (মূল লেখক) নিজের জন্য এ দুআ করেঃ

اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فأسعدني في الدارين وكن لي ولا تكن علي وآتني في الدنا حسنة وفي الأخرة حسنة وقني عذاب النار.

উপরোক্ত দুআটি আল্লাহ তাআলা আমার জন্য স্ত্রী ও সন্তানাদীসহ সমস্ত উম্মতের জন্য কবূল করুন। আমিন; কেননা তিনিই মালিক ও মুকতাদির।

দূর্ভাগা ব্যক্তির আলামত ৪টি

হাদীস শরীফে দূর্ভাগা ব্যক্তির ৪টি আলামত বলা হয়েছে। যথা:

১. চোখে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া।
২. কঠিন হৃদয়।
৩. অসীম আশা ও দীর্ঘ তামান্না।
৪. দুনিয়ার লিপ্সা।[১৩৪]

---

১৩৩. ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.২৩।
১৩৪. মাআরেফুল কুরআন: খ.৫, পৃ.২৭৯।

www.pathagar.com

তাবলীগ কর্মীদের বৃহঃস্পতিবার রাতের প্রতি যত্নবান হতে হবে

তা'লীম ও তাবলীগের জন্য কোন দিন বা রাতকে নিদৃষ্ট করে নেওয়া বিদআত নয়। তাকে নিজেদের কর্মসূচীর জন্য অবধারিত করে নেওয়াও বিদআত নয়। যেমন দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে দরসের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়কে নির্দ্ধারণ করে চলার মধ্যে কেউ বিদআতের আশঙ্কা করেনি।[১৩৫]

তাসাউফের সার কথা

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, সমস্ত সুলূক ও তাসাউফের সার কথা হল, নিজ শক্তি ও সামর্থ দিয়ে ইবাদতকে ইবাদতের রূপ দেওয়া আর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকা। এ দ্বারাই আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। নিরাপদে থাকে আর উন্নতি করতে থাকে।[১৩৬]

পীর কুলের শিরোমনি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) একদা জনৈক মুরীদকে খেলাফত দিয়ে বললেন, অমুক এলাকায় গিয়ে দ্বীনের প্রচার-প্রসার কর। চলতে চলতে মুরীদ বলল, একটি নসীহত করুন, শায়েখ বললেন, দুইটি নসীহত করছি।

১. কখনও প্রভূত্বের দাবী করবে না।

২. কখনও নবুওয়াতের দাবী করবে না।

শিষ্য হতাশ হল, বলল এত বৎসর যাবত আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পরও আপনি এ আশংকা করেন যে, আমি প্রভূত্ব বা নবুওয়াতের দাবী করব?

শায়েখ বললেন, প্রথমে প্রভূত্ব ও নবুওয়াতের অর্থ বুঝ, তারপর কথা বল।

প্রভূত্ব এমন এক সত্ত্বার নাম, যার কথা অকাট্য হয়ে থাকে, তার সাথে কোন মতভেদ হতে পারে না। তাই যে মানুষ নিজ মতামতকে অকাট্য মত বলে পেশ করে, যার সাথে কোন মতবিরোধের সুযোগ থাকে না, তাকে প্রভূত্ব বলে।

---

১৩৫. আপকে মাসাইল আওর উনকা হল্লঃ খ.৮, পৃ.২৭৫।

১৩৬. কাশকুলে মা'রেফাতঃ ৫২৩।

www.pathagar.com

আর নবী বলা হয়, যে নিজের মুখের সব কথাকে সত্য মনে করে। মিথ্যার নূন্যতম কোন সম্পর্ক তার সাথে থাকে না। যে ব্যক্তি নিজ কথার ব্যাপারে উপরোক্ত বিশ্বাস পোষণ করে, সে প্রকারন্তরে নবী হওয়ারই দাবী করল। এই মর্মে যে, আমার কথা ভুল হতেই পারে না। যেমন নবীদের কথা। অথচ তা তার ব্যক্তিগত মত।[১৩৭]

নিজ স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করতে হবে

রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মুহাব্বতের সাথে নিজ স্ত্রীর হাত ধরবে আল্লাহ তাআলা তাকে ৫টি নেকী দান করবেন। যদি স্ত্রীর সাথে মুয়ানাকা (কোলাকুলি) করে, তাহলে দশ নেকী, যদি চুম্বন করে, তাহলে বিশ নেকী, যদি সহবাস করে, তাহলে দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। তারপর যখন গোসল করতে যাবে, তখন পানি শরীরে প্রবাহিত হওয়ার আগেই তার গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং মর্যাদা উঁচু করে দিবেন। এবং তার এ গোসলের বিনিময়ে দুনিয়া ও তাঁর মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। এবং আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ববোধ করেন। আর বলেন, লক্ষ্য কর আমার এ বান্দার দিকে সে ঠাণ্ডার মধ্যে শীতের রাতে যানাবাত (বড় নাপাকী) থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করছে। সে ইয়াকীন করে যে, আমি তার রব, তোমরা সাক্ষ্য থাক, আমি তাকে মাফ করে দিলাম।[১৩৮]

সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর নির্ভরতা

ইমাম ফখরুদ্দীন (রহ.) সম্ভবত সূরা ইউসূফের তাফসীরে এক জায়গায় লেখেন, আমি আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে, মানুষ যখন কোন কাজে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উপর আস্থা রাখে আর ভরসা করে, তখন সে কাজ তার কঠিন ও দূর্বোধ্য হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ তাআলার উপর আস্থা রাখে আর মাখলুকের উপর থেকে আস্থা উঠিয়ে নেয়, তখন সে কাজ অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারু রূপে সমাপ্ত হয়।

---

১৩৭. হেকায়াতুকা গুল দস্তা, মাওলানা আসলাম শেইখপুরী:৯২।

১৩৮. আল-বারাকাহ: ৫৬, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান কর্তৃক রচিত: মৃত: ৭৮২।

www.pathagar.com

এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনের উষালগ্ন থেকে অদ্যাবধি (এখন আমার বয়স ৫৭) তাই এখন আমার দিলে এ কথা বসে গেছে যে, আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা ছাড়া কোন উপায় নাই। তাই সে অন্য কিছুর দিকে মোটেও ভ্রুক্ষেপ করবে না ও তার উপর আস্থা রাখবে না।[১৩৯]

বাইআতের প্রামাণ্যতা

হযরত আউফ বিন মালিক আল আশজায়ী (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আট বা নয়জন সাহাবী রাসূল (সা.) এর নিকট বসা ছিলাম। রাসূল (সা.) আমাদেরকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের হাতে বাইআত গ্রহণ করবে না? আমরা হাত বাড়িয়ে বললাম, কি বিষয়ের উপর বাইআত হব? রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, শুনবে এবং মানবে। তারপর তিনি একটি কথা আস্তে বললেন, তা হল, কারো কাছে কোন কিছু চাইবে না। আমি এই বাইআতের পর দেখেছি যে, উপস্থিত সাহাবীদের অনেকের উটের পিঠে বসাবস্থায় চাবুক পড়ে গেলে কাউকে উঠিয়ে দিতে বলতেন না, নিজেই উঠিয়ে নিতেন। (মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

হযরত উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পার্শ্বে বসা কিছু সাহাবীকে তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এবং চুরি করবে না, মর্মে আমার হাতে বায়আত হও।[১৪০]

এ হাদীস দুইটি দ্বারা বুঝা গেল ইসলাম ও জিহাদ ছাড়াও গুনাহ বর্জনও নিয়মতান্ত্রিক আনুগত্যের উদ্দেশ্যও বাইআতের প্রথা। এটাই সুফী ও বুযুর্গদের সমাজে তরীকতের বাইআতের নামে পরিচিত। যাকে অস্বীকার কারা মূর্খতা বৈ কিছুই না।

দুআ করে মৃত বাচ্চাকে জীবিত করা

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা.) এর নিকট সুফ্ফায় বসে ছিলাম, এমন সময় একজন মুহাজির মহিলা তার এক প্রাপ্ত

---

১৩৯. হায়াতে ফখর: ৩৮।

১৪০. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

বয়স্ক ছেলেকে নিয়ে আসল। রাসূল (সা.) মহিলাকে মেহমান হিসাবে স্বাগত জানিয়ে নারীদের সাথে থাকতে দিলেন, আর ছেলেটিকে আমাদের (সুফ্ফাবাসী) মধ্যে শামিল করে দিলেন। কিছু দিন থাকতে না থাকতেই মদীনায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ল। সে তাতে কিছু দিন যাবত আক্রান্ত হল। এবং মারা গেল। রাসূল (সা.) তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং তাকে দাফন করার আদেশ দিলেন। এ আদেশ পেয়ে আমরা যখন তাকে গোসল দেওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন রাসূল (সা.) বললেন, তার মাকে খবর দাও, তার মাকে খবর দেওয়ার পর তার মা আসল এবং রাসূল (সা.) এর পায়ের কাছে এসে বসল। আর রাসূল (সা.) এর বৃদ্ধা আঙ্গুল ধরে বলল, হে আল্লাহ! আমি আনন্দ চিত্তে ইসলাম কবূল করেছি। এবং ঘৃণাভরে মূর্তিকে (পূজা) বর্জন করেছি। আগ্রহের সাথে তোমার পথে হিজরত করেছি। হযরত আনাস খোদার কসম দিয়ে বলেন, মহিলার কথা শেষ হতে না হতেই মৃত বাচ্চাটি পা নাড়ানো শুরু করল। এবং চেহারা থেকে পর্দা সরিয়ে ফেলল এবং জীবিত হয়ে উঠল। আর তার জীবিত থাকাবস্থায় রাসূল (সা.) ও তার মার ইন্তেকাল হল।[১৪১]

জান্নাতের হুরদের মোহর

ইমাম সা'লাবী এ হাদীসটিকে হযরত আনাস (রা.) এর সূত্রে মরফু' হিসাবে হিসাবে সাব্যস্ত করেছে। নবী কারীম (সা.) হযরত আনাস (রা.) কে বলেন, মসজিদ হুরদের মোহর। অর্থাৎ মসজিদ থেকে আবর্জনা বাহির করাই হুরের মোহর।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, মুষ্টিভরা খেজুর আর রুটির টুকরা হুরদের মোহর। এ হাদীসটি ইমাম সা'লাবীর বর্ণিত।

হযরত আবূ হরাইরা (রা.) বলেন, তোমরা দুনিয়ার নারীদেরকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে বিবাহ কর, অথচ একটি লোকমা খান একটি খেজুর আর এক টুকরা রুটির বিনিময়ে যে হুর পাওয়া যায়, তাকে বর্জন কর।

---

১৪১. আল বিদায়াহ অন নিহায়াঃ খ.২, পৃ. ১৫৪।

www.pathagar.com

হযরত সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা রাতের আঁধারে তাহাজ্জুদ আদায় করত। একদা তিনি রতে স্বপ্নে এক অসাধারণ নারীকে দেখতে পান। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কে? জবাবে বলল, হাওরা নামের এক বাঁদী। তিনি তাকে বললেন, তোমাকে তুমি আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে প্রস্তুত কর। হুর বলল, এ প্রস্তাব তুমি আল্লাহর কাছে দাও এবং আমার মোহর আদায় কর। তিনি বললেন, তোমার মোহর কি? সে বলল, তাহাজ্জুদের দীর্ঘ সময় ব্যয় করা। তারপর সে দীর্ঘ সময় কবিতা রচনা করল, যার মধ্যে একটি কবিতা হলঃ

وقم اذا الليل بدا وجهه ۞ وصم نهارا فهو من مهرها.

যখন রাতের আঁধার প্রকাশ পায়, তখন তুমি দাঁড়িয়ে যাও। আর দিনের বেলা রোযা থাক। এটাই তোমার মোহর।[১৪২]

মু'মিনের বেঁচে যাওয়া খানা শিফা, এটা হাদীস নয়

'মু'মিনের বেঁচে যাওয়া অতিরিক্ত খানার মধ্যে রোগের প্রতেষেধক আছে' নজমের বক্তব্যানুযায়ী এটা হাদীস নয়।

তবে ইমাম দারাকুতনী তার ইফরাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে মু'মিনের উচ্ছিষ্ট খাওয়া তাওয়াযূ তথা বিনয়ের আলামত। তাই উপরোক্ত উক্তিকে হাদীস হিসাবে চালিয়ে দেওয়া রাসূল (সা.) এর উপর মিথ্যা আরোপের নামান্তর। ঠিক এমনিই এক জাল হাদীস মু'মিনের থুথু রোগের প্রতিষেধক।[১৪৩]

ريق المؤمن شفاء

'মু'মিনের থু থু প্রতিষেধক।'

কথাটি হাদীস না হলেও অর্থ যথার্থ। কেননা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, যখন কোন মানুষ রাসূল (সা.) এর নিকট কোন রোগ জাতীয় সমস্যা

---

১৪২. আত তাযকেরাহ, ইমাম কুরতুবীঃ খ.২, পৃ. ৪৭৮।

১৪৩. কাশফুল খফাঃ খ.১, পৃ. ৪৫৮।

www.pathagar.com

নিয়ে আসত বা কোন ফোঁড়া বা ক্ষত নিয়ে আসত। তখন রাসূল (সা.) নিজ শাহাদাতের আঙ্গুলকে যমীনে লাগিয়ে ক্ষত স্থানে লাগাতেন। এবং বলতেন, আমি আল্লাহর নামের বরকত অর্জন করছি। আমাদের যমীনের মাটি যাতে আমাদের কারোর থুথু লেগেছে। আল্লাহর নির্দেশে আমদের অসুস্থরা সুস্থ হয়ে যাবে।[১৪৪]

নখ কাটার বিশেষ কোন পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি

নখ কাটার বিশেষ কোন পদ্ধতি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়নি। দূররে মুখতারের লেখক জুমাআর দিনে নখ কাটার ব্যাপারে দুইটি হাদীস বর্ণনা করে লেখেনঃ

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, যে ভাবে সুবিধা হয় সেভাবে নখ কাটবে। রাসূল (সা.) থেকে না কোন বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, না কোন দিন নির্দ্ধারণ করা আছে।

বজলুল মজহুদে আছে যে, হাফেয ইবনে হাজার ও ইবনে দকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, রাসূল (সা.) থেকে নিশ্চিতভাবে নখ কাটার কোন বিশেষ পদ্ধতি বা দিন বর্ণিত হয়নি। তাই প্রচলিত কোন পদ্ধতি বা দিনকে মুস্তাহাব মনে করা ঠিক হবে না।[১৪৫]

কিছু জানোয়ারও জান্নাতী হবে

আল্লামা সায়্যিদ আহমদ হামারী (রহ.) আসবাহউন নাযায়ির-এর ব্যাখ্যাতে ৩৯৫ পৃ. শিরআতুল ইসলামের সূত্রে হযরত মুকাতিল (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, দশটি জন্তু জান্নাতে যাবে।

১. রাসূল (সা.) এর উটনী।
২. হযরত সালেহ (আ.) এর উটনী।
৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) এর গো-বৎস।
৪. হযরত ইসমাঈল (আ.) এর দুম্বা।
৫. হযরত মূসা (আ.) এর গাভী।

---

১৪৪. কাশফুল খফাঃ খ.১, পৃ.৪৩৬।
১৪৫. বজলুল মজহুদঃ খ.১, পৃ. ৩৩।

www.pathagar.com

৬. হযরত ইউনুস (আ.) এর মাছ।
৭. হযরত উযাইর (আ.) এর গাধা।
৮. হযরত সুলাইমান (আ.) এর পিঁপড়া।
৯. হযরত সুলাইমান (আ.) এর হুদ হুদ।
১০. আসহাবে ফীলের কুকুর।

মিশকাতুল আনওয়ারে বর্ণিত আছে, তাদেরও হাশর হবে।[১৪৬]

মান্নত করার জন্য কিছু শর্ত আছে

কেউ কুরআন মাজীদ খতম করার মান্নত করলে তা পুরা করা ওয়াজিব নয়। কারণ ইসলামী শরীয়তে মান্নত করার কিছু শর্ত আছে।

১. আল্লাহ তাআলার নামে মান্নত করতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে মান্নত করা জায়িয নাই; বরং গুনাহ হবে।

২. মান্নত ইবাদত সংক্রান্ত কাজে হয়। ইবাদত নয় এমন কাজের মান্নত হয় না।

৩. ইবাদতের শর্তের পরও সেই ইবাদত কোন ক্ষেত্রে ফরয বা ওয়াজিব হতে হবে। যেমন: নামায, রোযা, হজ্ব, কুরবানী ইত্যাদি। যদি এমন কাজের মান্নত করে যা কক্ষণও ফরয বা ওয়াজিব ছিল না। তার মান্নতও সঠিক নয়। সুতরাং কুরআন পাঠের মান্নত করলে তা আদায় করা জরুরী নয়।[১৪৭]

খাবারের আগে-পরে হাত ধৌত করার ফযীলত

হযরত সালমান (রা.) বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খানার বরকত পরের অযুর মধ্যে। এ কথা রাসূল (সা.) কে বললে তিনি বলেন, খানার বরকত খানার পূর্বের ও পরের অযুর মধ্যে। তিরমিযী ও আবূ দাউদের হাদীস।[১৪৮]

---

১৪৬. ফতওয়ায়ে মাহমূদিয়্যা: খ.৫, পৃ.৩৭২।
১৪৭. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল্ল: খ.৩, পৃ. ৪১৯।
১৪৮. মিশকাত শরীফ: ৩৬৬।

www.pathagar.com

সহীহ্ হাদীসের সংখ্যা

ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আল বাগদাদী (রহ.) কিতাবুত তাময়ীয-এ ইমাম সুফয়ান সাওরী, ইমাম শো'বা, ইমাম ইয়াহইয়া, ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমা হুমাল্লাহুর সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত মারফু' হাদীসের সংখ্যা চার হাজার চার শত (৪৪০০) যার মধ্যে কোন পুণরুক্তি নাই।[১৪৯]

সহীহ হাদীস সংকলনকারীগণও এ সংখ্যক বা তার কাছা কাছি হাদীস নিজ কিতাবগুলোতে উল্লেখ করেছেন।[১৫০]

জুমার দিন যোহরের নামায জামাতের সাথে পড়া

মাসআলা: কিছু লোক যদি এক সাথে সফর করে, তাহলে যোহরের নামায জামাতের সাথে পড়তে পারে। (যদি জুমার নামায না পড়ে থাকে, তাহলে) যোহরের নামায জামাতের সাথেই আদায় করা উচিত।[১৫১]

স্টিল বা লোহার চেইন ব্যবহার করা

ঘড়ির ফিতার জন্য চামড়াই যথাযথ। আর তা পাওয়াও যায়। সুতরাং (লোহার চেইন ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে) সাবধানতা বশত চামড়ার ফিতা ব্যবহারই যথাপোযুক্ত।[১৫২]

এলকোহলের ব্যবহার

জিজ্ঞাসা: পশ্চিমা দুনিয়ায় অধিকাংশ অষুধে ১% থেকে ২% পর্যন্ত এলকোহল মিশানো হয়। এ সকল অষুধগুলো সাধারণত সর্দি-কাশি সহ ঠাণ্ডা সংক্রান্ত সাধারণ রোগ-ব্যধিতে ব্যবহার করা হয়। প্রায় ৯০% অষুধে এলকোহল ব্যবহার করা হয়। তাই বর্তমানে এলকোহল মুক্ত অষুধ পাওয়া বা

---

১৪৯. তাওযীহুল আফকার: খ.১, পৃ.৬২।

১৫০. রিসালাহ, দারুল উলূম, দেওবন্দ: ১০. ১৯৮২/১০।

১৫১. ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ: ৫৮, কদীম, খ.১, মাসাইলে সফর: ৬৯।

১৫২. ফাতাওয়া রহিমিয়্যা: খ.৬, পৃ. ২৭৯।

www.pathagar.com

তালাশ করা অত্যন্ত কঠিন কাজে পরিণত হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষ অসম্ভবও বটে। এমতাবস্থায় এ সকল অষুধ ব্যবহারে শরীয়তের বিধান কি?

জবাব: এলকোহলের সমস্যা আজ আর পশ্চিমা দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইসলামী দুনিয়াসহ সারা বিশ্বে আজ এ সমস্যা বিরাজ করছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতানুযায়ী এ সমস্যার সমাধান তো একেবারেই সহজ। কারণ ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহ.) আঙ্গুর ও খেজুর ছাড়া অন্যান্য বস্তু দ্বারা তৈরী মাদক দ্রব্য অষুধ বা শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাওয়া বা ব্যবহারকে জায়িয বলেছেন, তবে মস্তিস্কে উন্মাদনা আসার আগ পর্যন্ত।[১৫৩]

এ দিকে অষুধের মধ্যে যে এলকোহল মিশান হয়, তা খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়াও বিভিন্ন বনজ ফল, গম, মধু, চিনির শিরা, যব ইত্যাদি দ্বারা তৈরী করা হয়।

তাই যদি অষুধের মধ্যে ব্যবহৃত এলকোহল আঙ্গুর বা খেজুর ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা প্রস্তুতকৃত হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহ.) এর মতানুযায়ী তার ব্যবহার জায়িয। তবে শর্ত হল যে, তা উন্মাদনা সৃষ্টির আগ পর্যন্ত হতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, এই দুই ইমামের মতানুযায়ী অষুধের মধ্যে ব্যবহৃত এলকোহল খেজুর বা আঙ্গুর দ্বারা প্রস্তুতকৃত হয়, তাহলে তার ব্যবহার না জায়িয। তবে যদি ডাক্তার এ কথা বলে যে, এ এলাকোহল যুক্ত অষুধ ছাড়া এর আর কোন ব্যবস্থা নাই, তাহলে খেজুর ও আঙ্গুরের হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যবহার জায়িয। কেন এমন পরিস্থিতিতে হানাফী মাযাহাবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়িয।[১৫৪]

মিসওয়াক সম্পর্কে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আল্লামা ইবনে কাসীর ইবনে খাল্লিকানের সূত্রে নিজ বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া খ. ১৩, ২০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, আবূ সালামাহ

---

১৫৩. ফতহুল কাদীর: খ.৮, পৃ.১৬।

১৫৪. সিলসিলায়ে ফেকহী মাকালাত: মাওলানা তকী উসমানী।

www.pathagar.com

নামে বসরায় একজন দুঃসাহসী লোক বসবাস করত। তার সামনে একদা মিসওয়াকের গুরুত্ব, মহত্ব ও ফযীলত বর্ণনা করা হলে সে তার প্রতি বিরাগী হয়ে বলল যে, আমি এ মিসওয়াক নিজ নিতম্বে ব্যবহার করব। সত্যই সে একদা তার গুহ্য দেশে মিসওয়াক ঘুরিয়ে তার এ অঙ্গিকার পূর্ণ করল। এ ভাবে মিসওয়াকের সাথে অসৌজন্যমূলক শিষ্টাচার বিরোধী আচরণ করার কারণে ঠিক নয় মাস পরে তার পেটে ব্যাথা শুরু হল। তার পর ইঁদুরের মত একটি বন্য জন্তু তার পেট থেকে বাহির হল। যার লেজ এক বিঘত চার আঙ্গুল। পা ছিল চারটি, মাথা ছিল মাছের ন্যায়, চারটি দাঁত ছিল বাইরে বেরোনো। জন্ম নিয়েই এ জন্তুটি তিন বার চিৎকার করল। তারপর তার ছোট মেয়ে এসে জন্তুটির মাথা পিষ্ট করে তাকে মেরে ফেলল। আর তৃতীয় দিন লোকটিও মারা গেল।[১৫৫]

চেয়ারে বসে বয়ান করার বৈধতার দলীল

শাইবান বিন ফররুখ বর্ণনা করেন, একদা আবূ রিফাআহ রাসূল (সা.) এর মজলিসে পৌঁছল। রাসূল (সা.) তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, একজন অপরিচিত লোক এসেছে। সে (আবূ রিফাআহ) দ্বীন সম্পর্কে সম্পূর্ণ মূর্খ, তাই সে তা জানতে চায়। তারপর রাসূল (সা.) খুতবা ছেড়ে আমার দিকে ফিরলেন। এ সময় রাসূল (সা.) এর জন্য একটি চেয়ার আনা হল, আমার ধারণা তার পায়া লোহার তৈরী ছিল। রাসূল (সা.) তার উপর বসলেন এবং আমাকে ঐ দ্বীন শিখাতে লাগলেন, যে দ্বীন আল্লাহ তাআলা তাঁকে শিখিয়েছেন। তারপর তিনি তাঁর খুতবা পূর্ণ করেন।[১৫৬]

উনপঞ্চাশ কোটির হাদীস

যে ব্যক্তি নিজে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে সে প্রতিটি দিরহামের বিপরীতে সাত লক্ষ দিরহামের সওয়াব পাবে। তারপর রাসূল (সা.) এ আয়াত পাঠ করেন:

---

১৫৫. ফাযায়েলে মিসওয়াক: ৫০, লেখক: মাওলানা আতহার হুসাইন সাহেব।।

১৫৬. মুসলিম, কিতাবুল জুমুআ: ২৮৭।

www.pathagar.com

وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বাড়িয়ে দেন।[১৫৭]

ইমাম আবূ দাউদ হযরত সাহল ইবনে মুআযের সূত্রে সে তার পিতার থেকে তিনি রাসূল (সা.) বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাস্তার নামায, রোযা এবং যিকির তার রাস্তায় খরচ করার মুকাবেলায় সাত শত গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ বার সাত লক্ষকে সাতশ দিয়ে গুণ দিন, উন পঞ্চাশ কোটি হয়।

অযুসহ মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তিও শহীদ

যে অযুসহ রাত্রে ঘুমায় এবং এ রাতে মারা যায়, সে শহীদ (মুসলিম)

যে ব্যক্তি পবিত্রাবস্থায় রাতে ঘুমায় সারা রাত তার সাথে একজন ফেরেশতা রাত যাপন করে, যে তার মাগফিরাতের জন্য দুআ করতে থাকে। আর বলে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার অমুক বান্দাকে ক্ষমা কর। কেননা সে পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়েছে।[১৫৮]

একটি পরীক্ষিত আমল

এটা হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (রহ.) এর পূর্ব পুরুষ মাওলানা আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এর বিশেষ শিষ্য হযরত মাওলানা মুফতী ইলাহী বক্স (রহ.) এর অসংখ্যবার পরীক্ষিত আমল। যদ্বারা আল্লাহর মা'রিফাত ও মুহাব্বত হাসিল হয়। আর আল্লাহর মা'রিফাত ও মুহাব্বত হাসিল হলে ইবাদত করা এবং গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার ইবাদতে বেশী থেকে বেশী মগ্ন হওয়ার জন্য অন্তরে তার মুহাব্বত জাগ্রত করা অত্যন্ত জরুরী। হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.) এর বিশিষ্ট খলীফা আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতী ইফতেখারুল হাসান সাহেব মা. জি. ও এ মহান লক্ষ্য ছাড়াও বিপদাপদ থেকে মুক্তি এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য

---

১৫৭. ইবনে মাজাহ: ২০৩, হায়াতুস সাহাবাহ: খ.১, পৃ. ৫৬১।
১৫৮. মুসলিম।

www.pathagar.com

নিম্নের আমলটিকে বড় পরীক্ষিত হিসাবে বলেছেন। এবং সমস্যায় জর্জরিতদেরকে পড়ার জন্য তাকীদ করতেন।

পদ্ধতি: যে কোন মাসের চাঁদ দেখার পর প্রথম জুমা থেকে ধারাবাহিক সাত দিন পড়বে। যার জন্য সময় ও জায়গা নির্দ্ধারিত হতে হবে। চাই রাতে হোক বা দিনে।

আল্লাহর নামের এই বরকতপূর্ণ ওযীফাটি পড়বে। যদি কোন বড়-সড় কারণে সময় বা জায়গার মধ্যে পরিবর্তন হয় তাতে সমস্যা নাই।

বি: দ্র: যদি কোন ব্যক্তির এ দুআ মুখস্থ না হয়, তাহলে সে যেন কমপক্ষে তার অনুবাদ পড়ে নেয়। ইনশাআল্লাহ বঞ্চিত হবে না।

শুক্রবার	يا الله يا هو	এক হাজার বার
শনিবার	يا رحمٰن يا رحيم	,,
রবিবার	يا واحد يا أحد	,,
সোমবার	يا صمد يا وتر	,,
মঙ্গল বার	يا حي يا قيوم	,,
বুধবার	يا حنان يا منان	,,
বৃহস্পতিবার	ياذاالجلال والإكرام	,,

শুক্রবার জুমুআর পর কমপক্ষে তিনবার এ দুআ করবে,

হে আল্লাহ! হে আল্লাহ আমি ঐ সমস্ত মুবারক এবং মর্যাদা পূর্ণ নামের দ্বারা দরখাস্ত করছি যে, আপনি মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর পরিবারের উপর রহমত প্রেরণ করুন। আমাকে আপনার নিকটতম বান্দাদের অন্তরভূক্ত করুন। আমাকে ইয়াকীনের ন্যায় মূল্যবান সম্পদ দান করুন। দুনিয়াবী রোগ-ব্যাধি,

www.pathagar.com

বিপদাপদ এবং আখেরাতের শাস্তি থেকে আমাকে নিজ নিরাপত্তায় নিয়ে নিন। অত্যাচারী এবং শত্রুদের থেকে আমাকে হেফাযত করুন। তাদের মন পরিবর্তন করে দেন। অমঙ্গল থেকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে আসুন। এ সব আপনারই ক্ষমতার মধ্যে।

হে আল্লাহ! আমার এ আবেদনকে কবূল করুন। আমি যা করছি, তা কেবলই আমার কিছু মেহনত। আস্থা ও নির্ভরতা শুধু আপনার উপর। (বর্ণনাকারী: হযরত মাওলানা ইফতেখারুল হাসান সাহেব কান্ধলভী)

সাত হাজার বার তাসবীহ পড়া থেকে এ দুআটি পড়া উত্তম

হযরত মুআয (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, ফযরের নামাযের পর রাসূল (সা.) এর মজলিসে কিছু ইলমী আলোচনা চলছিল। এ সময় রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে কিছু বিশেষ জিনিষ শিক্ষা দিতেন। কিন্তু হযরত মুআয (রা.) প্রথম প্রথম সালাম ফিরিয়ে বাসায় চলে যেতেন। রাসূল (সা.) একদা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সকালে আমাদের মজলিসে কেন বস না? হযরত মুআয (রা.) জবাব দিলেন, সকালে আমার সাত হাজার বার তাসবীহ পড়তে হয়, তাসবীহ পড়া বাদ দিয়ে কোথাও বসে গেলে এ ওযীফা পূর্ণ করা সম্ভব হয় না।

রাসূল (সা.) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন দুআ শিখাব, যা পাঠ করা এক হাজার তাসবীহ থেকেও উত্তম? হযরত মুআয বললেন, অবশ্যই! রাসূল (সা.) বললেন:

لا إله إلا الله عدد رضاه لا إله إلا الله زنة عرشه

لا إله إلا الله عدد خلقه لا أله إلا الله ملأ سماواته

لا إله إلا الله ملأ أرضه لا إله إلا الله ملأ ما بينهما

لا إله إلا الله مثل ذالك معه والله أكبر مثل ذالك معه

والحمد لله مثل ذالك معه

www.pathagar.com

এই দুআটি একবার পড়া, সাত হাজার বার তাসবীহ পাঠ করার সমান।

হযরত শায়খ (রহ.) নিজ কন্যাদেরকে এই দুআ মুখস্থ করিয়ে দিতেন। এবং তাদেরকে দিয়ে তা পড়াতেন। একদা আমি হযরত শায়খকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি? বললেন, দাঁড়াও আমি যখন উপর যাব (মুজাহেরুল উলূম, সাহারানপুরের কুতুখানা উপরে ছিল) তখন আমার সাথে যাবে। তারপর যখন তিনি গেলেন, তখন কানযুল উম্মাল হাতে নিয়ে বললেন, ১ম খণ্ডের ৪৪২ পৃ. খোল।

দাম্ভিকতাপূর্ণ একটি বাক্য সুশ্রীকে কুশ্রী আর দীর্ঘ দেহকে খাট দেহে পরিণত করল

নওফল বিন মাহিরের বর্ণনা তিনি বলেন, নাজরানের একটি মসজিদে সুস্বাস্থ ও সুঠাম দেহের অধিকারী একজন যুবককে আমি দেখলাম, যার পেশী ছিল অত্যন্ত শক্ত, বীরত্বের প্রশ্নে যে ছিল জুড়ীহীন।

আমি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার রূপ ও লাবণ্যতা দেখে লাগলাম। সে আমাকে বলল, কি দেখছ?

আমি বললাম, আপনার রূপ ও লাবণ্যতা দেখছি। আর হতবাক হচ্ছি। সে বলল, তুমি আর কে আল্লাহও হতবাক হয়! নওফল বলল, এ কথা বলা মাত্রই সে খাটো হতে লাগল। আর তার রূপ- যৌবন শেষ হতে লাগল। সে ক্ষুত্র আকৃতির হতে হতে এক সময় এক বিঘৎ হয়ে গেল। তারপর তাকে কোন আত্মিয় হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে গেল।[১৫৯]

কোন যুগে গমের দানা খেজুরের আটির মত বড় হত

মুসনাদে আহমদে আছে, যিয়াদের যুগে একটি থলে পাওয়া গিয়েছিল, যার মধ্যে খেজুরের ন্যায় বড় বড় গমের দানা ছিল। তার উপর লেখা ছিল এ দানা সে যুগে উদিত হত যে যুগে ন্যায়-নিষ্ঠা মানুষের জীবনে বিরাজমান ছিল।[১৬০]

---

১৫৯. ইবনে কাসীরঃ খ.৪, পৃ. ১২৩।

১৬০. প্রাগুক্তঃ খ.৪, পৃ. ১৭৬।

www.pathagar.com

গুনাহগারের ৩টি জিনিষের প্রয়োজন

১. আল্লাহ তাআলার ক্ষমা, যাতে আযাব থেকে বাঁচে।
২. গোপনীয়তা, যাতে মানুষের লাঞ্ছনা থেকে বাঁচে।
৩. পবিত্রতা, যাতে দ্বিতীয়বার গুনাহে লিপ্ত না হয়।[১৬১]

স্বর্ণের দাঁতের শরয়ী বিধান

হযরত মাওলানা মনযুর আহমদ নু'মানী (রহ.)

মুম্বাইতে আমার অত্যন্ত সুভাকাঙ্খী দন্ত বিশেষজ্ঞ একজন ডাক্তার আছে। আমার ধারণামতে তাকওয়া ও দ্বীনদারীর প্রশ্নে সে যথেষ্ট সজাগ। একদা মুম্বাইয়ের এক সফরে তার সাথে সাক্ষাত হলে সে জিজ্ঞাসা করল যে, কিছু রুগী এমন আছে, যাদের জন্য স্বর্ণ তৈরী দাঁত কার্যকরী, অন্য দাঁত দ্বারা সমস্যা সৃষ্টি হয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে তাতে কোন সমস্যা নাই তো?

জবাবে তাকে আমি বলেছিলাম যে, স্বর্ণের তৈরী দাঁত লাগানোর অনুমতি শরীয়তে আছে। কিছু দিন হল, তার একটি চিঠি পেলাম, তিনি তাতে লিখেছেন যে, জনৈক দ্বীনদার ব্যক্তি দাঁতের সমস্যা নিয়ে আমার নিকট আসলে আমি তাকে স্বর্ণের দাঁত লাগানোর পরামর্শ দেই। তারপর সে চলে যায়। দ্বিতীয় দিন সে এসে বলে যে, আমি একজন আলেমের কাছে শুনেছি যে, পুরুষের জন্য স্বর্ণের দাঁত লাগানো জায়িয নেই।

ডাক্তার সাহেব আমাকে লেখলেন, আপনি পূর্ণ মাসআলাটির উপর গবেষণা করে বিস্তারিত আমাকে জানান। যদি সত্যিই স্বর্ণের দাঁত লাগানো জায়িয না হয়, তাহলে আগামীর জন্য আমিও সতর্ক হয়ে যাব। আর যদি জায়িয হয়, তাহলে একটু বিস্তারিত জানাবেন, যাতে নিজে পরিস্কার হতে পারি এবং ঐ মাওলানা সাহেব তার সিদ্ধান্তটি যাতে দ্বিতীয় বার যাচাইয়ের সুযোগ পায়।

---

১৬১. প্রাগুক্ত: খ.১. পৃ.৩৮৫।

www.pathagar.com

জনাব ডাক্তার সাহেবকে যে জবাব আমি লিখেছিলাম 'আল-ফুরআনে পাঠকের উপকারার্থে তা ছেপে দেওয়া হল।

বি ইসমিহী সুবহানাহু অতাআলা
মুখলিসে মুকাররম!
আল্লাহ আপনার মুহাব্বত বাড়িয়ে দিন।

বাদ সালাম!

১৪ এপ্রিল আপনার পত্রটি পৌঁছেছে। আপনার নির্দেশ পালনার্থে আমি এ বিষয়ে সঠিক সমাধানে পৌঁছার জন্য কিতাব-পত্র ঘাটাঘাটি করেছি। যার আলোকে মনে হয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ যদি স্বর্ণের দাঁত বাঁধানোর পরামর্শ দেয়, তাহলে তা জায়িয হবে।

দলীল হিসাবে আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হযরত উরফুজাহ বিন আসআদ (রা.) এর হাদীসটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যা মিশকাত শরীফেও বর্ণিত আছে।

হাদীসের ভাষ্য হচ্ছেঃ এক যুদ্ধে হযরত উরফুজাহ (রা.) এর নাক কেটে গেল। তিনি একটি রূপার নাক ব্যবহার করেন। কিন্তু কিছু দিন না যেতেই সেখানে দূর্গন্ধ সৃষ্টি হতে লাগল। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা.) বললেন, তুমি একটি স্বর্ণের নাক বানিয়ে ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দাও।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে এ শব্দে বর্ণনা করেন, অতঃপর রাসূল (সা.) আমাকে একটি স্বর্ণের নাক গ্রহণের আদেশ দিলেন।

এ হাদীসটি দ্বারা বুঝা গেল যে, রূপার দ্বারা তৈরী নাক থেকে দূর্গন্ধ বের হওয়ার কারণে রাসূল (সা.) তাকে স্বর্ণের নাক লাগানোর আদেশ দেন। এ দ্বারা দাঁতের মাসআলাটিও পরিস্কার হয়ে যায়। যে কারণে ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাউদও এ হাদীসটি দ্বারা দাঁতের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তাই ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটির উপর যে শিরোনাম লিখেছেন তা হল, باب ما جاء في شد الأسنان للذهب (স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধানো সম্পর্কিত হাদীসের পরিচ্ছেদ) আবওয়াবুল লেবাস, জামে তিরমিযী)

www.pathagar.com

ইমাম আবূ দাউদ এই হাদীসের উপর যে শিরোনাম লিখেছেন তা হল, باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب। কিতাবুল খাতাম, সুনানে আবূ দাউদ।

আবূ দাউদের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ বজলুল মাজহুদ-এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছেঃ

"আর দাঁতের বিধানও এমন। কিয়াসের ভিত্তিতে যা নির্দ্ধারিত হয়েছে। সাথে সাথে স্বর্ণ দিয়ে দাঁত বাঁধা আর স্বর্ণের তৈরী দাঁত ব্যবহার করার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।"

নসবুর রায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীসিল হিদায়াহ গ্রন্থে এই মাসআলার সাথে সম্পর্কিত কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে মু'জামে আওসাত তাবারানীর বর্ণিত হযরত আমল ইবনুল আস (রা.) এর হাদীসটিও আছে। যার সারাংশ হচ্ছে যে, তাঁর সামনের দাঁত পড়ে গেলে রাসূল (সা.) তাঁকে স্বর্ণ দিয়ে বেঁধে নিতে বললেন। (فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشد بذهب)

তার থেকে আর সুস্পষ্ট হাদীস আছে, যা ইমাম যাইলায়ী ইবনুল কানিই-এর মু'জামুস সাহাবার সূত্রে বর্ণনা করেন। আর তা হল, আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবন সালূল এর পুত্র আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধে আমার সামনের দাঁত পড়ে গেলে রাসূল (সা.) আমাকে সেই দাঁত স্বর্ণের লাগিয়ে নিতে বললেন। (فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب)

মুসনাদে আহমদের সূত্রের ইমাম যাইলায়ী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান (রা.) নিজ দাঁতের উপর স্বর্ণের কভার লাগিয়েছিলেন। (أنه صبب أسنانه بالذهب)

তাবারানীর সূত্রে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর দাঁতও স্বর্ণের তার দ্বারা বাঁধাই করা ছিল।[১৬২]

---

১৬২. নসবুর রায়াহঃ ইমাম যাইলায়ীঃ খ.৪, পৃ.২৩৭।

www.pathagar.com

এ সকল হাদীসের আলোকে এ কথা পরিস্কার হয়ে গেল যে, প্রয়োজনের তাকীদে স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার জায়িয আছে, যাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে চিকিৎসা সম্পর্কিত প্রয়োজন ছাড়া কেবলই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ এবং অহংকার বশতঃ এ স্বর্ণ ব্যবহার করে, তাহলে তা জায়িয হবে না।

যারা না জায়িয বলেছেন, তারা সম্ভবত হেদায়াহ ও ফিকহে হানাফীর কিছু কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর জায়িয হওয়ার পক্ষে মতামত দেখলেও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর না জায়িয হওয়ার পক্ষে মত দেখে এ কথা বলে থাকেন। হেদায়ার লেখক অবশ্য ইমাম আবূ হানীফার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করেছেন। তিনি বলেন, দাঁতে স্বর্ণের ব্যবহারের কোন প্রয়োজন দেখাচ্ছেন না। রূপা ব্যবহারই যথেষ্ট।[১৬৩]

এটা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি স্বর্ণের দাঁতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, যে প্রয়োজন রূপা দ্বারা পূর্ণ হবে না বলে মত প্রকাশ করে, তাহলে ইমাম সাহেবের মূলনীতি অনুযায়ীও অনুমতি হবে। এটা ছাড়াও উপরোক্ত হাদীসগুলির আলোকে ইমাম মুহাম্মদের মতের উপর ফতওয়া হওয়া উচিত। বাস্তবতা আল্লাহই ভাল জানেন।[১৬৪]

চাটুকার ব্যক্তি শহীদের কাতারে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে না

হযরত উমর (রা.) একদা জনসম্মুখে বললেন, তোমাদের কি হল যে, তোমরা মানুষকে একে অপরের মানহানী করতে দেখ, অথচ তাতে বাধা দেও না।

উপস্থিত লোকজন বলল, আমরা তার গালি-গালাজ কে ভয় পাই। কারণ আমরা কিছু বললে সে আমাদের মান-সম্মানের উপর হামলা করবে। যদি ঘটনা এমনই হয়, তাহলে তোমরা শহীদদের কাতারে শামিল হতে পারবে না।

---

১৬৩. হেদায়া: খ.৩, পৃ.৩৮৮।

১৬৪. আল ফুরকান, রবিউল আখের: ১৩৯৩ হি.।

www.pathagar.com

ইবনে আসীর এ হাদীসটির বর্ণনা করার পর তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ সকল চাটুকার ঐ সমস্ত সাক্ষ্যদাতাদের কাতারে শামিল হতে পারবে না, যারা পূর্বের নবীদের উম্মতের বিরুদ্ধে নবীদের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।[১৬৫]

দাওয়াতের সাথীদের ৬টি 'غ' সম্বলিত বাক্য থেকে বাঁচা একান্ত জরুরী। আর এ বাঁচার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট অগ্রগতির আশা করা যায়

১. (غلو) গুলু (অতিরঞ্জন) থেকে বেঁচে থাকা। لا تغلو في دينكم (তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করো না।

২. (غل) গিল (বিদ্বেষ) থেকে বেঁচে থাকা। لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের ব্যাপারে কোন বিদ্বেষ জন্মানোর সুযোগ দিও না।

৩. (غرور) গুরুর (দাম্ভিকতা) ولا تصعر خدك للناس (তুমি মানুষের থেকে নিজের মুখ ফিরাইও না)

৪. (غلفت) গাফলত (উদাসিনতা) ولا تكن من العافين (উদাসিনদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।)

৫. (غيبت) গীবত (পরনিন্দা) الغيبة أشد من الزنا (পরিণতির প্রশ্নে গীবত যিনার থেকেও জঘন্য)

৬. (غصه) গুস্সা (ক্রোধ) ولو كنت فظا غليظ القلب...الآية (যদি আপনি কঠিন রুষ্ট হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা (সাহাবায়ে কিরাম) আপনার সংস্পর্শ বর্জন করত। ফলে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। এবং তাদের জন্য ইস্তেগফার করুন। এবং বিশেষ বিশেষ কাজে তাদের থেকে

---

১৬৫. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ.৩১২।

www.pathagar.com

পরামর্শ নিতে থাকুন। তারপর যখন কোন মযবূত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন।

চল্লিশ বৎসর বয়সে কুরআনের এই দুআটি পড়ার দ্বারা সন্তান সৎ হওয়া এবং নেক কাজের তৌফিক হওয়ার আশা করা যায়

رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ.[১৬৬]

হযরত আবূ বকর (রা.) এর ফযীলত

১. হযরত আবূ বকর (রা.) কে জান্নাতের আটটি দরজা দিয়েই ডাকা হবে।

২. হযরত আবূ বকর (রা.) এর ইন্তেকালের সময় ফেরেশতারা বলেছে, يا أيها النفس المطمئنة (হে প্রশান্ত আত্মা) (মাআরেফুল কুরআন)

৩. আল্লাহ তাআলা তাকে সালাম দিয়েছেন। (হাদীস)

৪. হযরত আবূ বকরই একমাত্র সাহবী যার পিতা-মাতা সন্তানাদি সকলেই মুসলমান হয়েছিল। রূহুল মাআনীতে বর্ণিত আছে যে, এ বিরল সৌভাগ্য কেবল হযরত আবূ বকরের জন্য অর্জিত হয়েছিল। (মাআরেফুল কুরআন: رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ এর ব্যাখ্যা দেখুন)

চার মাস পর গর্ভপাত ঘটান মানব হত্যার শামিল

সন্তানাদিকে জীবিত দাফন করা, হত্যা করা কঠিন গুনাহ ও মস্তবড় যুলুম। চারমাস পর গর্ভপাতও সন্তান হত্যার মধ্যে শামিল হবে। কেননা, চার মাস পর ভ্রুনের মধ্যে রূহ এসে যায়। যে কারণে তা এক জীবিত মানুষের সমপর্যায়ের হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি যদি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে,

---

১৬৬. মাআরেফুল কুরআন: খ.৭, পৃ.৮০৬, সূরা আহক্বাফ: ১৫।

www.pathagar.com

আর তার দ্বারা গর্ভপাত ঘটে, তাহলে রক্তপণ (দিয়াত دية) হিসাবে একটি দাস অথবা সমপরিমাণ অর্থ আদায় করতে হবে।

গর্ভপাতের সময় যদি বাচ্চা জীবিত থাকে, আর পরে মারা যায়, তাহলে একজন বড় মানুষকে হত্যার বদলা পরিমাণ দিয়াত দিতে হবে। চারমাস পূর্বেও গর্ভপাত ঘটানো বড়সড় কোন কারণ ছাড়া হারাম। তবে পূর্বের ন্যায় গর্হিত কাজ হিসাবে তা বিবেচিত হবে না। কেননা, তা পূর্ণাঙ্গ কোন প্রাণকে হত্যা নয়।[১৬৭]

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত অষুধ ও ব্যবস্থাদির শরঈ বিধান

আজকের দুনিয়ায় ব্যবহৃত গর্ভ সঞ্চার প্রতিরোধক যত অষুধ বা ব্যবস্থা জারী আছে, রাসূল (সা.) তাকেও এক ধরণের জীবিত সন্তান দাফন বলে সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ তা একটি নিরুত্তাপ দাফন। (জুযামা বিনতে ওহাব-এর সূত্রে ইমাম মুসলিমের বর্ণনা)

যে সমস্ত হদীসে আযল তথা গর্ভে বীর্য না পৌছার মত ব্যবস্থাদি আছে, সেখানে রাসূল (সা.) কে চুপ থাকতে অর্থাৎ মৌন সম্মতি জানাতে দেখা গেছে। অবশ্য তা সমস্যাপূর্ণ অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, তা যেন স্থায়ীভাবে সন্তান গ্রহণের পথকে ব্যহত না করে।[১৬৮]

বর্তমানকালে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য যত অষুধ ও ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে স্থায়ীভাবে জন্ম বিরতি করণের মত কিছু ব্যবস্থাও আছে। শরীয়তে যার কোনই অনুমোদন নাই।[১৬৯]

বক্ষব্যধি দূর করার নবুওয়তী ব্যবস্থা

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম। নবী কারীম (সা.) আমার খোঁজ-খবর নিতে আসলেন। তিনি হাত মুবারক আমার কাঁধ বরাবর নিচে রাখলেন। তাঁর হাতের শীতলতা আমার সারা বুকে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর তিনি বললেন, সা'দের বুকে কাঁপুনি হচ্ছে, তাকে

---

১৬৭. তাফসীরে মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন: খ.৮. পৃ.৬৮৩।

১৬৮. মাযহারী।

১৬৯. মাআরেফুল কুরআন: খ.৮, পৃ.৬৮৩।

www.pathagar.com

হারিস বিন কালদাহের নিকট নিয়ে যাও। সে সফীফে রোগ দেখা-শোনা করে। ডাক্তার যেন তাকে সাতটি আজওয়া খেজুর আঁটিসহ টুকরা টুকরা করে খাওয়ায়ে দেয়।

ফায়দা: খেজুরের ফযীলতের ব্যাপারে এ হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্ববাহী। কেননা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রথম সীনার কাঁপুনি চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৭০]

বক্ষব্যধি দূর করার জন্য একটি পরীক্ষিত আমল

বুকের উপর হাত রেকে একশত এগার বার سبحان الله وبحمده পড়ে ফুঁ দিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ ফায়দা হবে। দুআটি অনেকবার পরীক্ষিত।

দাওয়াতের ময়দানে নবী কারীম (সা.) এর সংকট ও সম্ভাবনা

১. কখনও রাসূল (সা.)কে দুই ধনুকের প্রশস্ততার মাঝে আটকানো হয়েছে।

২. কখনও আবূ জাহেলের যুলুম ও অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত হতে হয়েছে।

৩. কখনও সাক্ষ্য দাতা ও সুসংবাদ দাতার উপাধি দেওয়া হয়েছে।

৪. কখনও কবি, যাদুকর এবং পাগলের সম্বোধন পেতে হয়েছে।

৫. কখনও لولاك لما خلقت الأفلاك (তোমার মর্যাদা দিকে লক্ষ্য রেখেই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছি।) এ জাতীয় উক্তির সম্বোধন পেয়েছেন।[১৭১]

৬. কখনও لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا (আমি চাইলে তোমার মত প্রত্যেক গ্রামে একজন বার্তা বাহক (নবী) পাঠাতাম) এমন সম্বোধনও করা হয়েছে।

---

১৭০. মুসনাদে আহমদ, আবূ নুআইম, আবূ দাউদ।

১৭১. হাদীসটি অত্যন্ত পরিচিত ও ব্যাপক আলোচিত হওয়া সত্ত্বেও হাদীসের বড় বড় পণ্ডিতদের নিকট তা জাল হাদীস বলে পরিচিত। যেমন ইমাম সাগানী, আল্লামা পাটনী, মোল্লা আলী কারী এবং শায়খ আজলুনী ও শওকানী, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীও তাকে জাল হাদীস বলেছেন। (ইমদাদুল ফতওয়া: খ.৫, পৃ. ৭৯, প্রচলিত জাল হাদীস: খ.১, পৃ. ১৮৬-৮৮)

www.pathagar.com

৭. কখনও সমস্ত ধন ভাণ্ডারের চাবি হুযূরের (সা.) দরজায় রেখে দেওয়া হয়েছে।

৮. কখনও এক মুষ্টি যবের জন্য আর শাহমাহ ইহুদীর দরজায় হাজির হতে হয়েছে।[১৭২]

হযরত উমর (রা.) এর ৬টি নসীহত

১. যে বেশী হাসে, গাম্ভির্যতা লোপ পায়।

২. যে বেশী ঠাট্টা করে, মানুষ তাকে গুরুত্বহীন ও মর্যাদাহীন মনে করে।

৩. যে কথা বেশী বলে, তার স্খলন বেশী ঘটে।

৪. যার ভুল-ভ্রান্তি বেশী হয়, তার লজ্জা কমে যায়।

৫. যার লজ্জা কমে যায়, তার পরহেযগারী কমে যায়।

৬. যার পরহেযগারী কমে যায়, তার হৃদয় মারা যায়।

চুরি ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্তি

ঘুমানোর পূর্বে একুশ বার بسم الله পড়লে চুরি ও শয়তানীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। সাথে সাথে অতর্কিত মৃত্যুর হাত থেকেও রক্ষা পাবে।

যালিমের উপর বিজয়

কোন যালিমের সামনে পঞ্চাশ বার بسم الله পড়লে আল্লাহ তাআলা যালিমকে পরাস্ত করে পাঠককে বিজয়ী করবেন। (খাযায়েনে আমাল: ৫)

দারিদ্রতা ও ধনাঢ্যতা

দারিদ্রতা সাতটি কারণে আসে।

১. তাড়া হুড়ো করে নামায পড়লে।

২. দাঁড়িয়ে পেশাব করলে।

৩. পেশাবের জায়গায় অযু করলে।

৪. দাঁড়িয়ে পানি পান করলে।

৫. মুখ দিয়ে বাতি নিভালে।

৬. দাঁত দিয়ে নখ কাটলে।

www.pathagar.com

৭. হাত বা আঁচল দিয়ে মুখ পরিস্কার করলে।

বিত্ত আসে ৭টি কাজ দ্বারা

১. কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা।
২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার দ্বারা।
৩. আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দ্বারা।
৪. সমস্যা ও দারিদ্রতায় জর্জরিতদের সাহায্য করলে।
৫. গুনাহ করে ক্ষমা চাইলে।
৬. পিতা-মাতা আর আত্মিয় স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করলে।
৭. সকালে সূরা ইয়াসিন আর সন্ধায় সূরা ওয়াকেয়াহ পড়লে।[১৭৩]

মেধা ও স্মৃতি শক্তির জন্য

সূর্য উদয়ের সময় সাত শত ছিয়াশি বার بسم الله الرحمن الرحيم পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করলে মেধার অনুর্বরতা দূর হয়ে যাবে। এবং স্মৃতি শক্তি মযবূত হয়ে যাবে।

ইয়াদ ও স্মরণ শক্তির জন্য

১. সূরা الم نشرح لك কাগজে লিখে তা পানিতে গুলিয়ে খেয়ে নিবে। এ ব্যবস্থা কুরআন ইয়াদ ও ইলম অর্জনের জন্য নির্দ্ধারিত।

২. যার স্মৃতি শক্তি দূর্বল, সে সাতদিন নিম্নের আয়াতগুলো রুটির মধ্যে লিখে খেয়ে নিবে। শনিবারে লিখবে: فتعالى الله الملك الحق, রবিবারে লিখবে: رب زدني علما, সোমবারে লিখবে: سنقرئك فلا تنسي, মঙ্গলবারে লিখবে: إنه يعلم الجهر وما يخفي, বুধবারে লিখবে: لا تحرك به لسانك لتعجل به, বৃহস্পতিবারে লিখবে: إن علينا جمعه وقرأنه, শুক্রবারে লিখবে: فإذا قرأناه فاتبع قرأنه। সকালে অযু করে লিখে খাবে। انشاء الله স্মৃতি শক্তি মযবুত হবে।[১৭৪]

---

১৭৩. তা'মীরে হায়াত, সেপ্টেম্বর, ২০০০, ২৩-২৫।
১৭৪ . ফালাহে দারাইন, বাযানায়ে আমাল: ৭১-এর সূত্রে।

www.pathagar.com

(চাকরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে) সূরা দোহার বৈশিষ্ট্য

আমেলীনের নিকট সূরা দোহা একটি ফল দায়ক সূরা হিসাবে পরিচিত। এ সূরাতে নয়টি জায়গায় 'ك' হরফ এসেছে। আপনি ফজরের নামায পড়ে নিজ স্থানে বসে পড়তে থাকুন। প্রতিটি কাফ (ك) এর স্থানে يا كريم নয় বার পড়েন। ইনশাআল্লাহ এ ভাবে নয় দিন আমল করলে চাকুরী পাওয়া যাবে। খোদা না করুন যদি এর পরও চাকুরী না পাওয়া যায়, তাহলে সাতাশ বার করবে। এব প্রত্যেক কাফ (ك) এর স্থানে সাতাশ বার يا كريم পড়বে। আল্লাহর অনুগ্রহে চাকুরী ইনশাআল্লাহ হয়ে যাবে।[১৭৫]

ইমাম মালেক-এর ঘটনা

ইমাম মালেক (রহ.) এর উপর তার কিছু শত্রুরা হামলা করলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। সমকালীন শাসক গোষ্ঠী এর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে ইমাম মালেক (রহ.) ঘোড়ার পিঠে উঠে শহরে প্রদক্ষিণ করে এ ঘোষণা দিলেন যে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। কারোর কোন প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার নাই।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল-এর ঘটনা

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে খলীফা কোড়া মারত। ইমাম সাহেব প্রতিদিন মাফ করে দিতেন। জিজ্ঞাসা করা হল, কেন ক্ষমা করে দেন। জবাবে বললেন, আমার কারণে কেয়ামতে রাসূল (সা.) এর কোন উম্মতের শাস্তি হোক তা আমি চাই না। আর তাতে কী-ই বা ফায়দা।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহামের ঘটনা

একদা হযরত ইবরাহীম বিন আদহামকে সিপাহীরা জুতা মারতে লাগল। পরে তারা জানতে পারল যে, তিনি অনেক বড় বুযুর্গ। তাই ক্ষমা প্রার্থনার জন্য

---

১৭৫. খাযানায়ে আমাল: পৃ. ১১, সূত্রে শরয়ী এলাজ।

www.pathagar.com

আসল। তিনি বললেন, তোমাদের দ্বিতীয় জুতা মারার আগেই প্রথম জুতা মাফ করে দিয়েছি। বড়দের এ ধরণের অসংখ্য ঘটনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা ভর্তি।

অসুস্থাবস্থায় দুআ

যে ব্যক্তি অসুস্থাবস্থায় এই দুআ চল্লিশ বার পড়বে, যদি সে ঐ অসুস্থকালীন সময়ে মারা যায়, তাহলে শহীদের মর্যাদা পাবে। আর সুস্থ হলে, সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.[১৭৬]

খালি মাথায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

ইসলাম উন্নত চরিত্র, সুস্থ রুচীর শিক্ষা দেয়। চরিত্রহীন ও অসামাজিকতা থেকে বাধা দেয়। এ কারণে খালি মাথায় বাজারও অলী-গলীতে ঘুরাফেরা করাকে ইসলাম মানবীয় উৎকর্ষতা ও ভদ্রতার পরিপন্থী মনে করে। তাই ফুকাহাগণ বলেছেন, এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য ইসলামী বিচারলয়ে গ্রহণযোগ্য নয়।

মুসলিম সমাজে খালি মাথায় চলাফেরার এ চিত্র পশ্চিমা দুনিয়া থেকে এসেছে। অথচ খালি মাথায় ঘুরাফেরা করা ইসলামী সমাজে দৃষ্টিকটু বিষয় হিসাবে বিবেচিত হত।[১৭৭]

নামাযের বরকত

আতা আরযাক কে তার স্ত্রী দুই দিরহাম দিয়ে বলল, আটা কিনে আনতে। বাজারে গিয়ে দেখেন একটি গোলাম দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমার মুনিব আমাকে বাজার করার জন্য দুই দিরহাম দিয়েছিল, কিন্তু তা হারিয়ে গেছে। সে আমাকে এখন মারবে। সে উক্ত দিরহাম দুইটি তাকে দিয়ে দিল এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নামাযে রত ছিল। আর অপেক্ষা করছিল; কিন্তু তার এ অপেক্ষা তাকে কোন সুফল দেয়নি। সন্ধ্যা হলে একজন বন্ধুর দোকানে গিয়ে বসে পড়ল। বন্ধু একটি ঢাকনা হাতে দিয়ে বলল,

---

১৭৬. উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (সা.): ৫৭৮।

১৭৭. ফতওয়ায়ে রহীমিয়্যা : খ.৩, পৃ. ২২৪, আপকে মাসায়েল: খ.৮, পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

এটি নিয়ে যাও চুলা গরম করার কাজে লাগবে। আপনার খেদমত করার মত এ মুহূর্তে আমার হাতে আর কিছুই নাই। লোকটি উক্ত ঢাকনা প্যাকেটে ভর্তি করে ঘরে চলে গেল। নামাযের পর গভীর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল, যাতে ঘরের লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে, ঝগড়ার কোন সুযোগ না আসে। গভীর রাতে ঘরে এসে দেখে, তারা রুটি তৈরী করছে। জিজ্ঞাসা করলেন, আটা কোথায় পেলে? জবাবে বলল, ঐ থলের মধ্যেই পেয়েছি, যে থলে আপনি বাজার থেকে এনেছেন। পরিবারের লোকজন বলল, সর্বদা ঐ দোকানদার থেকে আটা আনার চেষ্টা করেন, যার থেকে আজকে এনেছেন। লোকটি বলল, ইনশাআল্লাহ আগামীতে এভাবেই করব।[১৭৮]

সন্তানাদির অসংযত আচরণ ও তার প্রতিকার

সন্তানাদির সীমালংঘন ও বেয়াদবী সাধারণত পিতা-মাতার গুনাহের ফলাফল। তাই এ সমস্যার থেকে যদি পরিত্রাণ পেতে চাই, তাহলে আল্লাহর সাথে সম্পর্কোন্নয়ন করে তিনবার সূরা ফাতিহা পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে বাচ্চাকে পান করাবে।[১৭৯]

মিথ্যা অপবাদের শাস্তি

ইমাম যুরকানী মুয়াত্তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে একটি বিরল ঘটনা লিখেছেন, মদীনার পার্শ্বে একটি বস্তিতে একজন নারী মারা গেল। অন্য এক জন তাকে গোসল দিতে লাগল। গোসল দিতে দিতে যখন তার হাত মৃত মহিলার রানে পৌঁছল, তখন সে উপস্থিত নারীদেরকে বলল, বোনেরা আমার! এ মহিলার অমুক পুরুষের সাথে অসৎ সম্পর্ক ছিল।

মহিলার এ কথার কারণে আসমানী শক্তির কাছে সে গ্রেফতার হয়ে গেল। তার হাত রানের সাথে সেঁটে গেল। সে টানতে লাগল, কিন্তু হাত পৃথক হয় না। হাত টানলেই রান সহ এসে পড়ে। এ ভাবে সময় সময় যেতে যেতে রাত হতে লাগল, মৃতের আত্মীয়-স্বজন তাকে দ্রুত করতে বলল। যাতে জলদী দাফন করা যায়। গোসল দাতা মহিলা বলল, আমি তো তাকে ছাড়তে চাচ্ছি,

---

১৭৮. রওযর রিয়াহিন:২৬০।

১৭৯. আপকে মাসায়েল:খ.৭, পৃ.২০৮।

www.pathagar.com

কিন্তু সে তো আমাকে ছাড়ে না। রাত শেষ হয়ে এমনিভাবে দিন এসে পড়ল,; কিন্তু ছুটল না। পূর্বের ন্যায় সেঁটে রইল।

মুসীবতের এ পাহাড় দেখে মৃতের আত্মীয়-স্বজন উলামাদের খেদমতে হাযির হল। বিস্তারিত ঘটনা একজন আলিমের নিকট বলার পর তিনি বললেন, চাকু দিয়ে গোসল দাতার হাত কেটে দাফন দিয়ে দাও। কিন্তু উক্ত মহিলার আত্মীয়রা বলল, আমরা আমাদের এ আত্মীয়কে বিকলাঙ্গ হতে দেব না। ফলে তার হাত যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকবে। এ মতভেদের কারণে তারা অন্য একজন আলেমের নিকট গেল, তিনি বললেন, চাকু দিয়ে মৃতের রান কেটে দাও। কিন্তু মৃত মহিলার আত্মীয়রা বলল, আমরা এ লাশকে এ ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করাকে মেনে নিতে পারি না। এভাবে তিন দিন তিন রাত অতিবহিত হলে দূর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। এ দিকে এ সংবাদ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্যার কোন কুল-কিনারা না দেখে তারা মদীনার প্রধান বিচারপতি ইমাম মালেকের নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সিদ্ধান্ত মুতাবিক তারা ইমাম মালেক (রহ.) এর নিকট গিয়ে বিস্তারিত ঘটনা শুনাল।

ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, আমাকে ওখানে নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে ইমাম মালেক পর্দার আড়াল থেকে গোসল দাতা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার হাত যখন মৃতের রানে সেঁটে দিয়েছিল, তখন তোমার মুখ থেকে কি কোন কথা বের হয়েছিল? মহিলা বলল, হ্যাঁ বাহির হয়েছিল। বললেন, কী কথা ছিল তা? বলল, মৃতের অমুক পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক ছিল।

ইমাম মালেক (রহ.) বললেন, তোমার অভিযোগের পক্ষে কি প্রত্যক্ষদর্শী চারজন সাক্ষি আছে? বলল, না। তবে কি সে কখনও তোমার সামনে স্বীকার করেছে? বলল, না। তাহলে তুমি এ মিথ্যা অপবাদ কেন দিয়েছ? মহিলাটি বলল, সে একটি কলসি কোলে নিয়ে ঐ পুরুষটির দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ইমাম মালেক (রহ.) মহিলাটির কথা শুনে কুরআন মাজিদে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, কুরআন কী বলে? তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন:

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم ثمانين جلدة.

www.pathagar.com

অর্থ: যারা সতি-সাধ্বী নারীদেরকে মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারপর চারজন সাক্ষি হাযির করতে পারে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর।

তুমি একজন মৃত নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়েছ। অথচ এ ব্যাপারে তোমার নিকট কোন সাক্ষী নাই। আমি প্রধান বিচারপতি হিসাবে নির্দেশ দিচ্ছি, হে জল্লাদ! এ মহিলাকে মারা শুরু কর, তার উপর শরয়ী দণ্ড কার্যকর কর। জল্লাদ মারতে মারতে ৭০টি মেরে শেষ করার পরও হাত রানের সাথে লেগেছিল। ৭৫ হওয়ার পরও হাত লেগে ছিল। ৭৯ পরও ছোটেনি। যখন ৮০ টি পূর্ণ হল, তখন হাতটি নিজে নিজেই আলাদা হয়ে গেল।[১৮০]

আত্মীয়তার বন্ধনের উপকারীতা

আমাদের সর্দার নবী কারীম (সা.) বলেন,

১. আত্মীয়তার বন্ধনের মাধ্যমে হৃদ্যতা বাড়ে।
২. সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
৩. দীর্ঘায়ু লাভ হয।
৪. রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততা আসে।
৫. দূর্ভাগ্য জনক মৃত্যু থেকে রক্ষা হয়।
৬. বিপদাপদ দূর হতে থাকে।
৭. রাষ্ট্রের বসতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
৮. গুনাহ মাফ করা হয়।
৯. ভাল কাজগুলো কবূল হতে থাকে।
১০. জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ বাড়ে।
১১. আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারীর সাথে আল্লাহ্ তাআলা নিজ সম্পর্ক মযবূত করেন।
১২. যে জাতির মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী আছে, সে জাতির উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়।

---

১৮০. মওত কি তৈয়ারী: ৫২, বুসতানুল মুহাদ্দিসীন।)

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা মানুষের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে জানার চেষ্টা কর, যাতে তাদের সাথে বন্ধন মযবূত করতে পার। এ বন্ধনের মাধ্যমে মুহাব্বত বাড়ে। সম্পদ বাড়ে। মৃত্যুর সময় দেরীতে আসে। (অর্থাৎ, আয়ূতে বরকত হয়)।[১৮১]

যে ব্যক্তি তার আয়ু বৃদ্ধি এবং রিযিকের মধ্যে প্রশস্ততার কথা চিন্তা করে সে যেন আত্মীয়তার বন্ধনকে মযবূত করে।[১৮২]

যে ব্যক্তি তার আয়ু বৃদ্ধি ও রিযিকের প্রশস্ততা কামনা করে, আর অকস্মাৎ মৃত্যু থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন আল্লাহ কে ভয় আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচারণ করতে থাকে।[১৮৩]

যে ব্যক্তি সদকা দেয় এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার আয়ু বৃদ্ধি করবেন। এবং হঠাৎ মৃত্যু থেকে তাকে রক্ষা করবেন। আর তার বিপদাপদ থেকে তাকে রক্ষা করবেন।

রেহেম (আত্মীয়তার বন্ধন) রহমতের একটি শাখা। তাকে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।[১৮৪]

তিনি আরও বলেন, আল্লাহ তাআলা ঐ জাতির উপর রহমত বর্ষণ করেন না, যে তার আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে না।[১৮৫]

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তাদের সাথে অসদাচরণ করা এমন দুইটি গুনাহ যার শাস্তি সাথে সাথে দুনিয়াতে এসে যায়, আর আখেরাতে এর জন্য আযাব রয়েছে।[১৮৬]

---

১৮১. তিরিমিযী।
১৮২. বুখারী ও মুসলিম।
১৮৩. তারগীব ও তারহীব।
১৮৪. বুখারী।
১৮৫. শুয়াবল ঈমান, বায়হাকী।
১৮৬. তারগীব ও তারহীব।

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১৮৭]

একদা রাসূল (সা.) কোন সফরে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে একজন গ্রাম্য সাধারণ মানুষ এসে লাগাম ধরে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন, যা করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। জবাবে রাসূল (সা.) বললেন, এ আল্লাহর ইবাদত কর তার সাথে আর কাউকে শরীক করো না। নামায পড়, যাকাত প্রদান কর, আর আত্মীয় স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখ। লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসূল (সা.) বললেন, যদি সে আমার এ কথাগুলো মান্য করে, তাহলে সে জান্নাত পাবে।[১৮৮]

রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা কোন এক জাতি দ্বারা কোন দেশকে আবাদ করেন এবং সে দেশকে সম্পদের অধিকারী করেন। এবং শত্রু ভাবাপন্ন মানসিকতা নিয়ে সে দেশকে দেখেন না। প্রশ্ন করলেন, সাহাবায়ে কিরাম তাদের উপর এ দয়া কেন? জবাবে বললেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার কারণে। এই নিকটজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কারণে।[১৮৯]

তিনি বলেন, যে নরম প্রকৃতির হয়, সে দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় মঙ্গল অর্জন করতে পারে। কোন দেশে সুজলা-সুফলা হওয়ার জন্য সে দেশে আত্মীয়তার বন্ধন মযবূত হতে হবে, নিকটজনদের সাথে সদাচারণ জারী থাকতে হবে। এবং ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের সাথে সদ্ব্যহার অনুশীলণ থাকতে হবে। এতে সে দেশের জনগণের আয়ূ বাড়বে।[১৯০]

একদা এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার থেকে একটি বড় অন্যায় হয়ে গেছে, আমার তওবা কবূল হওয়ার পথ কি?

---

১৮৭. বুখারী, মুসলিম।
১৮৮. বুখারী ও মুসলিম।
১৮৯. তারগীব ও তারহীব।
১৯০. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) বললেন, তোমার মা জীবিত আছে? সে বলল, না। খালা জীবিত আছে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (সা.) বললেন, যাও তার সাথে উন্নত চরিত্র ও মাধুর্যের আচরণ কর।[১৯১]

একদা ভরা মজলিসে রাসূল (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়দের অধিকার রক্ষা করে না, সে যেন আমাদের সাথে না বসে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি উঠে নিজ খালার গৃহে গেল, যে খালার সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। সে তার খালার কাছে অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে এসেছিল। তারপর সে এসে আবার রাসূল (সা.) এর দরবারে বসে পড়ল। রাসূল (সা.) তাকে দেখে বললেন, ঐ জাতির উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় না, যে জাতি তার নিকটাত্মীয়ের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়।[১৯২]

তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক জুমার রাতে বান্দার যাবতীয় আমল ও ইবাদত আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি নিজ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দূর্ব্যবহার করে, কেবল তার আমল কবূল হয় না।[১৯৩]

আত্মীয়তার বন্ধন সংক্রান্ত একটি বিরল ঘটনা

একদা রাসূল (সা.) নারীদেরকে দানের প্রতি উৎসাহিত করলেন। দানের মত কিছু না থাকলে ব্যবহৃত অলংকার দিয়ে দাও। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) এর স্ত্রী হযরত যয়নাব (রা.) ইবনে মাসউদকে বললেন, শরয়ী বিধানগত কোন সমস্যা না থাকলে আমার অলংকারগুলো আমি তোমাকে দিয়ে দেই, কারণ তুমিও তো অভাবি। তবে, এ বিষয়টি তুমি গিয়ে রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা কর। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, না; বরং তুমি গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।

হযরত যয়নব গিয়ে রাসূল (রা.) এর দরজায় হাযির। তখন সেখানে অন্য একজন মহিলাও উপস্থিত ছিল। সমস্যা উভয়ের একই। হুযূরের ব্যক্তিত্বের কারণে কারোর সাহসে হচ্ছিল না যে, ভিতরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে।

---

১৯১. প্রাগুক্ত।

১৯২. প্রাগুক্ত।

১৯৩. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে হযরত বেলাল (রা.) ঘর থেকে বের হলেন, তাঁরা উভয়েই তাঁকে বললেন, রাসূল (সা.) কে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, দুই জন মহিলা জানতে এসেছেন তারা তাদের স্বর্ণালংকারগুলো সদকা হিসাবে নিজ স্বামী ও কোলের এতীম সন্তানদের জন্য খরচ করতে পারবে কি-না? সাথে সাথে তারা হযরত বেলালকে এ-ও বলে দিলেন যে, আমাদের পরিচয় দিও না।

হযরত বেলাল (রা.) গিয়ে বসার সাথে সাথে রাসূল (সা.) বললেন, কে জিজ্ঞাসা করছে? হযরত বেলাল বললেন, একজন আনসারী মহিলা, অপরজন যয়নাব (রা.)। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, কোন যয়না ব? হযরত বেলাল বললেন, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের স্ত্রী। রাসূল (সা.) বলেন, যাও তাদেরকে বলে দাও যে, তাদের দ্বিগুণ সওয়াব হবে। প্রথমত সদকার সওয়াব, দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার।

যিকির ও দুআর উপকারীতা

যে ব্যক্তি প্রত্যেক হাঁচির সময়

الحمد لله رب العالمين علي كل حال ما كان.

এ দুআ পড়বে সে কখনও কান ও মাড়ির দাঁতে ব্যাথা অনুভব করবে না।[১৯৪]

আবূ রাফের সন্তানাদির মাতা হযরত উম্মে সালমা (রা.) রাসূল (সা.)কে বললেন, আমাকে কিছু দুআ শিখিয়ে দিন, তবে যেন বেশী না হয়। নবী কারীম (সা.) বলেন, দশবার الله أكبر পড়, আল্লাহ তাআলা বলবেন, ইহা আমার জন্য। দশবার سبحان الله পড়, আল্লাহ তাআলা বলবেন, ইহা আমার জন্য। তারপর বল اللهم اغفرلي (হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর) আল্লাহ তাআলা

১৯৪. হিসনে হাসীন, ইবনে আবূ শায়বাঃ ৩৩৫।

www.pathagar.com

তোমাকে ক্ষমা করবেন। এভাবে বার বার বলতে থাক। আল্লাহ তাআলা তোমাকে প্রতিবার ক্ষমা করবেন।[১৯৫]

রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নের দুআগুলো পড়তে থাকে, তার এ দুআগুলো লিখে নেওয়া হয়। তারপর তা আরশের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه. ঐ ব্যক্তির কোন গুনাহ এ দুআকে মুছতে পারবে না। কেয়ামতের দিন যখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন উক্ত দুআকে সেভাবেই লিপিবদ্ধাবস্থায় পাবে।[১৯৬]

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, একদা হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা.) আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাব না যা আমি রাসূল (সা.) থেকে একাধিকবার শুনেছি। তারপর হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা.) থেকেও একাধিকবার শুনেছি। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, অবশ্যই শুনান। হযরত সামুরা (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এ দুআ পড়বে এবং আল্লাহর কাছে চাইবে, আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত চাহিদা পূরণ করবেন।[১৯৭]

১. اللهم أنت خلقتني হে আল্লাহ! তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ।

২. وأنت تهديني তুমিই আমাকে হেদায়েত দিবে।

৩. وأنت تطعمني তুমিই আমাকে খানা খাওয়াও।

৪. وأنت تقيني তুমিই আমাকে পান করাও।

৫. وأنت تميتني তুমিই আমাকে মৃত্যু দান কর।

৬. وأنت تحييني তুমিই আমাকে জীবন দান কর।

---

১৯৫. হিসনে হাসীন, তাবারানী: হযরত উবূ উমামা (রা.) পৃ. ৪০৭।

১৯৬. হিসনে হাসীন, বাযযার, ইবনে আব্বাসের সূত্রে, পৃ. ৪০১।

১৯৭. তাবারানী আওসাত, হাসান সনদে, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, মুনতাখাব হাদীস: ইলম, যিকির ও দুআ: ৪৪২)

www.pathagar.com

আদম সন্তানের আসল রূপ

যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকেও চিনেছে।

আবূ নুআইম মুহাম্মদ বিন কা'ব আল কুরাযী থেকে বর্ণনা করেন, আমি তাওরাতে পড়েছি অথবা ইবরাহীম (আ.) এর মাযহাবে পেয়েছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার সাথে ইনসাফ করনি। তোমাকে আমি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করেছি। তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ একজন মানুষ বানিয়েছি এবং তোমাকে আমি মাটির নির্যাস (খাবার) থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাকে বীর্য বানিয়ে একটি সংরক্ষিত জায়গায় (গর্ভাশয়) রেখেছি। তারপর বীর্যকে টুকরায় পরিণত করেছি। তারপর রক্তের টুকরাকে হাড্ডিতে পরিণত করেছি। এবং হাড্ডিকে গোস্তের পোষাক পরিয়ে দিয়েছি। সর্বশেষ (রূহ দান করে) তাকে এক নতুন সৃষ্টির রূপ দিয়েছি। হে আদম সন্তান বল, আমি ছাড়া আর কে এ কাজে সক্ষম?

তারপর গর্ভে থাকাবস্থায় আমি নাড়ি-ভূঁড়িকে আদেশ দিলাম, যাতে সে ছড়িয়ে পড়ে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আদেশ দিলাম, যাতে সে পৃথক হয়ে পড়ে। ফলে নাড়ি-ভূঁড়ি সংকীর্ণতার থেকে রক্ষা পেয়ে প্রশস্ত হয়ে পড়ল। এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত থাকার পর পৃথক হয়ে পড়ল। তারপর তোমাকে তোমার মায়ের পেটের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে আমি আদেশ দিলাম, যাতে সে তোমাকে তোমার মায়ের পেট থেকে বাহির করে। এরপর (ফেরেশতারা) কোমল পরশে তোমাকে বাহির করে। তোমাকে একজন দূর্বল মাখলুক, তোমার দাঁত ছিল না, যা দিয়ে তুমি খানা চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে। আর না থুতনী ছিল, যা দিয়ে তুমি চিবাইবে। তাই আমি তোমার মায়ের বুকে একটি লাইন চালু করেছি। যা দিয়ে শীতকালে গরম দুধ, আর গরম কালে ঠাণ্ডা দুধ আসে। আর এ দুধ আমি সৃষ্টি করি চামড়া, গোস্ত, রক্ত এবং বিভিন্ন শিরা-উপশিরার মাঝ থেকে (কিন্তু তার কোন চিহ্ন এই দুধে থাকে না।) এরপর আমি তোমার মায়ের অন্তরে তোমার প্রতি করুনা সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর তোমার পিতার অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করেছি। তাই তারা কষ্ট-মেহনত করতে থাকে, তোমাকে প্রতিপালন করে। তোমাকে খানা খাওয়ায়। এবং তোমার ঘুমের আগে তারা ঘুমায় না।

www.pathagar.com

হে আদম সন্তান! তোমার জন্য এগুলো আমি এ জন্য করি নাই যে, তুমি তার যোগ্য ছিলে, আর না আমি কোন সমস্যায় পড়েছি, যার সমাধানের জন্য এ কাজগুলোর প্রয়োজন ছিল।

হে আদম সন্তান! যখন তোমার দাঁত চিবানোর যোগ্য হল এবং তোমার মাঁড়ি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা শুরু করল, তখন আমি তোমার জন্য শীতের সময় শীতের ফল, আর গরমের সময় গরমের ফলের ব্যবস্থা করেছি। অতঃপর তুমি এখন অনুভব করেছ যে, আমি তোমার রব (প্রভু)। কিন্তু তার পরও তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ। এখন তুমি আমার অবাধ্য হয়েও আমাকে আবার ডাকতে থাক, আমি তোমার নিকটে আছি, তোমার ডাকে আমি সাড়া দিব। আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিব।

আল্লাহ কর্তৃক বন্টনের উপর সন্তুষ্ট থাকার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নিহিত

হে আদম সন্তান! আমি আমার ইবাদতের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করেছি। ফলে তুমি খেল-তামাশায় মত্ত হয়ো না। তোমার রিযিক নির্দ্ধারণ করে দিয়েছি। তাই দৌড়-ঝাঁপ করো না। আমি আমার ইয্যত ও জালালের কসম দিয়ে বলছি, যদি তুমি আমার বন্টনকৃত রিযিকের উপর সন্তুষ্ট থাক, তাহলে আমি তোমার হৃদয়কে প্রশান্ত করে দিব। শরীরকে শান্তি দায়ক করব। আর তুমি আমার নিকট প্রশংসিত থাকবে। আর যদি তুমি আমার বন্টনের উপর সন্তুষ্ট না থাক, তাহলে তোমার উপর (বিভিষিকাসহ) দুনিয়াকে চাপিয়ে দিব। তারপর তুমি জঙ্গলের বন্য প্রাণীর ন্যায় ছুটা-ছুটি করতে থাকবে। কিন্তু তাতেও আমার বন্টনের চেয়ে বেশী জুটবে না। এবং তুমি তাতে আমার কাছে নিন্দার পাত্রে পরিণত হবে। যেমন: তাওরাতে আছে।

বিচারকের জন্য আসল সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে গোপন রেখে বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য নিজ মনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলার অবকাশ আছে

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, দুইজন মহিলার দুইটি বাচ্চা ছিল। বাঘ এসে একটি বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিল। তারপর উভয় মহিলা একে অন্যকে বলতে লাগল, যে বাচ্চাটি বাঘ নিয়েছে, তা তোমার বাচ্চা আর যেটা রয়ে গেছে, তা আমার বাচ্চা। এই ভাবে ঝগড়া করতে করতে তারা হযরত দাউদ

www.pathagar.com

(আ.) এর নিকট পৌছল। তিনি বেঁচে যাওয়া বাচ্চাটি বড় মহিলাকে দিয়ে বললেন, নাও এটা তোমার বাচ্চা।

এ ফায়সালার পর তারা বাহির হল, রাস্তায় হযরত সুলাইমান (আ.) এর সাথে সাক্ষাত হতে তিনি উভয়কেই ডাকলেন। এবং বললেন, একটি চাকু আন, আমি বাচ্চাটিকে কেটে দুই টুকরা করে দুই জনকে দিয়ে দিব। আর ছোট মহিলাটি হায়-হুতাশ করতে লাগল। আর বলতে লাগল, আপনি এমনটা করবেন না। বাচ্চাটি তাকে দিয়ে দেন। এটা তারই বাচ্চা, আমার প্রয়োজন নাই। হযরত সুলাইমান (আ.) ঘটনার বাস্তব চিত্র বুঝে ফেললেন। আর তাই ছোট মহিলাকে বাচ্চাটি দিয়ে দিলেন।[১৯৮]

জান্নাতবাসীদেরকে চুড়ি পরানোর রহস্য

ঈমান আর আমলে সালেহ সম্পাদনকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়েছে। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের চুড়ি পরান হবে। মোতীও পরান হবে। সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের কাপড়।[১৯৯]

প্রশ্ন হতে পারে যে, চুড়ি পরিধান করা তো মহিলাদের কাজ। কারণ তা তাদেরই অলংকার। পুরুষের জন্য তা দৃষ্টিকটু মনে করা হয়।

জবাবঃ (প্রাচীনকালে) রাজা-বাদশাহদের প্রথা ছিল যে, তারা মাথায় তাজ আর হাতে চুড়ি পড়ত। যেমনটি হাদীসে পাওয়া যায় যে, হযরত সুরাকা বিন মালিক (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যখন হিজরতের পথে রাসূল (সা.) কে গ্রেফতার করতে গিয়েছিল। আর আল্লাহর আদেশে তার ঘোড়া যমীনে ধসে গিয়েছিল। অতঃপর তার তওবা এবং হুযূর (সা.) এর দুআর বরকতে সে রক্ষা পেয়েছিল। এমনই মুহূর্তে রাসূল (সা.) হযরত সুরাকা বিন মালিককে এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন যে. পারস্যের বাদশাহর হাতের চুড়ি মুসলমানদের হাতে যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে আসলে তা তোমাকে দেওয়া হবে। হযরত উমর (রা.) এর শাসন আমলে যখন সেই চুড়ি মুসলমানদের হাতে আসল, তখন

---

১৯৮. বুখারী, মুসলিম, তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ.৩, পৃ.৩৮৭।

১৯৯. সূরা হজ্বঃ ৩৩।

www.pathagar.com

গণীমতের মালে হযরত সুরাকা তা দেখে এ ঘটনার বরাত দিয়ে চাইলেন। হযরত উমর (রা.) সাথে সাথে তা দিয়ে দিলেন।

মোটকথা মাথায় তাজ ব্যবহার করাও যেমন সর্বসাধারণের বৈশিষ্ট্য, তেমনি হাতে চুড়ির ব্যবহারও সর্বসাধারণের জন্য নয়। বরং তা শাহী মর্যাদার প্রতীক হিসাবে মনে করা হয়। এ কারণে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে এ চুড়ি পরান হবে।

উপরোক্ত আয়াতে এবং সূরা ফাতিরে চুড়ির ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণের হবে। কিন্তু সূরা নিসার মধ্যে বলা হয়েছে, তা রূপার হবে। এ কারণে মুফাস্‌সিরীনগণ বলেছেন, জান্নাতীদের চুড়ি তিন প্রকার ধাতু দ্বারা তৈরী হবে। (১) স্বর্ণ (২) রূপা (৩) মোতী। যার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টির কথা এ আয়াতে দেখলেন।[২০০]

জ্বিনদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার নববী ব্যবস্থা

ইবনু আবী হাতিমে আছে যে, এক অসুস্থ ব্যক্তিকে জ্বিন বিরক্ত করতেছিল। সে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর নিকট আসলে তিনি নিম্নের আয়াতটি পড়ে ফুঁক দিলেন।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ. وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ. وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ.[২০১]

তারপর সে সুস্থ হয়ে গেল। এ ঘটনা রাসূল (সা.) এর কানে পৌঁছলে রাসূল (সা.) বললেন, আব্দুল্লাহ! তুমি তার কানে কী পড়েছিলে? হযরত আব্দুল্লাহ আবার পাঠ করে তা শুনিয়ে দিলেন। রাসূল (সা.) বললেন, আব্দুল্লাহ! তুমি এ আয়াতগুলো পাঠ করে তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছ।

---

২০০. মাআরেফুল কুরআনঃ পৃ. ২৩৮, পারা ১৭।

২০১. সূরা মু'মিনূনঃ ১৫-১৮।

www.pathagar.com

তিনি আরও বলেন, যদি কোন ঈমানদার লোক একীনের সাথে এ আয়াতগুলো পাহাড়েরর উপর পড়ে, তাহলে পাহাড়ও নি জায়গা থেকে টলে যাবে।[২০২]

সফরে বাহির হয়ে সকাল-সন্ধ্যা এই দুআ পড়বে

আবূ নুআইম বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) একদা সাহাবায়ে কিরামের একটি সৈন্য বাহিনী পাঠালেন। তাদেরকে যাওয়ার পথে তিনি এই নির্দেশ দেন যে, সকাল-সন্ধ্যা এ আয়াত তিলাওয়াত করবেঃ

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ.

সাহাবী বলেন, আমরা নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যা এ আয়াত তিলাওয়াত করতাম। আল হামদুলিল্লাহ! আমরা সুস্থ ও বিজয়ী বেশে গণীমতের মালসহ ফিরে এসেছি।

পানিতে ডুবে যাওয়ার থেকে বাঁচার জন্য এ দুআ পড়বে

নবী কারীম (সা.) বলেন, আমার উম্মত পানিতে ডুবে যাওয়ার থেকে বাঁচার জন্য নৌযানে উঠার আগে যেন এ দুআ পড়েঃ

****

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের সামনে হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালামের বেদনা বিধুর বক্তৃতা

ইমাম বগভী (রহ.) নিজস্ব সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন সালামের বক্তৃতা বর্ণনা করেন, যে বক্তৃতাটি তিনি হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের সামনে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলার ফেরেশতারা মদীনা শরীফের চার পাশে মদীনায় রাসূল (সা.) এর আগমনের সময় থেকে নিয়ে অদ্যাবধি বেষ্টন করে আছে। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যদি তোমরা হযরত উসমানকে হত্যা কর, তাহলে এ সকল ফেরেশতা চলে যাবে আর কখনও ফিরে আসবে না। আল্লাহর কসম!

---

২০২. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ.৩, পৃ. ৪৭৩।

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে যে তাকে হত্যা করবে, কেয়ামতের দিন সে কর্তিত হাত নিয়ে আল্লাহর সামনে উঠবে। তেমাদের জানা উচিত যে, আল্লাহর তলোয়ার আজও খাপের মধ্যে। যদি তা একবার বের হয়, তাহরে তা আর খাপের মধ্যে ঢুকবে না। কেননা যখন কোন নবীকে হত্যা করা হয়, তখন সত্তর হাজার মানুষ মারা যায়। আর যখন কোন খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ মারা যায়।[২০৩]

সুতরাং হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার মধ্য দিয়ে যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা চলতেই ছিল। হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীরা আল্লাহ তাআলার বিশাল নেআমত ও দ্বীনের স্থিতিশীলতা সংক্রান্ত যাবতীয় খোদায়ী রহমতকে অস্বীকার করেছিল। যার ফলাফল হিসাবে ইসলামী সমাজে রাফেযী-খারেজী মত বিভ্রান্ত দলের জন্ম হয়েছিল। খুলাফায়ে রাশেদীনের বিরুদ্ধাচরণই যাদের একমাত্র মিশন ছিল (ইসলামে এমন অনাকাঙ্খিত একটি ধারাবাহিকতা হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের দ্বারা শুরু হয়েছিল) হযরত আলীর (রা.) সন্তান হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতও এ ধারাবাহিকতার একটি হৃদয় বিদারক অধ্যায়।[২০৪]

نسأل الله الهداية وشكر نعمته.

মসজিদের আদব ১৫টি

১. মসজিদে প্রবেশের পর কিছু মানুষকে বসা দেখলে সালাম করবে, আর কেউ না থাকলে বলবে, السلام علينا وعلي عباده الصالحين.

অবশ্য এই সালাম তখনই দিবে, যখন মসজিদের লোকেরা নামায, তিলাওয়াত বা কোন তাসবীহতে রত না থাকবে। যদি কোন তাসবীহ বা তিলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে, তাহলে সালাম দিবে না। কারণ তা জায়িয নাই।

---

২০৩. মাযহারী।

২০৪. মাআরেফুল কুরআনঃ খ. ৬, পৃ. ২৭, পারাঃ ১৮, সূরাঃ নূর।

www.pathagar.com

২. মসজিদে গিয়ে বসার পূর্বে দুই রাকাত تحية المسجد পড়বে। অবশ্য যদি মাকরূহ সময় না হয়, তাহলে পড়বে, অর্থাৎ সূর্য উদয়, সোজা মাথার উপর অথবা ডোবার সময়।

৩. মসজিদে বেচা-কেনা করবে না।

৪. ঢাল-তলোয়ারসহ অস্ত্র কোষ মুক্ত করবে না।

৫. মসজিদে নিজ হারিয়ে যাওয়া জিনিসের এ'লান করবে না।

৬. মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলবে না।

৭. মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে না।

৮. মসজিদে বসার জয়গা নিয়ে কারোর সাথে ঝগড়া করবে না।

৯. কাতারে বসা বা দাঁড়ানোর জায়গা না থাকলে, সেখানে ঢুকে মানুষকে কষ্ট দিবে না।

১০. নামাযরত কোন ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাবে না।

১১. শরীরের কোন অংশ নিয়ে খেলা করবে না।

১২. নিজ আঙ্গুল ফুটাবে না।

১৩. মসজিদে থু থু ফেলা বা নাম পরিস্কার করা থেকে বিরত থাকবে।

১৪. নাপাকী থেকে দূরে থাকবে। সাথে কোন বাচ্চা বা পাগলকে আনবে না।

১৫. মসজিদে বেশী বেশী যিকির করবে।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) এ পনেরটি আদাব লেখার পরে লেখেন যে, যে ব্যক্তি এ আদাবগুলো রক্ষা করে চলবে, মসজিদ তার জন্য একটি নিরাপত্তামূলক জায়গা হয়ে গেল।[২০৫]

যে সকল জায়গাকে আল্লাহর যিকির কুরআনের শিক্ষা ও দ্বীনের তা'লীমের জন্য নির্দ্ধারণ করা হয়েছে তা-ও মসজিদের হুকুমে

তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়্যানের থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে فِي بيوت শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যেমন তার মধ্যে

---

২০৫. মাআরেফুল কুরআন: খ.৬, পৃ. ৪১৬, পারা: ১৮, সূরা: নূর।

www.pathagar.com

মসজিদও অন্তর্ভূক্ত, তেমনি প্রত্যেক ঐ সমস্ত জায়গা যেখানে কুরআনের শিক্ষা, দ্বীনের তা'লীম এবং ওয়ায ও নসীহত, যিকির হয় সবই তার মধ্যে শামিল। যেমন: মাদরাসা ও খানকাহ। সুতরাং তার আদাবের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।[২০৬]

মসজিদ উঁচু তথা সমুন্নত রাখার (في بيوت أذن الله أن ترفع) এর অর্থ:

أذن الله أن ترفع আল্লাহ তাআলা মসজিদকে সমুন্নত রাখার ইজাযত দিয়েছেন, তার অর্থ হল আদেশ দিয়েছেন। আর সমুন্নত করার অর্থ হল, যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। হযরত ইবনে আব্বাসের মতে মসজিদ সমুন্নত করার অর্থ, তাতে অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।[২০৭]

ইকরিমা ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, তারা বলেন, মসজিদ সমুন্নত করার অর্থ: তা নির্মাণ করা। যেমন কা'বা গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت কাওয়ায়েদে উঁচু করার দ্বারা (رفع القواعد) উদ্দেশ্য ভবন নির্মাণ করা।

হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, رفع القواعد দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদের বড়ত্ব নিজ অন্তরে পোষণ করা। এবং নাপাকী থেকে তাকে মুক্ত রাখা। যেমন: হাদীস শরীফে আছে, মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে তা দ্বারা মসজিদ এমনভাবে সংকুচিত হতে থাকে, যেমন আগুন দ্বারা মানুষের চামড়া সংকুচিত হতে থাকে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে দূর্গন্ধ যুক্ত নাপাক জিনিষ বের করে দিবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করে দিবেন।[২০৮]

---

২০৬. প্রাগুক্ত খ.৪, পৃ. ১৭।
২০৭. ইবনে কাসীর।
২০৮. ইবনে মাজাহ।

www.pathagar.com

হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে ঘরের মধ্যেও মসজিদ বানানোর আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ গৃহাভ্যন্তরে এমন একটি জায়গা নির্বাচন করা যেখানে নামায পড়া হবে এবং মসজিদের মত তাকেও পবিত্র রাখার চেষ্টা করা হবে।[২০৯]

সারকথা হল, (ترفيع) শব্দের মধ্যে মসজিদ নির্মাণ, তার মর্যাদা এবং তাকে পবিত্র রাখার চেষ্টা সবই শামিল। পবিত্র রাখার মধ্যে যাবতীয় নাপাকী থেকে পাক রাখা ও যাবতীয় দূর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখার বিষয়টিও গণ্য। এ কারণে রাসূল (সা.) রসুন খেবে মুখমণ্ডল পরিস্কার না করে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। যা হাদীসের কিতাবগুলোতে বিস্তারিতভাবে উল্লেক আছে। সিগারেট, হুক্কা এবং তামাক ও জর্দা দিয়ে পান খেয়ে মসজিদে প্রবেশেরও একই হুকুম। এ কারণেই মসজিদে কেরোসিন জ্বালানো ঠিক নয়। কারণ তাতেও দূর্গন্ধ আছে।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, হযরত উমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) কে দেখেছি, যাদের মুখ থেকে পিয়াজ বা রসুনের গন্ধ বাহির হত, রাসূল (সা.) তাদেরকে মসজিদ থেকে বাহির করে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। এবং বলতেন, কেউ পিয়াজ ও রসুন খেতে চাইলে ভাল মত পাকিয়ে খাবে, যাতে তার দূর্গন্ধ না থাকে।

হযরত ফুকায়ে কিরামগণ এ হাদীস দ্বারা এ মাসআলা বাহির করেছেন যে, কারো কোন অসুস্থতার কারণে যদি শরীর থেকে এমন দূর্গন্ধ বাহির হয় যে কারণে তার নিকট কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে দাঁড়ান সম্ভব নয়, তাহলে মসজিদে আসা থেকে বিরত থাকা উচিত। তার নিজেই নিজ ঘরে নামায পড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।[২১০]

রফয়ে মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য

সাহাবা ও তাবেয়ীনদের সামগ্রিক জামাতের নিকট রফয়ে মাসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদ নির্মাণ ও তাকে যাবতীয় অসংগতি থেকে হেফাযত করা।

---

২০৯. কুরতুবী।

২১০. প্রাগুক্তঃ খ.৬, পৃ. ৪১৪।

www.pathagar.com

সাথে সাথে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। অনেকে আবার মসজিদের বাহ্যিক সৌন্দর্য ও শ্রী বৃদ্ধিকেও অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

হযরত উসমান (রা.) মসজিদে নববী পূণ নির্মাণের সময় শাল গাছের কাঠ দিয়ে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিলেন। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) মসজিদে নববীতে শৈল্পিক সৌন্দর্য ও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এবং ইহা সাহাবাদের যুগ ছির। কিন্তু কেউ তাতে প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। পরবর্তী যুগের শাসকরা তো তাদের মসজিদগুলো নির্মাণে মোটা অংকের অর্থ বরাদ্ধ করত। ওলীদ বিন আব্দুল মালিক দামেস্কের জামে মসজিদের নির্মাণ ও শ্রী বৃদ্ধিতে সিরিয়ার বার্ষিক আয়ের তিনগুণের বেশী সম্পদ খরচ করেছিল। তার নির্মিত মসজিদ আজও আছে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর নিকট প্রসিদ্ধী অর্জন এবং আলোচিত হওয়ার জন্য ছাড়া কেবল আল্লাহর ঘরের বড়ত্ব ও মর্যাদার খাতিরে মসজিদ সুন্দরভাবে নির্মাণ করে, নকশাসহ স্থাপত্য শিল্পের বিরল দৃষ্টান্ত বানানোর চেষ্টা করে, তাকে কোন সমস্যা নাই।[২১১]

হযরত উমরকে জনৈক বৃদ্ধার নসীহত

একদা উমর (রা.) সাহাবাদের একটি জামাত নিয়ে জরুরী একটি কাজে রওনা করলেন, পথিমধ্যে এক বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাত হল। সে লাঠি ভর করে ঝুঁকে ঝুঁকে পথ দিয়ে চলতেছিল। হযরত উমরকে দেখে বৃদ্ধা বলল, উমর! থাক। হযরত উমর থেমে গেলেন। মহিলা সোজা লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেল। সে বলতে লাগল, উমর! আমার চোখের সামনে তোমার তিনটি কাল কেটেছে।

তোমার একটি কাল তো উট চরাতে চরাতে কেটেছে। রোদের প্রচণ্ড মরু উত্তাপে তুমি ভাল করে উটও চরাতে পারতে না। রাতে যখন তুমি উটগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরতে, তখন তোমার পিতা খাত্তাব তোমাকে এই বলে মারত যে, তোর দ্বারা উট চরানোর মত সাধারণ কাজও সম্ভব নয়। (তার বোন তাকে

---

২১১. প্রাগুক্ত: খ.৪, পৃ. ১৫।

www.pathagar.com

বলত, উমর! তোমার দ্বারা তো প্রাথমিক কোন কাজও সম্ভব নয়) বৃদ্ধা বলল, উমর! তুমি তখন উট চরাতে। তোমার মাথার উপর চট বা কম্বলের একটি টুকরা থাকত, হাতে থাকত পাড়ার একটি যষ্টি।

তারপর আসল তোমার দ্বিতীয় কাল। যখন মানুষ তোমাকে উমায়ের বলে ডাকত। কারণ হল, আবূ জাহেলের নাম ছিল উমর। আর সে নিষেধ করেছিল যে, আমার নামে নাম যেন না রাখে। সুতরাং ২য় হিজরীতে বদরের যুদ্ধে আবূ জাহেলের মৃত্যুর পর তোমাকে মানুষ আবার উমর বলা শুরু করল।

তারপর এখন চলছে তোমার তৃতীয় কাল। যখন মানুষ তোমাকে উমরও বলে না, উমায়েরও বলে না; বরং আমীরুল মু'মিনীন বলে ডাকে।

এ ভূমিকার পর বৃদ্ধা হযরত উমরকে বলল, প্রজাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমীরুল মু'মিনীন হওয়া সহজ কাজ; কিন্তু প্রজাদের অধিকার আদায় কঠিন কাজ। প্রত্যেকটি হকের ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং প্রত্যেকের হক তাকে পৌঁছে দাও। এ সব কথা শুনে হযরত উমর (রা.) কাঁদতে লাগলেন। দাঁড়ি বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। উপস্থিত সাহাবীগণ বৃদ্ধাকে বলল, যথেষ্ট হয়েছে, এবার বিদায় নাও। হযরত উমর (রা.) কান্নার কারণে আওয়ায করে বলতে পারলেন না। হাতের ইশারায় সাহাবীদেরকে নিষেধ করে দিলেন যে, থাম। তাকে বলতে দাও। সে এভাবে অনেক কিছু বলে বিদায় নিল। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করল, এ বৃদ্ধা কে? সে আপনার এত সময় নষ্ট করল। হযরত উমর (রা.) বললেন, যদি সে সারা রাত এখানে দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলে উমর মোটেও এখান থেকে সরত না ফজরের নামায ছাড়া। তারপর হযরত উমর (রা.) বললেন, এ মহিলা খাওলা বিনতে সা'লাবা। যার কথা সপ্তম আসমানের উপর থেকে শুনা হয়। যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: قد سمع قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله....الخ অর্থ: আল্লাহ শুনেছেন ঐ মহিলার কথা, যে নিজ স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত।

www.pathagar.com

তাই যার কথা সপ্তম আসমানে শুনা হয়, তার কথা উমরের না শুনার সুযোগ কোথায়?[২১২]

হযরত ইয়াহইয়া উন্দুলুসীর আমানতদারী

ইয়াহইয়া উন্দুলুসী হাদীস শরীফ পড়াতেন। (উন্দুলুস তথা স্পেনে এক যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেস করে হাদীস শাস্ত্রের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হত। হাফেয ইবনে আব্দুল বার, আল্লামা হুমাইদী, শাইখে আকবরের মত ব্যক্তিত্ব এ মাটিতেই জন্মিয়েছেন) অসংখ্য মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হত।

একদা হযরত ইয়াহইয়া ছাত্রদেরকে একটি লম্বা ছুটি ঘোষণা শুনালেন। ছাত্ররা জানার চেষ্টা করল যে, হযরত এত লম্বা অনির্দিষ্ট সময়ের ছুটি কেন ঘোষণা করলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমাকে আফ্রীকার শেষ সীমা কায়রওয়ানে যেতে হবে। ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করল, হযরত কেন সেখানে যাবেন? এটাতো এক দূর্বোদ্ধ সফর। কেননা মাঝে বড় বড় জঙ্গল আছে। যেখানে বসবাস করে হিংস্র সব জীব-জন্তু। জবাবে তিনি বললেন, একজন সব্জী বিক্রেতা আমার নিকট সাড়ে তিন আনা তথা এক দিরহমা পায়। তা পরিশোধ করতে যাচ্ছি।

ছাত্ররা বলল, হযরত দিরহাম তো একটাই। এ কথা শুনে তিনি বলেন, আমার নিকট একটি হাদীস পৌছেছে, নিজ সূত্রে সে হাদীস শুনিয়ে দিলেন। এই ভাবে এক লাখ, এক লাখ, এক লাখ, এক লাখ, এক লাখ, এক লাখ অর্থাৎ ছয় লাখ নফল সদকা করার মধ্যে এই সওয়াব নাই, যে সওয়াব একজনের এক দিরহাম হক আদায় করার মধ্যে আছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করেছে, তাদের ওসীলায় আমাদেরকে ঈমানের যাবতীয় চাহিদা পূরণের তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ! তুমি কবূল কর।[২১৩]

---

২১২. ইসলাম মেঁ আমানদারী কি হায়সিয়্যাত ও মাক্বামঃ ১৮, বয়ান হযরত মাওলানা ইফতেখারুল হাসান সাহেব কান্ধলভী।

২১৩. প্রাগুক্তঃ পৃ. ৩০।

www.pathagar.com

এক হাজার খণ্ডের তাফসীর গ্রন্থ

حدائق ذات بهجة নামে এক হাজার খণ্ডের একটি তাফসীর গ্রন্থ আছে। অবশ্য তার অস্তিত্ব এখন পাওয়া মুশকিল। পঁচিশ খণ্ড ছিল তার মধ্যে সূরা ফাতিহার তাফসীর। আর বিসমিল্লাহর সাফসীর ছিল ৫খণ্ড ব্যাপী।[২১৪]

আত্তাহিয়্যাতু (التحيات) শেখার জন্য এক মাসের সফর

এ বিশাল তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বর্ণিত আছে, (روى) শিরোনামে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, যেখানে অবশ্য কোন সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। ঘটনাটি হল এমন, ৭০ বা ৮০ বছরের এক বৃদ্ধ হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে সিরিয়া থেকে মদীনায় সফর করল। হযরত উমর (রা.) তার অবস্থা অবলোকন করলেন যে, সে প্রচণ্ড রোদে সফর করার কারণে চুলগুলো সম্পূর্ণ সাদা। হযরত উমর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এসেছ? এ বৃদ্ধাবস্থায় এমন দীর্ঘ সফরের কী প্রয়োজন ছিল? বৃদ্ধ বলল, التحيات শিখতে এসেছি। শুধু এ টুকু শুনে হযরত উমর (রা.) এমন কান্না শুরু করলেন যে, গ্রন্থকার লেখেন যে তার দাঁড়ি অশ্রুতে সিক্ত হয়ে গেল। আর নিচে পড়তে লাগল। অনেক সময় কান্না-কাটির পর বললেন, ঐ আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যার হাতে আমার জান, তোমাকে কখনও শাস্তি দেওয়া হবে না। কেন? জবাবে তিনি বলেন, সে দ্বীনের একটি কথা শিক্ষা করার জন্য নিজ গৃহ ত্যাগ করে উটের পিঠে সময় কাটিয়েছে।

তাশাহহুদ শিক্ষা করার সফরের কারণ কি?

প্রশ্ন হতে পারে যে, সিরিয়াতে তাশাহহুদসহ নামায শিক্ষা দেওয়ার মত কেউ ছিল না? জবাব হ্যাঁ ছিল। সেখানেও বড় বড় সাহাবাগণ গমন করেছেন। তারপরও কেন মদীনার দিকে সে সফর করল?

তাশাহহুদ বর্ণনাকারী সাহাবাগণ

তার কারণ, তাশাহহুদ বর্ণনাকারী চব্বিশজন সাহাবী বর্ণিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন বর্ণনায় পাওয়া যায়:

---

২১৪. ইলম কেইসে সীখে: পৃ. ৫২, প্রাগুক্ত লেখক।

www.pathagar.com

شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله.

সারকথা হল, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) এর التحات এক রকম। হযরত আয়শা (রা.) এর التحات আরেক রকম। হযরত জাবির (রা.) এর التحات আরেক রকম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর التحات আরেক রকম। কিন্তু আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইবনে মাসউদের التحيات গ্রহণ করেছেন। একে অন্য التحيات এর উপর প্রাধান্য দেওয়ার কারণসমূহ হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ বর্ণনা করেছেন।

ইনায়াহ, ফতহুল কাদীর এবং অন্যান্য কিতাবে এ সকল কারণগুলো সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হল, ঐ বৃদ্ধলোকটি মদীনায় প্রচলিত التحيات কোনটি তা জানার জন্য এ দীর্ঘ সফর করেন। কারণ তখন মদীনায় এমন সাহাবী বেঁচে ছিলেন, যারা রাসূল (সা.) এর পিছনে التحيات পড়েছেন। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন বলবে, যে রাসূল (সা.) কে কোন التحيات পড়তেন? আর এ উদ্দেশ্যেই এই সফর।

নবী কারীম (সা.) এর আখলাক

একদা কুবায় গমণের জন্য রাসূল (সা.) গাধার খালী পিঠে উঠলেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) সাথে ছিলেন। রাসূল (সা.) তাকে বললেন, আস আবূ হুরাইরা! তুমিও আস। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) এর শরীর বেশ ভারী ছিল। উঠতে গিয়ে না পেরে রাসূল (সা.) কে ঝাঁপটি দিয়ে ধরেন। কিন্তু তাতে রাসূল (সা.) পড়ে যান। রাসূল (সা.) আবার আরোহন করলেন। বললেন, তোমাকেও উঠিয়ে নেই? বলল, আপনার ইচ্ছা। রাসূল (সা.) বললেন, উঠ! উঠার ইচ্ছা করে এবারও ব্যর্থ হলেন। হুযূরকে নিয়ে এবারও পড়ে গেলেন। হুযূর (সা.) আবার উঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে, আবূ হুরাইরা (রা.) বলেন, ঐ পবিত্র সত্ত্বার কসম, যিনি সত্য দ্বীন দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে তৃতীয়বার আর ফেলতে চাই না। ফলে আর ইচ্ছা নাই।

www.pathagar.com

একদা কোন এক সফরে একটি ছাগল রান্নার সিদ্ধান্ত হল। জনৈক ব্যক্তি বলল, জবাই করার দায়িত্ব আমার উপর। দ্বিতীয় জন বরল, চামড়া আমি আলাদা করব। তৃতীয় একজন বলল, রান্নার দায়িত্ব আমার উপর। রাসূল (সা.) বলেন, জ্বালানীর সংগ্রহ করা আমার দায়িত্ব। সফরের সাথীরা বলল, আপনার পক্ষ থেকে আমরা করে নিব। জবাবে রাসূল (সা.) বলেন, আমি জানি তোমরা আমার পক্ষ থেকে করে দিবে; কিন্তু আমার জন্য এটা ভাবাও কঠিন যে, আমি আমার সাথীদের মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলব। এ কাজটি আল্লাহর নিকটও পছন্দনীয় নয়, যে ব্যক্তি তার সাথীদের মাঝে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে চলবে।

নবী কারীম (সা.) কোন সফরে নামাযের জন্য যাত্রা বিরতী করলেন। জায়নামাযের দিকে যেয়ে আবার ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করা হল, এভাবে গিয়ে আবার ফিরে আসছেন কেন? জবাবে বললেন, উট বাঁধার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) বললেন, এ সামান্য কাজে এমন কষ্ট করার দরকার কী? আমরা খাদেমরা তো উপস্থিত আছি। তাদের কাউকে বললেই হয়। রাসূল (সা.) বললেন, তোমাদের মধ্যে কেই যেন কারোর থেকে সহযোগীতা না নেয়। চাই তা মিসওয়াক ভাঙ্গার মত সামান্য কাজই হোক না কেন।

একদা রাসূল (সা.) হযরত সাহাবায়ে কিরামের সাথে বসে খেজুর খাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত সুহাইব (রা.) ব্যাথা যুক্ত একটি চোখ ঢেকে মজলিসে হাযির হয়ে গেলেন। সালাম দিয়ে খাবারের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। রাসূল (সা.) বললেন, চোখে ব্যাথা নিয়ে মিষ্টি খাচ্ছ! জবাবে হযরত সুহাইবু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ভাল চোখটির পক্ষ থেকে মিষ্টি খাচ্ছি।

একদা টাটকা খেজুর খাওয়ার সময় চোখ ব্যাথা নিয়ে হযরত আলী (রা.) হাযির হলেন, খেজুরের কাছে আসলে রাসূল (সা.) বললেন, আলী! চোখে ব্যাথা নিয়ে খেজুর খাবে? এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) খেজুর থেকে দূরে সরে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পর উভয়েই একে অন্যের প্রতি দেখতে লাগল। এক সময় রাসূল (সা.) তাঁর দিকে একটি খেজুর ছুঁড়ে মারলেন। কিছুক্ষণ পর

www.pathagar.com

আরেকটি, কিছুক্ষণ পর আরেকটি এই ভাবে সাতটি খেজুর ছুঁড়ে মারলেন। তারপর বললেন, বেজোড় সংখ্য খেলে কোন সমস্যা হয় না।[২১৫]

মূল্য বৃদ্ধির আশায় খাদ্য-শস্য জমা করা মরণ ব্যাধির কারণ

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) মসজিদ থেকে বাহির হয়ে খাদ্য-শস্য ছড়িয়ে থাকতে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এ খাদ্য কোথা থেকে? উপস্থিত লোকেরা বলল, বিক্রির জন্য। হযরত উমর (রা.) দুআ করলেন, হে আল্লাহ! এর মধ্যে বরকত দান করুন। লোকেরা বলল, এ খাদ্য গুদাম চড়া মূল্যে বিক্রি করার জন্য এখানে জমা রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কে জমা করেছে? লোকেরা বলল, ফররুখ, হযরত উসমান (রা.) এর গোলাম, অপর জন আপনার আযাদকৃত গোলাম। হযরত উমর (রা.) উভয়কেই ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এমনটা কেন করলে? জবাব দিলেন, আমরা আমাদের পয়সা দিয়েই কিনি, ফলে যখন ইচ্ছা বিক্রি করব। এ অধিকার আমাদের আছে। হযরত উমর (রা.) বললেন, শুন! আমি হযরত রাসূলে কারীম (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধি হলে বিক্রি করার নিয়তে খাদ্য-শস্য জমা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে নিঃস্ব করে দিবে বা কুষ্ঠরুগী বানিয়ে দিবেন।

এ কথা শুনামাত্রই হযরত ফররুখ বললেন, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট তাওবা করছি। আর এ অঙ্গিকার করছি যে, এমন কাজ আর করব না। কিন্তু হযরত উমর এর গোলাম বলল, আমরা তো নিজ বৈধ সম্পদ দিয়েই কিনি, তাহলে লাভ করার উদ্দেশ্যে বিক্রি করলে ক্ষতি কি? ঘটনাটির বর্ণনাকারী আবূ ইয়াহইয়া বলেন, তারপর আমি তাকে কুষ্ঠ রুগী হিসাবে ঘুরাফেরা করতে দেখেছি।

ইবনে মাজাহ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির আশায় মুসলমানদের সম্পদ আটকিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নিঃস্ব করে দিবেন।[২১৬]

---

২১৫. মাসিক মাহমূদ: পৃ.২০, জুন, ২০০১।

২১৬. ইবনে মাজাহ: খ.১, পৃ. ৩৭২।

www.pathagar.com

মানুষের তিন বন্ধু

ইলম তথা জ্ঞান, সম্পদ ও সম্মান মানুষের এই তিন বন্ধু ছিল। একদা তাদের বিদায়ের মুহূর্ত আসল। ইলম বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে বলল, আমাকে পাঠশালায় তালাশ করো। সম্পদ বলল, আমাকে উচ্চ বিত্তদের এবং শাসক শ্রেণীর বালাখানায় তালাশ করো। সম্মান নিরব ছিল। ইলম ও সম্পদ তার নিরবতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে একটি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে বলল, যদি আমি কারোর থেকে বিচ্ছিন্ন হই, তাহলে আর তার সাথে সাক্ষাত করি না।

দাঈর গুণাবলী ১০টি

১. فلذالك فادع সুতরাং আপনি ডাকতে থাকুন।

২. واستقم كما أمرت যেভাবে আপনাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেভাবে অবিচল থাকুন।

৩. ولا تتبع أهوائهم আপনি তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।

৪. قل أمنت بما أنزل الله من الكتاب আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ তাআলা যতগুলো কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার উপর ঈমান রাখি।

৫. أمرت لأعدل بينكم এবং আমাকে তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৬. الله ربنا وربكم আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের রব।

৭. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم আমাদের আমল আমাদের জন্য, তোমাদের আমল তোমাদের জন্য।

৮. لا حجة بيننا وبينكم তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন বিতর্ক নাই।

৯. الله يجمع بيننا আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন।

১০. وإليه المصير এবং এর মধ্যে কোন সন্দেহ নাই যে, তার কাছেই ফিরতে হবে।

www.pathagar.com

হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, এ আয়াতটি দশটি বাক্যকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। আর প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ কিছু বিধান অন্তর্ভূক্ত আছে। ফলে প্রতিটি বাক্যে বিধানের একেকটি অনুচ্ছেদ আছে। এর একমাত্র উদাহরণ কুরআন মাজীদে আয়াতুল কুরসী ছাড়া আর নাই। কারণ আয়াতুল কুরসীতেও দশটি বিধানের দশটি অনুচ্ছেদ আছে।[২১৭]

তওবার বাস্তবতা

তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরয়ী পরিভাষায় গুনাহ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। এ তওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত।

১. যে গুনাহে লিপ্ত আছে, তা সাথে সাথে বর্জন করবে।

২. অতীতে যা হয়েছে, তার ব্যাপারে লজ্জিত হবে।

৩. আগামীতে তা না করার দৃঢ় সংকল্প করবে।

শরয়ী কোন বিধান নষ্ট করলে তার তওবা উক্ত বিধান আদায় বা কাজ সকরার মাধ্যমে সম্ভব। আর যদি তা বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে অতিরিক্ত আরও একটি শর্ত কার্য্যকর হবে, তা হল বান্দার হক পৌছানো বা তার থেকে ক্ষমা চাওয়া। আর যদি ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে তার উত্তরাধিকারদেরকে পৌছাবে। আর তারাও না থাকলে, উক্ত হক রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দিবে। যদি রাষ্ট্রে এভাবে সম্পদ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা বা বন্টনের সুষ্ঠু নিয়ম না থাকে, তাহলে সদকাহ করে দিবে। আর যদি অর্থ বহির্ভূত হক থাকে, যেমনঃ কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেওয়া, গালি-গালাজ করা বা তার গীবত করা, তাহলে যেভাবে সম্ভব তার মনকে তুষ্ট করে তার কাছে ক্ষমা চাইবে।[২১৮]

সবকিছু নিয়তের উপর

শেখ সা'দী (রহ.) বলেন, এক বাদশাহ ও একজন দরবেশের ইন্তেকাল হলে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, বাদশাহ জান্নাতে আর দরবেশ জাহান্নামে বিচরণ করছে। কোন বুযুর্গের নিকট ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

---

২১৭. মাআরেফুল কুরআনঃ খ.৭, পৃ. ৬৮০।

২১৮. মাআরেফুল কুরআনঃ খ.৮, পৃ. ৬৯৫।

www.pathagar.com

বাদশাহ সিংহাসনে থাকলেও এই দরবেশী সে কামনা করত, আর ঈর্ষান্বিত হত। অন্য দিকে দরবেশ দরিদ্র ও রিক্ত হস্ত হওয়া সত্ত্বেও বাদশাহকে দেখে ঈর্ষান্বিত হত।

অনুরূপভাবে কেউ মসজিদ থেকে যদি এ কথা মনে মনে জপতে থাকে যে, তাড়াতাড়ি নামায শেষ হলে আমি আমার কাজে যাব। তাহলে সে যেন মসজিদ থেকে বাহির হয়েই গেল। অনুরূপভাবে কেউ বাজারে, কিন্তু সর্বদা তার খেয়াল কখন নামায শুরু হয়, তাহলে সে নামাযের মধ্যেই আছে। একেই انتظار الصلوة بعد الصلوة বলা হয়। খানকায় বসে থাকার নাম যুহদ নয়। আমরা কোথায় যে আছি, সবই কেয়ামতের দিন পরিস্কার হয়ে যাবে। فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون, যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে জান্নাতী আর যার বদীর পাল্লা ভারী হবে, সে জাহান্নামী।[২১৯]

টিভির সাথে কবরে যাওয়ার এক ভীতিকর কাহিনী

টিভি দেখার ঘটনা যখন থেকে ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছে, তখন কবরে আযাব হওয়ারও বিভিন্ন ঘটনা সামনে প্রকাশ পাচ্ছে। এ কারণে ইহা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। এ কারণে আল্লাহ তাআলা শিক্ষার জন্য এ ঘটনাগুলো প্রকাশ করেন। এ জন্যই টিভির ধ্বংসাত্মক পরিণতি নামক একটি পুস্তিকা (টিভি কি তাবাহকারীয়াঁ) প্রকাশ পেয়েছে। যার মধ্যে এক নারীর একটি বিভৎস চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। মাসটি ছিল রমযান। এক মা ও তার কন্যা বাড়িতে থাকত। মা তার কন্যাকে বলছে, বাড়িতে আজ মেহমান আসবে, তাই ইফতারী তৈরী করতে হবে। আস তুমি আমার সহযোগীতা কর।

কন্যা পরিস্কার ভাষায় জবাব দিল, এখন টেলিভিশনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান শুরু হবে। তাই এখন আসতে পারছি না। এটা শেষ হলে আসব। সময় কম থাকায় মা তার কন্যাকে বলল, ওসব এখন ছাড়, আগে কাজ কর। কিন্তু কন্যা মায়ের কথা শুনেও না শুনার ভান করল। এ অনুষ্ঠান দেখার জন্য

---

২১৯. হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব মুজাদ্দেদী, সুহবতে বা আহলে দিল থেকে সংগৃহিত। তা'মীরে হায়াত: পৃ. ২১, ১০ ডিশেম্বর: ২০০১।

www.pathagar.com

মেয়েটি টিভি নিয়ে এবার উপর তলায় চলে গেল। ভাবতে লাগল যে, যদি নিচে থাকি, তাহলে মা বার বার ডাকবে, আর দেখতে নিষেধ করবে। তাই সে উপরের তলার এক বদ্ধ রুমে গিয়ে ছিটকিনি লাগিয়ে অনুষ্ঠান দেখা শুরু করল। এ দিকে মা নিচ থেকে ডাকতে ছিল; কিন্তু সে কোন পরওয়া করল না। ইতিমধ্যে মায়ের জন্য যতদূর ইফতারী তৈরী করা সম্ভব তা সে করে নেওয়ার পর মেহমান চলে আসল। মেহমান ইফতারী করতে বসলে মা এবার ইফতারীতে শরীক হওয়ার জন্য মেয়েকে ডাকল। কিন্তু মেয়েটি তাতেও কোন জবাব দিল না। কিন্তু তাতে মায়ের সন্দেহ জাগল। মা এবার উপরে গিয়ে দরজার কড়া নাড়াল। কিন্তু ভিতর থেকে কোন জবাব এল না। মা এবার তার পিতা ও ভাইদেরকে উপরে ডাকল। তারাও আওয়ায করলে কোন জবাব না আসায় দরজা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিল। দরজা ভেঙ্গে ভিতরে গিয়ে দেখে টিভির সামনে মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে। এবার লাশ উঠানোর চেষ্টা করা হল, কিন্তু লাশ উঠল না। মনে হল, কয়েক টন ভারী হয়ে পড়ে আছে।

সকলের মনে একই প্রশ্ন লাশ উঠছে না কেন। এই মধ্যে এক ব্যক্তি যেই টিভি উঠাল, দেখে যে লাশ উঠে গেল। এভাবে টিভি উঠালে লাশ হালকা হয়ে যায়। আর টিভি রেখে দিলে লাশ ভারী হয়ে যায়। এ ভাবেই টিভির সাথে সাথে এনেই তাকে গোসল দেওয়া হল এবং দাফন করা হল। এভাবে তাকে যখন জানাযার খাটিয়ায় রাখা হল, তখন মনে হল খাটিয়ার উপর কোন পাহাড় রাখা হয়েছে। যখনই টিভি রাখা হয়, তখনই তা হালকা হয়ে যায়। পরিবারের সকলেই তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। তারপর এভাবেই টিভির সাথে ঘর থেকে বাহির করা হল, এবং জানাযা পড়ে কবরস্থানে আনা হল। আগে টিভি পরে জানাযা এ ভাবেই তাকে বাসা থেকে কবরস্থান পর্যন্ত এনে দাফন করা হলে লোকজন বলল, চলো টিভি ফিরিয়ে নিয়ে যাই। টিভিটি যখন তারা কবরস্থান থেকে সরাল সাথে সাথে লাশ কবর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কত বড় বিভিষিকাময় দৃশ্য। হে বিজ্ঞজনেরা! এটা থেকে শিক্ষা অর্জন কর। লোকজন তাড়াতাড়ি টিভিকে আবার পূর্বের জায়গায় রেখে দিল। এবং লাশ কবরে রেখে কবর বন্ধ করে দিল। দ্বিতীয় আরেকবার টিভি সরালে লাশ আবার উঠে এসেছিল। তাই মানুষ এ সকল দৃশ্য দেখে সিদ্ধান্ত দিল যে, সে তো টিভির সাথেই কবরে যাবে, এ ছাড়া তার আর কোন পথ নাই।

www.pathagar.com

সেই সিদ্ধান্ত মুতাবিক সর্বশেষে তাকে দাফন করা হল এবং টিভিকে তার মাথার কাছে রেখে দেওয়া হল। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)

এবং একটু ভাবুন! এ মেয়েটির হাশর কি ভাবে হবে? কী পরিণতিই বা তার হবে। শিক্ষার্জনের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন। এখনও যদি আমরা সংশোধন না হই, তাহলে তা আমাদেরই ব্যর্থতা।[২২০]

মানুষের অন্তর চার প্রকার হয়

মুসনাদে আহমদে রাসূলে কারমি (সা.) বলেন, মানুষের অন্তর চার প্রকার হয়।

১. স্বচ্ছ অন্তর, যা প্রজ্জলিত বাতির জ্বলতে থাকে।

২. ঐ অন্তর যা পর্দাবৃত হয়।

৩. ঐ অন্তর যা সম্পূর্ণ বক্র হয়।

৪. ঐ অন্তর যার (সরলতা ও বক্রতা দ্বারা) মিশ্রিত হয়।

প্রথম অন্তরটি হল, মু'মিনের, যা জ্যোতির্ময় হয়। দ্বিতীয় অন্তরটি কাফেরের, যা পর্দা দিয়ে ঢাকা। তৃতীয়টি মুনাফিকের অন্তর, যে জানে আর অস্বীকার করে। চতুর্থটি ঐ মুনাফিকের, ঈমান ও নেফাক উভয়ের মিলন স্থল।

ঈমানের উদাহরণ ঐ সবজি বাগানের ন্যায়, যা পাক ও স্বচ্ছ পানি দ্বারা জন্মে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর নেফাকের উদাহরণ ঐ মরুভূমির ন্যায়, যা পূঁজ ও রক্ত দ্বারা ভর্তি। ফলে এ দূর্গন্ধযুক্ত মরুভুমিতে যে ভাল বস্তুই পড়ুক না কোন, এ পূঁজ ও দূর্গন্ধের কাছে তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। আর পূঁজ তার উপর প্রাধান্য লাভ করে। এ হাদীসের সূত্র অত্যন্ত মযবূত।[২২১]

অহংকারের আলামত ২টি

হাদীস শরীফে আছে, অহংকারের আলামত ২টি।

(১) সত্যকে অস্বীকার করা। (২) মানুষকে হেয় মনে করা।[২২২]

---

২২০. তা'মীরে হায়াত: ১০, ডিশেম্বর: ২০০১)

২২১. তাফসীরে কাসীর: খ. ১, পৃ. ৮৯।

২২২. মুসলিম শরীফ: মিশকাত: ৪৩৩।

www.pathagar.com

প্রত্যেক কাজে ভারসাম্যতা চাই

এক রাতে নবী কারীম (সা.) হযরত আবূ বকরের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখেন তিনি নিচু স্বরে নামাযে ক্বিরাত পড়ছেন। তারপর হযরত উমর (রা.) কে দেখেন তিনি উচ্চ স্বরে ক্বিরাত পড়ছেন।

সকালে রাসূল (সা.) হযরত আবূ বকরকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি যে সত্ত্বার সাথে কথা বলছিলাম, সে আমার কথা শুনতেছিল। হযরত উমর (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমার উদ্দেশ্য ঘুমন্তদেরকে জাগানো আর শয়তানকে তাড়ান। নবী কারীম (সা.) হযরত আবূ বকর (রা.) কে বললেন, তোমার আওয়াযকে একটু উঁচু কর, আর উমর (রা.) কে বললেন, তোমার আওয়াযকে একটু নিচু কর।[২২৩]

সবচেয়ে ঈর্ষনীয় বান্দা

হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার সাথী ও সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে ঈর্ষান্বিত মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে পার্থিব উপায়-উপকরণের প্রশ্নে জীর্ণ-শীর্ণ, তবে নামাযের পরিমাণ তার অনেক বেশী। রবের ইবাদত সে ইহসানের (إحسان) সাথে করে। আর আল্লাহর আনুগত্যই তার শিআর তথা প্রতীক। আর এসবই সে গোপনে, চক্ষুর অন্তরালে করে। সে নিজেকে গোপন করতে চায়। মানবাঙ্গুলের লক্ষ্যে সে পরিণত হয়নি। তার রুটি ও প্রয়োজনাতিরিক্ত নাই। এবং তা নিয়েই সে সন্তুষ্ট। তারপর রাসূল (সা.) হতবাক লোকের ন্যায় হাতে চুটকী বাজিয়ে বললেন, তার মৃত্যু তাড়াতাড়ি হল। তার উপর ক্রন্দনকারীর সংখ্যাও সীমিত, পরিত্যাক্ত। সম্পদও তার কম।[২২৪]

ফায়দাঃ রাসূল (সা.) এর কথার উদ্দেশ্য হল, আমার দোস্ত ও আল্লাহর বান্দাদের রং-রূপ যদিও ভিন্ন ভিন্ন হবে। তার মধ্যে সবচেয়ে ঈর্ষার পাত্র ঐ ব্যক্তি যার পার্থিব সামান ও সম্পদ একেবারেই হালকা হবে। কিন্তু নামায ও ইবাদতের ময়দানে তার সামান অনেক ভারী।

---

২২৩. ইবনে কাসীরঃ সূরা বনী ইসরাঈলঃ ১১০, তাফসীরে মসজিদে নববীঃ ৭৯৮।

২২৪. মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

www.pathagar.com

এ দিকে সে এতই প্রচার বিমূখ যে, কেউ আসতে যেতে তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারাও করে না। এ দিকে প্রয়োজনের বেশী তার নিকট রুযী নাই। অথচ সে তাতে অস্থির হয় না। যখন মৃত্যু আসে, তখন অতি সংক্ষিপ্তাকারে আসে, তার বিদায়ের অর্থ তার সব কিছুরই বিদায়। কারণ তার পিছনে সম্পদের ঢের, প্রাচুয্য, প্রাসাদ আর বা-বাগিচার বন্টনের লড়াই, না তার জন্য বিলাপকারী এর কোন কিছুই থাকবে না। নিঃসন্দেহে সে ঈর্ষনীয় সাথী। সে আল্লাহর ঈর্ষার পাত্র। আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহর এমন বান্দাদের থেকে আজকের দুনিয়া খালী নয়।[২২৫]

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের আশ্চর্যজনক ঘটনা

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) লেখেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলাম ও নবুওয়াত প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে ব্যবসার জন্য সিরিয়ায় গমন করেন। সিরিয়ার নিকটে পথে একটি স্বপ্ন দেখেন, বুহাইরা নামক এক পাদ্রীর নিকট ব্যাখ্যা চাইতে তিনি বলেন, আপনার জাতির মধ্যে এক নবীর আবির্ভাব ঘটবে। আপনি তার জীবদ্দশায় তার সহযোগী হবেন। আর তার মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। এভাবেই তিনি তার এ স্বপ্নকে গোপন করেন। এক সময় রাসুর (সা.) নবী হিসাবে আবির্ভূত হলেন। নবুওয়াতের এ'লান শুনে হযরত আবূ বকর (রা.) হাযির হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার দাবীর দলীল কি? তখন রাসূল (সা.) বলেন, দলীল ঐ স্বপ্ন, যা তুমি সিরিয়ার পথে দেখেছিলে। হযরত আবূ বকর (রা.) খুশীতে কোলাকুলি করলেন। এবং হুযূরের কপালে চুমা দিলেন।[২২৬]

পরিবার-পরিজনের সুস্থতার জন্য এক পরীক্ষিত আমল

এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মনে নিজ জান, সন্তানাদি, সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কে ক্ষতির আশংকা অনুভব হয়। নবী কারীম (সা.) বললেন, সকাল-সন্ধ্যা এ দুআ পড়তে থাক:

بسم الله علي ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي.

---

২২৫. মাআরেফুল কুরআন: খ.২, পৃ.৮৮।

২২৬. খাসায়েসে কুবরা: খ.১, পৃ. ২৯, কাশফুলে মা'রেফাত: ৯৭, হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব।

www.pathagar.com

কিছু দিন পর উক্ত সাহাবী (রা.) আসলে রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কী অবস্থা? তিনি জবাব দিলেন, ঐ সত্ত্বার কসম, যিনি আপনাকে হক (দ্বীন) দিয়ে প্রেরণ করেছেন এখন আমার সকল ভয় দূর হয়ে গেছে।[২২৭]

দুনিয়া অন্বেষণকারীর গুনাহ থেকে বাঁচা সম্ভব নয়

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) একদা বলেন, এমনটা হওয়া সম্ভব কি? কেউ পানির উপর চলবে, তার পা ভিজবে না? জবাবে বলা হল, হযরত এটা তো হওয়া সম্ভব নয়। এভাবেই দুনিয়াদার গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না।[২২৮]

ফায়দা: দুনিয়াদার বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, দুনিয়াকেই লক্ষ্য বানিয়ে চলে। সে কিভাবে গুনাহ থেকে বাঁচবে। হ্যাঁ, যার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত আর দুনিয়ার কাজ-কর্মকেও সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের জন্য করে, তাহলে সে দুনিয়াদার নয়। দুনিয়ার মধ্যে বাহ্যিকভাবে ডুবে থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে।[২২৯]

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে দুনিয়া থেকে বাঁচায়

হযরত কাতাদা বিন নু'মান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে মুহাব্বত করতে থাকেন, তখন তাকে দুনিয়া থেকে এমন ভাবে দূরে রাখেন, যেমন তোমাদের মধ্যে কেউ (মৃগী) রুগীকে পানি থেকে দূরে রাখ এই মনে করে যে, পানি তার জন্য ক্ষতিকারক।[২৩০]

ফায়দা: দুনিয়া মূলতঃ তাই, যা আল্লাহ তাআলা থেকে উদাসিন করে দেয়। এবং যাতে লিপ্ত হলে আখেরাতের রাস্তা সংকুচিত হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে মুহাব্বত করেন এবং বিভিন্ন পুরুস্কার দ্বারা

---

২২৭. কানযুল উম্মাল; খ.২, পৃ. ৬৩৬, কাশফুলে মা'রেফাত: পৃ. ৭৫।
২২৮. শুআবুল ঈমান: বায়হাকী।
২২৯. মারেফুল হাদীস: খ.২, পৃ.৭০।
২৩০. তিরমিযী, মুসানাদে আহমদ।

www.pathagar.com

পুরুস্কৃত করতে চান, তাকে এ মূল্যহীন মৃত দুনিয়া থেকে সেভাবে রক্ষা করেন, যেভাবে আমরা কোন রুগীর জন্য পানি ক্ষতিকারক জেনে তাকে পানি থেকে হেফাযত করি।[২৩১]

স্বচ্ছন্দ প্রত্যাশী স্ত্রীকে হযরত আবূ দ্দারদা (রা.)-এর জবাব

হযরত আবূ দ্দারদা (রা.) এর স্ত্রী উম্মুদ দ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবূ দ্দারদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি অমুক-অমুকের মত সম্পদ ও ক্ষমতার জন্য চেষ্টা কেন কর না? জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের সামনে একটি বড় ঘাঁটিসহ পান করতে পারবে না। এ জন্য আমার মনে হয়, সে ঘাঁটি পার হওয়ার জন্য হালকা-পাতলা থাকি। (এ কারণে পদ ও মালের জন্য চেষ্টা করি না।)[২৩২]

কোন ভাইয়ের বিপদে উল্লসিত হয়ো না

হযরত ওয়াসেলা বিন বাসকা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন যে, তুমি কোন ভাইয়ের বিপদে উল্লাস প্রকাশ করো না। যদি এমন কর, তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মুসীবতের থেকে নাজাত দিয়ে তোমাকে তাতে ফেলবে।[২৩৩]

ফায়দা: যখন দুই ব্যক্তির মাঝে মতভেদ দেখা দেয়, আর এ মতভেদ চলতে চলতে শত্রুতা আর বিদ্বেষের রূপ নেয়, তখন দেখা যায় যে, একের বিপদে অন্যে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। যাকে শামাতাত (شماتت) বলা হয়। হিংসা আর পরশ্রীকাতরতার মত এ বদ অভ্যাসও আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে। এ কারণে এর শাস্তি কখনও আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। এই ভাবে যে, বিপদগ্রসস্থকে মুক্তি দিয়ে উল্লসিত ব্যক্তির উপর সে বিপদ চাপিয়ে দেন।[২৩৪]

---

২৩১. মাআরেফুল হাদীস: খ.২, পৃ. ৭০।

২৩২. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, মাআরেফুল হাদীস: খ.২, পৃ. ৮৯।

২৩৩. জামে' তিরমিযী।

২৩৪. মাআরেফুল হাদীস: খ.২, পৃ. ২২০।

www.pathagar.com

রিয়াকারী ব্যক্তির জন্য অপদস্থতার শাস্তি

হযরত জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি সুনাম বা প্রসিদ্ধির জন্য কোন কাজ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপক প্রসিদ্ধি দিবেন। আর যে ব্যক্তি দেখানোর জন্য কোন কাজ করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা ব্যাপকভাবে দেখাবেন।[২৩৫]

ফায়দা: উদ্দেশ্য হল পরিচিতি অর্জন এবং মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করলে, তার একটি শাস্তি হল, সে কাজকে অর্থাৎ তার নেফাকীকে খুব প্রচার-প্রসার করা হবে। এবং সবার সামনে প্রকাশ করা হবে যে, এ দূর্ভাগা এ কাজ আল্লাহর জন্য করত না। বরং নাম-কাম এবং পরিচিতি অর্জনের জন্য করত।

সার কথা, জাহান্নামের শাস্তির পূর্বেই একটি শাস্তি দেওয়া হবে। আর তা হল, তার নেফাকীর পর্দা বিদীর্ণ করে অভ্যন্তরীন খারাবী দেখিয়ে দেওয়া হবে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেফাযত করুন।[২৩৬]

দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনকারীদের জন্য কঠিন সতর্কবাণী

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, শেষ যামানায় এমন কিছু ধোকাবাজ সৃষ্টি হবে, যারা দ্বীনের পর্দার অন্তরালে দুনিয়াকে শিকার করবে। তারা মানুষের সামনে নিজের বুযুর্গী ও খোদা ভীরুতা প্রকাশ করার জন্য ভেড়ার চামড়ার (জীর্ণ-শীর্ণ) পোষাক পরিধান করবে। তাদের মুখ চিনির চেয়েও বেশী মিষ্টি হবে। কিন্তু তাদের হৃদয় হিংস্র বাঘের থেকেও কঠিন হবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হল, তারা কি আমার সুযোগদানের দ্বারা ধোকায় পড়ল? না আমার প্রতি অভয় হয়ে আমার সাথে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে।

সুতরাং আমি কসম দিয়ে বলছি, আমি ঐ সকল ধোকাবাজদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিব, যা পণ্ডিত ও বিজ্ঞজনদেরকেও হতবাক করবে।[২৩৭]

---

২৩৫. বুখারী ও মুসলিম।

২৩৬. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৩৩৪।

২৩৭. জামে' তিরমিযী।

www.pathagar.com

ফায়দা: এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর প্রিয় আবেদ-যাহেদ বান্দাদের আকৃতি যে সকল রিয়াকার গ্রহণ করবে, নিজের আসল চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত নরম নরম কথা বলে সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে নিজের ভক্ত বানিয়ে তাদের দ্বারা দুনিয়া অর্জন করবে, তারা সর্ব নিকৃষ্ট রিয়াকার। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার সতর্কবাণী যে, তারা মৃত্যুর পূর্বে চরম বিশৃঙ্খলার শিকার হবে।[২৩৮]

সহজ হিসাব

হযরত আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিছু নামাযে রাসূল (সা.) কে এ দুআ করতে শুনেছিঃ

اللهم حاسبني حسابا يسيرا.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার হিসাব সহজ করে দাও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সহজ হিসাব বলতে কী বুঝায়? জবাবে রাসূল (সা.) বলেন, বান্দার আমল নামায় দৃষ্টি দেওয়া হবে আর তাকে ক্ষমা করা হবে। (অর্থাৎ কোন জিজ্ঞাসা বা জবাবদিহীতার সম্মুখিন করা হবে না) হে আয়শা! সে দিন যার আমল নামায় কোন প্রশ্ন তোলা হবে, সে-ই দূর্ভাগ্যের শিকার হবে। তার পরিণতি-ই খারাপ হবে।[২৩৯]

আল্লাহর জন্য রাতে জাগ্রত ব্যক্তিদের বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে জীবিত করার পর একটি সমান প্রশস্ত ময়দানে একত্রিত করা হবে। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষক ঘোষণা দিবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক, যারা রাতে নিজ পার্শ্বদেশকে বিছানা থেকে পৃথক রাখত, (অর্থাৎ বিছানা থেকে দূরে সরে তাহাজ্জুদ পড়ত) তারা এ আহ্বান শুনে দাঁড়িয়ে যাবে। তবে তাদের সংখ্যা

---

২৩৮. মাআরেফুল হাদীস: খ.২, পৃ. ৩৩৪।

২৩৯. আহমদ, প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ২৩০।

www.pathagar.com

বেশী হবে না। তারপর তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। তারপর সমস্ত হাশরবাসীর হিসাব নেওয়া হবে।[২৪০]

উম্মতে মুহাম্মদীর এক মোটা সংখ্যক লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে

হযরত আবূ উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, আমার রব আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, বিনা হিসাবে আর বিনা শাস্তিতে সত্তর হাজার উম্মতকে জান্নাতে পৌঁছাবেন। আর প্রতি হাজারের সাথে আরও সত্তর হাজার হবে। এবং আমার প্রতিপালকের অঞ্জলীর তিন অঞ্জলী বরাবর। আমার উম্মতের মধ্য থেকে বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ফায়দা: যখন দুই হাত ভর্তি করে কাউকে কিছু দেওয়া হয়, তখন তাকে হাসিয়াহ (حثية) বলা হয়। (বাংলাং অঞ্জলী বলা হয়।) যাকে হিন্দী বা উর্দূতে লপ ভর্তি করে দেওয়া বলে।

তাহলে হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.) এর সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে নিবেন। তার মধ্যে আবার প্রতি হাজারের সাথে সত্তর হাজারকে নিবেন। এটা ছাড়াও আল্লাহ তাআলা তার নিজ করুণায় উম্মতের এক বৃহদাংশকে বিনা হিসাব ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে নিবেন।

سبحانك وبحمدك يا أرحم الراحمين.

সতর্কবাণী: এ সকল হাদীসের প্রকৃতার্থ তখনই অনুধাবন করা যাবে, যখন এর বাস্তবার্থ আমরা স্বচক্ষে দেখব। এ দুনিয়াতে আমাদের মেধা ও জ্ঞান এতটাই সীমাবদ্ধ যে, এ সকল ঘটনাবলীর উপলব্ধিই আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। পত্রিকায় লেখা অনেক ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও দেখা ছাড়া তা সহজে বুঝতে পারি না।

---

২৪০. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান।

www.pathagar.com

(صدق وبقا عز وجل.....وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)[২৪১]

দুআর মাধ্যমে গায়বী খাযানা থেকে রুযীর ব্যবস্থা

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) এর বর্ণনা, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর যুগে এক আল্লাহর বান্দা স্ত্রী-পরিবারের নিকট এসে দেখল যে, তারা ক্ষুধার্তাবস্থায় সময় কাটাচ্ছে। একাগ্রতার সাথে দুআ ও কান্নাকাটির জন্য জঙ্গলের দিকে রওয়ানা করল। তার স্ত্রী ছিল নেক ও দ্বীনদার। সে স্বামীকে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখে আল্লাহর রহমত ও করুণার উপর ভরসা করে রুযীর জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। সে উঠে জাতার কাছে এসে তাকে প্রস্তুত করল। যাতে কোথাও থেকে যদি কোন গম বা যব আসে, তাহলে তা দ্রুত আটা বানানো যায়। তারপর সে চুলার ধারে এসে তা গরম করল। যাতে আটা হাতে আসার পর রুটি বানাতে দেরী না হয়।

এরপর সে নিজেও দুআ করা শুরু করল। এবং বরল, হে মালিক! আমাদেরকে রিযিক দাও। তারপর সে দেখল, জাতার পার্শ্বে যে জায়গা আটার জন্য প্রস্তুত করা হয়, যাকে জাতার গ্রাণ্ড বলা হয়, তা আটা দিয়ে ভরে গেছে। চুলার (তন্দুর রুটির চুলা) পার্শ্বে যতটি রুটি লাগার লেগে গিয়েছিল।

কিছু সময় পর স্বামী ফিরে এসে বলল, আমি যাওয়ার পর তুমি কিছু পেয়েছ কি? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ। আমাদের প্রতিপালক তার গায়েবী ভাণ্ডার থেকে সরাসরী আমাদেরকে কিছু দিয়েছেন। এ কথা শুনে সে হতভম্ব হয়ে জাতা উল্টিয়ে দেখার চেষ্টা করল। এরপর একদা এসব ঘটনা রাসূল (সা.) এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, জানা থাকা চাই যে, যদি সে জাতাকে এভাবে না উঠাত, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত জাতা এভাবে ঘুরত আর আটা বের হতে থাকত।[২৪২]

সম্পদের লিপ্সার ব্যাপারে হুযূর (সা.) এর নসীহত

হযরত হাকীম বিন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল (সা.) থেকে কিছু মাল চাইলাম। তিনি আমাকে তা দিয়ে দিলেন।

---

২৪১. আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত: খ.১, পৃ. ২৩৩-২৩৪)

২৪২. মুসনাদে আহমদ, প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৩১৮।

www.pathagar.com

আমি আবার চাইলে তিনি আবার দিলেন। তারপর তিনি আমাকে নসীহত করেন, হে হাকীম! এটা সম্পদ সকলে কাছে প্রীতিকর ও সুস্বাদু বস্তু। ফলে যে ব্যক্তি তাকে লোভ-লালসা ছাড়াই উদারতা ও বদান্যতার সাথে গ্রহণ করবে, তার মধ্যে বরকত দেওয়া হবে। আর যে লোভ-লালসার সাথে গ্রহণ করবে, তার সম্পদে কোন বরকত রাখা হবে না। আর তার অবস্থা হবে ঐ ক্ষুধার্ত গাভীর মত, যে শুধু খাইতে থাকবে, অথচ পেট ভরবে না। আর (মনে রাখবে) উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাত (গ্রহিতার হাত) থেকে উত্তম।

হাকীম ইবনে হিযাম বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কসম ঐ পবিত্র সত্ত্বার যিনি আপনাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন। আমি মৃত্যু পর্যন্ত আর কক্ষণও কারোর নিকট কিছু চাইব না।[২৪৩]

ফায়দা: বুখারী শরীফের অন্য এক জায়গায় আছে যে, হযরত হাকীম বিন হিযাম (রা.) তাঁর এ অঙ্গীকার এমনভাবে পূর্ণ করেন যে, হুযূর (সা.) এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর ও উমর (রা.) এর শাসনামলে সকলের বেতন-ভাতা দেওয়ার সময় হযরত হাকীম (রা.) কেও ডেকে তার অংশ নেওয়ার কথা বলা হলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

ফতহুল বারীতে হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) মুসনাদে ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেন, আবূ বকর ও উমর (রা.) এর শাসনামলের পরও তিনি হযরত মুআবিয়া (রা.) এর যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। অবশেষে চুয়ান্ন হিজরীতে একশত বিশ (১২০) বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। কিন্তু লম্বা সময়ও তিনি কারো কাছ থেকে কোন বেতন-ভাতা গ্রহণ করেননি।[২৪৪]

যে কারোর সামনে নিজ মুসীবতের কথা প্রকাশ না করে, তার জন্য ক্ষমার ওয়াদা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন জ্ঞানী বা মালী মুসীবতের শিকার হয়, আর

---

২৪৩. বুখারী ও মুসলিম।

২৪৪. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ২৯৬।

www.pathagar.com

কাউকেও তা না বলে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করার দায়িত্ব নিবেন।[২৪৫]

ফায়েদা: ধৈর্যের অনেক স্তর আছে, তন্মধ্যে একটি হল, দুঃখ-দূর্দশার কথা কাউকে না বলা।

আর এমন ধৈর্য ধারণকারীদের জন্য পূর্ণ ক্ষমার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করার দায়ীত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এসকল ওয়াদার উপর একীন করা ও তার থেকে উপকৃত হওয়ার তৌফীক দান করুন।[২৪৬]

রাসূল (সা.) এর নিজ কন্যাকে ধৈর্য ধারণের শিক্ষা

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) এর কন্যা হযরত যয়নব (রা.) রাসূল (সা.) কে বলে পাঠালেন যে, তার সন্তানের শেষ সময় চলছে। তাই রাসূল (সা.) যেন একটু দেখে যান। জবাবে রাসূল (সা.) সালাম দিয়ে এ সংবাদ পাঠালেন যে, আল্লাহ তাআলা কারোর থেকে কিছু নিয়ে নিলে তা নিজের মালই নিলেন, আর কাউকে কিছু দিলে তা নিজের মালই দিলেন।

মোটকথা, প্রত্যেক বস্তু সর্বদা-ই আল্লাহ তাআলার হয়ে থাকে। কাউকে কিছু দিলে নিজের থেকে দেন, কারোর থেকে কিছু নিলে নিজেরটাই নেন। আর প্রত্যেক বস্তুর জন্য তার নির্দ্ধারিত একটি সময় আছে। তার সে সময় আসলে দুনিয়া থেকে তা উঠিয়ে নেওয়া হয়। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর, আর আল্লাহ তাআলা থেকে তার প্রতিদান কামনা কর। হযরত যয়নব (রা.) কসম দিয়ে আবার আগমনের আবেদন জানালেন। তখন রাসূল (সা.) গমন করলেন।

রাসূল (সা.) এর সাথে তখন সা'দ বিন উবাদাহ, মুয়ায বিন জাবাল, উবাই বিন কা'বা, যায়েদ বিন সাবিতসহ আরও কিছু লোক সাথে ছিলেন।

---

২৪৫. মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী।

২৪৬. প্রাগুক্ত: খ. ২,পৃ.৩০২।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) সেখানে পৌঁছলে হযরত যয়নব তার বাচ্চাকে রাসূল (সা.) এর কোলে দিলেন। যখন বাচ্চার শেষ নিঃশাস যাচ্ছিলম বাচ্চার এ দৃশ্য দেখে রাসূল (সা.) এর চোখে পানি এসে গেল। এ দৃশ্য দেখে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) বললেন, এমন হচ্ছে কেন?

রাসূল (সা.) বললেন, এটা রহমত তথা দয়ার প্রতিক্রিয়া, যা আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের অন্তরে দান করেন। আর আল্লাহর দয়া ঐ বান্দার উপর হয়, যার দিলে দয়ার জোশ আছে। (আর যার অন্তর দয়ার গুণ থেকে মুক্ত সে আল্লাহর রহমতেরও যোগ্য নয়।)[২৪৭]

ফায়দা: হাদীসের শেষাংশ দ্বারা বুঝা গেল, কোন দুঃখ বা কষ্টের কারণে চোখ দিয়ে পানি বের হওয়া ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সবরের চাহিদা শুধু এতটুকু যে, বান্দা মুসীবত ও দুঃখ-দূর্দশাকে আল্লাহর ইচ্ছা মনে করে আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে। আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাম হবে না। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবে না। এবং তার নির্দ্ধারিত সীমা পার করবে না।

কিন্তু অন্তর এগুলো দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া, চোখ দ্বারা অশ্রু প্রবাহিত হওয়া, অন্তর বিগলিত হওয়া এই দয়াদ্র চেতনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, যা আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের অন্তরে গোপন রেখেছেন। আরু এগুলো আল্লাহর তাআলার বিশেষ নিআমত। আর যে হৃদয় এ দয়াদ্র চেতনা থেকে বঞ্চিত, সে আল্লাহর করুণার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত।

হযরত সা'দ বিন উবাদাহ (রা.) অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখে হতবাক হয়ে এ জন্য প্রশ্ন করল যে, তত সময় পর্যন্ত তার জানা ছিল না যে, অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ধৈর্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।[২৪৮]

আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা বিলাসী জীবন অতিবাহিত করে না

হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল (সা.) যখন আমাকে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন, তখন নসীহত করেছিলেন,

---

২৪৭. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

২৪৮. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৩০২।

www.pathagar.com

মুআয! আরাম প্রিয়তা এবং বিলাসী জীবনকে বর্জন করবে। আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দারা বিলাসী ও আরাম প্রিয় হয় না।[২৪৯]

ফায়দা : দুনিয়ার আরাম ও স্বাচ্ছন্দের জীবন যদিও হারাম ও নাজায়িয নয়; কিন্তু আল্লাহর বিশেষ বান্দারা দুনিয়ার নেয়ামতকে বর্জন করে চলে।

اَللّٰهم لا عيش إلا عيش الأخرة.

হে আল্লাহ! আখেরাতের আরাম ছাড়া আর কোন আরামই নাই।[২৫০]

চাকর ও ভৃত্যের অন্যায় ক্ষমা কর, যদিও সে একদিনে সত্তরবার অপরাধ করে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এর বর্ণনা। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসুল (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার গোলামের অপরাধ কত বার ক্ষমা করব? হুযূর (সা.) তার কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ রইলেন। লোকটি আবার বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার গোলামকে কত বার ক্ষমা করব? রাসূল (সা.) জবাবে বললেন, দৈনিত সত্তর বার।[২৫১]

ফায়দা: প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ছিল হযরত! যদি আমর গোলাম বা চাকর বার বার অন্যায় করে, তাহলে আমি কত সময় বা কত বার মাফ করতে থাকব? এবং কত বার ক্ষমা করার পর তাকে শাস্তি দিব? রাসূল (সা.) বললেন, যদি ধরে নেওয়া হয় যে, দৈনিক সত্তর বার অন্যায় করে, তা-ও ক্ষমা করে দিবে।

রাসূল (সা.) এর উদ্দেশ্য হল, অন্যায় এর ক্ষমা এমন কোন বস্তু নয় যে, তার সীমা নির্দ্ধারণ করতে হবে। বরং দয়া ও করুণার দিকে তাকালে যদি সত্তর বারও অন্যায় করে, তবুও তাকে ক্ষমা করা উচিত।

---

২৪৯. মুসনাদে আহমদ।
২৫০. প্রাগুক্ত: খ.২,পৃ. ৯৭।
২৫১. তিরমিযী।

www.pathagar.com

ফায়দা: বার বার বলা হয়েছে যে, সত্তর সংখ্যাটি কোন সীমা বুঝাবার জন্য নয়; বরং আধিক্যতা বুঝাবার জন্য। এ হাদীসের বিষয়টি আরও পরিস্কার।[২৫২]

অন্তরের কাঠিন্যতা দূরের চিকিৎসা

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকট নিজ অন্তরের কাঠিন্যতার সম্পর্কে অভিযোগ করল। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, এতীমের মাথায় হাত বুলাও, মিসকীনকে খানা খাওয়াও।[২৫৩]

ফায়দা: অন্তরের কাঠিন্যতা ও সংকীর্ণতা একটি আত্মিক ব্যাধি। এবং মানুষের দূর্ভাগ্যের আলামত। প্রশ্নকারী রাসূল (সা.) কে নিজ ব্যাধির কথা জানিয়ে ব্যবস্থা পত্র জানতে চাইলেন। রাসূল (সা.) তাকে দুইটি কথা শিক্ষা দিলেন। প্রথমত: এতীমের মাথায় করুণার হাত ফিরানো। দ্বিতীয়ত: ফকীর-মিসকীনকে খানা খাওয়ানো।

রাসূল (সা.) এর ব্যবস্থাপত্র মনোবিজ্ঞানের একটি সূত্রকে সামনে রেখে দেওয়া হয়েছে; বরং ইহা দ্বারা মনোবিজ্ঞানের ঐ সূত্রটির সমর্থন ও যথাযথ প্রমাণিত হয়। সূত্রটি হল, কোন ব্যক্তির অন্তরে যদি কোন গুণের শুণ্যতা অনুভব করে অথচ সে তা আনতে চায়, তাহলে সে তার মধ্যে ঐ গুণের আবশ্যকীয় বিষয় আনার চেষ্টা করবে, তাহলে আল্লাহ চাহেতো সেই গুণও এসে পড়বে।

অন্তরে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বত সৃষ্টির জন্য হযরত সুফিয়ায়ে কিরাম বেশী বেশী যিকিরের কথা বলেন, তার ভিত্তিও এ সূত্রের উপর।

সারকথা হল, মিসকীনকে খানা খাওয়ানো ও এতীমের মাথায় হাত বুলানো দয়াদ্র চেতনার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং কারোর অন্তর যদি এ চেতনা

---

২৫২. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ১৮৬।

২৫৩. মুসনাদে আহমদ।

www.pathagar.com

থেকে মুক্ত থাকে, আর সে লৌকিকতার জন্য হলেও এ কাজ করে, তাহলে তার হৃদয়ে রুষ্টতা ও রূঢ়তা দূর হয়ে নম্রতা ও দয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে।[২৫৪]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর মর্যাদা

সহীহ বুখারীতে একটি আয়াতের অধীনে হযরত আবূ দ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আবূ বকর ও উমর (রা.) এর কাছে কোন বিষয় নিয়ে মতভেদ হলে হযরত উমর (রা.) নারায হয়ে চলে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর মন তুষ্ট করার জন্য তাঁর নিকট গেলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) তাতে তুষ্ট হলেন না। বরং নিজ ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাধ্য হয়ে হযরত আবূ বকর (রা.) ফিরে হুযূর (সা.) এর খিদমতে হাযির হলেন। এ দিকে কিছু সময় পর হযরত উমর (রা.) নিজ কর্মের উপর লজ্জিত হয়ে রাসূল (সা.) এর খিদমতে হাযির হলেন। এবং নিজের ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন।

হযরত আবূ দ্দারদা (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এতে রাসূল (সা.) অসন্তুষ্ট হলেন। হযরত আবূ বকর (রা.) যখন দেখলেন যে, হযরত উমরের উপর হুযূরের বকুনি চলছে, তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অন্যায় আমারা ছিল। রাসূলে কারীম (সা.) বলেন, উমর! তোমার জন্য কি এতটুকুও সম্ভব ছিল না যে, আমার এক সাহাবীকে কষ্ট থেকে রক্ষা দিবে। তোমার কি জানা নাই যে, যখন আমি আল্লাহর আদেশ পেয়ে এ ঘোষণা দিয়েছি যে,

يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.

অর্থঃ "হে মানুষ সকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে এসেছি।" তোমরা সকলেই আমাকে মিথ্যুক বলেছিলে, কেবল আবূ বকরই আমাকে সত্যায়ন করেছিল।[২৫৫]

মুস্তফা (সা.) এর মর্যাদা

হযরত আলী মুরতাজা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) এর উপর একজন ইহুদীর কিছু ঋণ ছিল। সে এসে তার পাওনা চাইল। রাসূল (সা.)

---

২৫৪. প্রাগুক্তঃ খ.২, পৃ. ১৯৭।

২৫৫. কাসাসু মাআরেফুল কুরআনঃ সংগৃহিত, তা'মীরে হায়াতঃ ১০ অক্টোবর, ২০০১।

www.pathagar.com

বললেন, এ সময়ে আমার কাছে কিছুই নাই। কিছু সময় দাও। ইহুদী খুব কঠিন ভাষায় দাবী করল। এবং আমার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আপনাকে ছাড়ছি না।

রাসূল (সা.) বললেন, তোমার ইচ্ছা; না ছাড়লে তোমার এখানে বসে থাকব। ফলে রাসূল (সা.) সেখানেই বসে পড়লেন। যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং পরের দিন ফজরের নামাযা সেখানেই আদায় করেন। এসব ঘটনা দেখে সাহাবায়ে কিরাম ক্রোধান্বিত হলেন। এবং ইহুদীকে ভয় দেখিয়ে রাসূল (সা.) কে ছাড়িয়ে আনতে চাচ্ছিরেন। রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কিরামকে শাঁসালেন এবং বললেন, কী করছ? সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে সহ্য করা সম্ভব যে, একজন ইহুদী আপনাকে বন্দী করে রাখবে? রাসূল (সা.) বললেন, আমাকে আমার প্রভু কোন চুক্তিবদ্ধ সংখ্যালঘুর উপর যুলুম করতে নিষেধ করেছেন। ইহুদী এ সবই দেখছিল। সকালে উঠে সে বললো, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ইসলাম গ্রহণ করেই সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার সকল সম্পদের অর্ধাংশ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলাম।

এবং আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমি এ যাবতকাল যা কিছু করেছি, তা কেবল তাওরাতের নিম্নোক্ত কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্যঃ

"মুহাম্মদ আব্দুল্লাহর পুত্র। মক্কায় তার জন্ম হবে। মদীনার দিকে সে হিজরত করবে। শাম তার দেশ হবে। না সে রুষ্ট মেজাযের অধিকারী হবে, না তার কথা রুক্ষ হবে। না সে বাজারে হৈ চৈ করবে। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে সে অনেক দূরে থাকবে।"

আমি এ সকল গুণের সমন্বয় আপনার মধ্যে পেয়েছি। এ জন্যই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোন মা'বূদ নাই, আর আপনি আল্লাহর রাসূল। আর ইহা হল আমার অর্ধ সম্পদ, যেভাবে ইচ্ছা খরচ করুন।

www.pathagar.com

ইহুদী ছিল অনেক বড় সম্পদশালী। তার অর্ধ মালও কম নয়। এ হাদীসকে তাফসীরে মাযহারীতে, বায়হাকী দালায়েলুন নবুওয়াতের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।[২৫৬]

ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির জানাযা রাসূল (সা.) পড়তেন না

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) এমন ব্যক্তিদের জানাযা পড়তেন না, যাদের উপর অন্যদের হক আছে। এ জন্যই রাসূল (সা.) নামাযের আগে জিজ্ঞাসা করে নিতেন যে, তার উপর কারো কোন হক তো নাই? এ কারণেই একদা একজন সাহাবীর জানাযা পড়া থেকে বিরত রইলেন। যখন হযরত আবূ কাতাদা (রা.) তাঁর ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব নিলেন, তখন জানাযা পড়লেন।

হযরত আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তির জানাযা পড়ানোর জন্য তার লাশ রাসূল (সা.) এর কাছে আনা হলে, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। কারণ তার কাঁধে অন্যের হক আছে। তখন হযরত আবূ কাতাদা (রা.) বললেন, তার এ হক আদায়ের দায়িত্ব আমার উপর। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আদায় করবে তো? বললাম করব।

(বিঃদ্রঃ) যখন রাসুল (সা.) এর বিজয়াভিযানের ধারাবাহিকতা শুরু হল, তখন ঋণগ্রস্থ মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ দায়িত্ব নিজেই নিয়ে নিতেন। (আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল্লঃ খ.৩, পৃ. ১৩১, রাহমাতুল্লিল আলামীনঃ খ.১, পৃ. ২৬৬) তারপর রাসূল (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান।[২৫৭]

শরীয়ত বিরোধী মনোবাঞ্চনা পূরণ এক ধরণের মূর্তি পূজা

أرأيت من اتخذ إلهه هواه.

"হে পয়গাম্বর! আপনি ঐ লোককে কি দেখেন না যে, নিজ প্রবৃত্তিকে খোদা বানিয়েছে।"[২৫৮]

---

২৫৬. কাসাসু মাআরেফুল কুরআন সংগৃহিতঃ তা'মীরে হায়াত, ১০ অক্টোবরঃ ২০০১।
২৫৭. নাসাঈ শরীফঃ ৩১৫।
২৫৮. সূরা ফুরক্বানঃ ৪৩।

www.pathagar.com

এ আয়াতে ঐ ব্যক্তি ইসলাম ও শরীয়তের বিরুদ্ধে নিজ প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে চলছে, তার সম্পর্কে বলা হল যে, সে প্রবৃত্তিকে খোদা তথা উপাস্য বানিয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, শরীয়ত বিরোধী প্রবৃত্তির চাহিদা একটি মূর্তি যার পূজা কর হয়। তারপর দলীল হিসাবে তিনি এ আয়াত উল্লেখ করেন।[২৫৯]

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরিবারে লোকেরা সাধারণত বঞ্চিত হয়

وأنذر عشيرتك الأقربين.

"নিজের নিকটতমদেরকে খোদভীতি প্রদর্শন কর।"

ইবনে আসাকিরের মধ্যে আছে যে, একদা হযরত আবূ দ্দারদা (রা.) মসজিদে বসে ওয়ায করছিলেন। ফতওয়ার জবাব দিচ্ছিলেন। মজলিস ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। প্রত্যেকের দৃষ্টি ছিল তার চেহারার দিকে। সকলে আগ্রহভরে তাঁর কথা শুনছিলেন। কিন্তু তার সন্তান ও ঘরের লোকেরা সম্পূর্ণ উদাসিন। তার সাথে নিজ গল্প-গুজবে ব্যস্ত ছিল। জনৈক ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জবাবে বললেন, আমি রাসূল (সা.) থেকে শুনেছি যে, দুনিয়া থেকে বিরাগভাজন হন নবীগণ, আর তাদের জন্য নিজ নিজ পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে কঠিন হয়। এস সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেন: وأنذر থেকে تعلمون পর্যন্ত।[২৬০]

যাইতুন তেলের বরকত

شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ[২৬১]

---

২৫৯. কুরতুবী, মাআরেফুল কুরআন: খ.৬, পৃ. ৪৬৪।
২৬০. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৪, পৃ. ৫৫।
২৬১. সূরা নূর: ৩৫।

www.pathagar.com

এ আয়াত দ্বারা যাইতুন ও তার বৃক্ষ বরকতপূর্ণ ও উপকারী এবং ফায়দাজনক বলে মনে হয়। উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে অসংখ্য উপকারীতা রাখছেন। তাকে বাতিতে রেখে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। তার আলো অন্য তেলের আলো চেয়ে স্বচ্ছ ও পরিস্কার হয়। রুটির সাথে তরকারীর কাজেও ব্যবহার করা হয়। তার ফল ফলজ পণ্য হিসাবে খাওয়া হয়।

যাইতুনের তৈল বাহির করার জন্য কোন মেশিন বা চরকার প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই ফল থেকে বাহির হয়ে যায়। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, যাইতুনের তৈল খাও এবং শরীরে মালিশ কর। কেননা, তা বরকতপূর্ণ গাছ।[২৬২]

সূর্যের উপর লেখা আল্লাহ তাআলার ৮টি নাম

(١) الحي (٢) العالم (٣) القادر (٤) المريد (٥) السميع (٦) البصير (٧) المتكلم (٨) الباقي [২৬৩]

ইসলামী শরীয়তে কবি ও কাব্যের বিধান

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

অর্থ: "পথ ভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করে।"[২৬৪]

উপরোক্ত আয়াতের শুরু থেকে কবিতা ও কাব্য চর্চা একটি নিন্দনীয় ও আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় কাজ হিসাবে বিবেচিত মনে হয়। কিন্তু সূরার শেষে এসে কিছু অবস্থাকে এ নিন্দার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে বুঝা গেল, কাব্য চর্চার পুরাটাই নিন্দনীয় নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহর নাফরমানী, তার স্বরণের মাঝে বাধা, মিথ্যা, অন্যায়ভাবে কারোর সমালোচনা, মর্যাদাহানী করা

---

২৬২. বগভী ও তিরমিযী, হযরত উমর (রা.) থেকে মারফু' সনদে। মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন: খ.৬, পৃ. ৪২৪।

২৬৩. ইয়াওকীত ওল যাওয়াহির বাহাস: ১৬।

২৬৪. সূরা শুআরা: ২২৪।

www.pathagar.com

এবং অশ্লীলতার জন্য উৎসাহ যোগায়, তা নিন্দার যোগ্য। বা তাই অপছন্দনীয়। কিন্তু যে সমস্ত কবিতা এ সকল গুনাহ ও নোংরামী থেকে মুক্ত তাকে إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات الخ আয়াতের মাধ্যমে বাদও দেওয়া হয়েছে।

এ দিকে অনেক কবিতা এমন আছে, যা বিজ্ঞচিত কথা, নসীহতের দ্বারা পূর্ণ হওয়ার কারণে তার চর্চা আনুগত্য ও সওয়াব হিসাবে বিবেচিত হবে। যেমন: হযরত উবাই বিন কা'বের হাদীস ان من الشعر حكمة কিছু কবিতা হিকমত দ্বারা পূর্ণ হয়ে থাকে।[২৬৫]

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, হেকমত দ্বারা উদ্দেশ্য সত্য কথা, যা বাস্তব সম্মত। ইবনে বাত্তাল (রহ.) বলেন, যে কবিতার মধ্যে আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ, তার যিকির, ইসলামের প্রতি মুহাব্বত থাকবে, তা গ্রহণীয় ও প্রশংসনীয়। আর হাদীসে এমন কবিতার কথাই বলা হয়েছে। আর যে কবিতার মধ্যে মিথ্যা ও অশ্লীলতা আছে, বর্জনীয় ও নিন্দার যোগ্য। নিম্নের হাদীসগুলো দ্বারাও এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়ঃ

১. হযরত আমর বিন শরীদ নিজ পিতার থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) তার থেকে উমাইয়্যাহ বিন আবিস সলতের ১০০টি কবিতা শুনেছেন।

২. মুতারিফ বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রা.) এর সাথে কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত সফর করেছি। তিনি প্রতিটি জায়গায় আমাকে কবিতা শুনিয়েছেন।

৩. ইমাম তাবারী বড় বড় সাহাবা ও তাবেয়ী সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তারা কবিতা বলত এবং শুনত।

৪. ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, হযরত আয়শা (রা.) কবিতা পাঠ করতেন।

www.pathagar.com

৫. আবূ ইয়ালা ইবনে উমর থেকে মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কবিতা এক প্রকার কথা, যদি তার বিষয়বস্তু ভাল হয়, তাহলে কবিতা ভাল আর যদি বিষয়বস্তু খারাপ হয়, কবিতাও খারাপ।[২৬৬]

তাফসীরে কুরতুবীর মধ্যে আছে যে, মদীনা মুনাওয়ারা জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রসিদ্ধ দশ জন ফকীহ ছিলেন। যার মধ্যে উবায়দুল্লাহ বিন উৎবা বিন মাসউদ একজন প্রসিদ্ধ কথা শিল্পী কবি ছিলেন। আর কাযী যুবাইর বিন বাক্কারের কবিতা গুচ্ছের একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ছিল। তারপর কুরতুবী বলেন, আবূ আমর বলেন, বিষয়বস্তু ভাল হলে, তাকে কোন বিজ্ঞ আলিম বা পণ্ডিত খারাপ বলতে পারবে না। কেননা বড় বড় সাহাবার মধ্যে কেউ এমন নাই যে, নিজে কবিতা রচনা করেনি বা অন্যের কবিতা পাঠ করেনি।

যে সমস্ত কতিবার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হল, ঐ সকল লোক যারা কাব্য জগতে এত বেশী ব্যস্ত ও জড়িত হয়ে পড়েছে যে, যিকির, ইবাদত ও কুরআন থেকে উদাসিন হয়ে গেছে। ইমাম বুখারী (রহ.) এ সব কিছুকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। এবং সেখানে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) এর এ হাদীসও উল্লেখ করেছেনঃ

لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريره خير من أن يمتلئ شعرا.

অর্থঃ কোন ব্যক্তির পেট কবিতা দিয়ে ভরার চেয়ে পূঁজ দিয়ে ভরা উত্তম।

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমার নিকট এর অর্থ হল, যখন কাব্য চর্চা কুরআন, আল্লাহর যিকির এবং ইলমী ব্যস্ততার উপর প্রাধান্য পাবে। আর যদি কবিতা চর্চার উপর ঐগুলোর প্রাধান্য থাকে, তাহলে তা নিন্দার উর্দ্ধে। অনুরূপ ভাবে যে কবিতায় অশ্লীল বিষয়, মানুষের কুৎসা আছে বা শরীয়ত বিরোধী বক্তব্য আছে, তা উম্মতের সম্মিলিত সিদ্ধানাযুয়ী হারাম ও নাজায়িয। এ বিধান শুধু পদ্যের ক্ষেত্রেই নয়, গদ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[২৬৭]

---

২৬৬. ফতহুল বারী।
২৬৭. কুরতুবী।

www.pathagar.com

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নিজ গভর্ণর আদী বিন নযলাহকে গভর্ণর পোষ্ট থেকে এ জন্যই বরখাস্ত করেছেন যে, সে অশ্লীল কাব্য চর্চা করত। হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) এ অপরাধেই আমর বিন রবীআ ও আবুল আসকে দেশান্তর করেছিলেন। শেষে আমর বিন রবীআ তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়েছিল।[২৬৮]

হযরত ইউসুফ (আ.) এর কবর সম্পর্কে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা

ইবনে আবী হাতেমের একটি হাদীস আছে যে, রাসূল (সা.) এক গ্রাম্য লোকের বাড়িতে মেহমান হলেন। সে রাসূল (সা.) কে অনেক সেবা-যত্ন করল। বিদায়ের মুহূর্তে রাসূল (সা.) বললেন, মদীনায় গিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করো। কিছু দিন পর গ্রাম্য লোকটি রাসূল (সা.) এর কাছে আসল। রাসূল (সা.) বললেন, কোন সমস্যা বা প্রয়োজন আছে? সে বলল, হাওদাসহ একটি উটনী দিন আর দুধ ওয়ালা একটি ছাগল দিন। রাসূল (সা.) বললেন, আফসোস! তুমি বনী ইসরাঈলের জনৈক বৃদ্ধা মহিলার ন্যায় কোন কিছু চাওনি। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন, বনী ইসরাঈলের মহিলার ঘটনা আবার কি?

তখন রাসূল (সা.) বললেন, হযরত মূসা (আ.) মিশর থেকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে চলতেছিলেন। মাঝ পথে আঁধারের কারণে রাস্তা হারিয়ে লোকজনকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, এ বিদ্ঘুটে আঁধারের কারণ কি? তখন বনী ইসরাঈলের উলামাগণ বললেন, হযরত ইউসুফ (আ.) ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে আমাদের থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যখন আমরা মিশর ত্যাগ করব, তখন যেন তার মরা দেহ এখান থেকে নিয়ে যাই। হয়ত এ কারণে এ অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কার জানা আছে যে, ইউসুফ (আ.) এর কবর কোথায়? সকলে বলল, আমাদের জানা নাই। তবে আমাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা মহিলার জানা আছে। হযরত মূসা (আ.) উক্ত বৃদ্ধার নিকট একজন লোক পাঠিয়ে দিয়ে বলল যে, সে যেন আমাকে

---

২৬৮. কুরতুবী, মাআরেফুল কুরআন: খ.৬, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫।

www.pathagar.com

হযরত ইউসুফ (আ.) এর কবরের সন্ধান দেয়। মহিলা বলল, দেখাব, তবে তার আগে নিজ প্রাপ্তি আদায় করে নিব। মূসা (আ.) বললেন, বল তোমার কী চাহিদা আছে? সে বলল, জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই।

মূসা (আ.) এর জন্য তার এ চাহিদা অত্যন্ত ভারী মনে হল। কিন্তু তখনই ওহী আসল যে, তুমি তা মেনে নাও। মূসা (আ.) মেনে নিলেন, মহিলা তাকে একটি জলাশয়ের নিকট নিয়ে গেল। যার পানির রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। মহিলা বলল, এর পানিগুলো সেঁচে ফেল। পানি সেঁচার পর যখন যমীন দৃষ্টিতে আসতে লাগল, তখন সে বলল, এখন এখানে খনন কর। খনন করার পর কবর দৃষ্টিতে আসল। সেখান থেকে লাশ সাথে নিয়ে চলতে লাগল। রাস্তা দৃষ্টিতে আসতে লাগল। ফলে হারিয়ে যাওয়া রাস্তা পুনরুদ্ধার হল।[২৬৯]

নীল নদের নিকট হযরত উমরের চিঠি

বর্ণিত আছে যে, যখন মিশর বিজিত হল, তখন হযরত আমর ইবনুল আসের নিকট মিশরবাসী এসে বলতে লাগল, আমাদের প্রাচীন প্রথানুযায়ী আমরা নীল নদকে একটি উপঢৌকন দেই। যদি না দেই, তাহলে এ নদে পানি আসে না। কাজটা আমরা এভাবে করি যে, কোন পিতা-মাতার আদুরে কুমারী কন্যাকে তাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, অনুনয়-বিনয় করে রাজি করে তাদের কোল থেকে নিয়ে আসি। তারপর তাকে সুন্দর কাপড় পরিয়ে দামী অলংকার দিয়ে সাজিয়ে নীল নদে নিক্ষেপ করি। তারপর তার পানিতে জোয়ার আসে। নতুবা সর্বাবস্থায় পানির মধ্যে ভাটা চলতে থাকে।

মিশর বিজেতা সিপাহসালার হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন, এটা একটা জাহেলী প্রথা। ইসলাম এ সকল প্রথার অনুমতি দিতে পারে না। কারণ ইসলাম তো এ সকল কুসংস্কারকে মূলোৎপাটন করার জন্য এসেছে। সুতরাং তোমরা তা করতে পার না। অবশেষে তারা বিরত ছিল।

এ দিকে পুরা মাস শেষ হতে চলল, চাষাবাদের যোগ্য পানি জোয়ারের মাধ্যমে নীল নদে আসেনি। নদও আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাচ্ছে। (চাষাবাদ না করতে পেরে) মানুষ সমস্যা অনুভব করে মিশর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে লাগল।

---

২৬৯. ইবনে কাসীর: খ.৪, পৃ. ৩৩।

www.pathagar.com

এমন সময় মিশরের বিজেতা হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কেন্দ্রীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) কে বিষয়টি জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এক সময় জানিয়েও দিলেন। জবাবে হযরত উমর (রা.) বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। এখন আমি নীল নদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠিটি আপনি নদের মাঝে ফেলে দিবেন। হযরত আমর (রা.) চিঠিটি পেয়ে পড়লেন, যার মধ্যে লেখা ছিলঃ

"আল্লাহর বান্দা মুসলমানদের আমীর উমরের পক্ষ থেকে এ পত্র নীল নদের উদ্দেশ্যে। যদি তুমি নিজ সিদ্ধান্তেই প্রবাহিত হয়ে থাক, তাহলে তোমার আর প্রয়োজন নাই, তুমি থাম। আর যদি তুমি এক পরাক্রমশালী খোদার ইচ্ছায় প্রবাহিত হও, তাহলে আমরা সেই আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।

বাহিনীর প্রধান চিঠিটি নিয়ে নীল নদে ফেলে দিল। এক রাত শেষ না হতেই ষোল হাত উচ্চতা দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া শুরু হল। সাথে সাথে মিশরের চেহারা পাল্টে গেল।

শুস্কতা সিক্ততায় দূর্দিন সুদিনে পরিণত হল। চিঠি পড়ার সাথে সাথে জনপদ থেকে জনপদ সুজলা-সুফলা হয়ে উঠল। নীল নদ তার স্ব-গতিতে প্রবাহিত হতে লাগল। ফলে প্রতি বছর যে জান উৎসর্গ করা হত, তা রক্ষা পেল। আর মিশর থেকে এ কুসংস্কার স্থায়ীভাবে বিদায় নিল।[২৭০]

সাপের মাধ্যমে হযরত হাসান-হুসাইনকে হেফাযত

হযরত সালমান (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূর (সা.) এর পার্শ্বে বসা ছিলাম। এমন সময় হযরত উম্মে আইমান (রা.) আসরেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাসান-হুসাইন হারিয়ে গেছে। তখন বেলা বেশ পড়ে গেছে। শুনে সকলেই নিজ পথ ধরে তালাশ করতে বেরিয়ে পড়ল। আর আমি হুযূরের পথ ধরে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে হুযূর (সা.) এক সময় একটি পাহাড়ের পাদদেশে এস দাঁড়ালেন। সেখানে দেখেন হযরত হাসান ও হুসাইন

---

২৭০. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ খ.৪, পৃ. ২৩১।

www.pathagar.com

একে অন্যকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটি বিষধর সাপ নিজের লেজের উপর দাঁড়িয়ে এদের দিকে ফিরে ছিল। যার মুখ থেকে অগ্নি শিখা বাহির হচ্ছিল। (সম্ভবত বাচ্চা দুটিকে আগে যাওয়ার থেকে বাধা দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা এ বিষাক্ত সাপ পাঠিয়েছেন।) রাসূল (সা.) দ্রুত সাপের পার্শ্বে গেলেন। সাপটি হুযূর (সা.) এর দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার দেখল, তারপর একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। তারপর নবী কারীম (সা.) তাদের দুই জনের নিকট গিয়ে তাদেরকে পৃথক করে দিলেন। এবং উভয়ের চেহারায় হাত মুছে দিলেন। তারপর বললেন, তোমাদের উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আল্লাহ তাআলার নিকট তোমাদের মর্যাদা কতই না বেশী। তারপর উভয়কে কাঁধে বসিয়ে রওয়ানা করলেন।

আমি (সালমান) বললাম, তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে তোমাদের বাহন অত্যন্ত দামী বাহন। রাসূল (সা.) এ কথা শুনে বললেন, এই দুই আরোহীও দামী আরোহী, তবে তাদের পিতা-মাতা তাদের থেকেও দামী ও সম্মানিত।[২৭১]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মুখের লোকমার বরকতে লজ্জাহীন নারী লজ্জাবতী নারীতে পরিণত হল

হযরত আবূ উমাম (রা.) বর্ণনা করেন যে, একজন নারী ছিল, যে পুরুষের সাথে নির্লজ্জ সব কথা-বার্তা বলত। এবং সে বাচাল প্রকৃতির ছিল। একদা সে নবী কারমি (সা.) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি একটি উঁচু জায়গায় বসে সারীদ খাচ্ছিলেন। মহিলাটি বলল, তাকে দেখে মনে হচ্ছে, গোলাম বসে বসে খাচ্ছে। রাসূল (সা.) বলেন, আমার থেকে বেশী গোলামী করতে পারে এমন বান্দা কে আছে?

এরপর সে মহিলা বলল, সে নিজেও খাচ্ছে, কিন্তু আমাকে খাওয়াচ্ছে না। হুযূর (সা.) বললেন, নাও, তুমিও খাও। সে বলল, আমাকে নিজ হাতে খাবার দিন। নবী কারীম (সা.) নিজ হাতে দিলে সে বলল, আপনার মুখে যা আছে, সেখান থেকে দিন। রাসূল (সা.) সেখান থেকেই দিলেন। সে তা খেয়ে নিল। (এ খাবারের বরকতে) তার লজ্জাহীনতার উপর লাজুকতা বিজয় লাভ

---

২৭১. হায়াতুস সাহাবা: খ.২, পৃ. ৮৬৯।

www.pathagar.com

করল ও প্রভাব ফেলল। তারপর সে মৃত্যু পর্যন্ত আর কারো সাথে নির্লজ্জ কথা-বার্তা বলেনি।[২৭২]

ইমাম আবূ হানীফার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক কিছু ঘটনাবলী

প্রথম ঘটনা: জনৈক পুরুষ তার স্ত্রীকে অত্যন্ত মুহাব্বত করলেও স্ত্রী তেমন কোন মুহাব্বত করত না। কারণ স্ত্রী তালাকের প্রত্যাশা করত। কিন্তু স্বামী তালাক দিত না। স্ত্রী মুক্তি পাওয়াব জন্য চেষ্টা করত; কিন্তু স্বামী তা মেনে নিত না।

এক দিন উভয়েই বসে কথা-বার্তা বলছিল। একপর্যায়ে হাঠাৎ স্ত্রী চুপ করে গেল। স্বামী ত চেষ্ট করেও তাকে দিয়ে কথা বলাতে পারল না। বাধ্য হয়ে সে বলল, সুবহে সাদিকের আগে আগে যদি কথা না বল, তাহলে তোমাকে তালাক। স্ত্রী তো মহা খুশী। ব্যাস, সে চুপ হয়ে থাকল, কিভাবে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বেচারা এবার মস্ত বড় পেরেশানীতে পড়ল। সে প্রতি মুহূর্তে ডাকার চেষ্টা করছে; কিন্তু স্ত্রী কোনই জবাব দেয় না।

পুরুষটি বুঝে গেল যে, তার স্ত্রী তালাক নিতে চাচ্ছে। তাই সে এবার ফুকাহা ও মুফতীদের দরবারে দৌড় ঝাঁপ শুরু করল। যে ঠকীহের কাছেই যায়, সেই বলে যে, যদি সকাল পর্যন্ত সে এভাবে চুপ থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। কারণ এ শর্ত তো তুমিই দিয়েছ। ফলে যখন তা পাওয়া যাবে, তখন তা কার্যকর হবে। ফলে এখন রাস্তা একটাই আর তা হল, সুবহে সাদিকের আগে অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে তার মুখ থেকে কথা বের কর। নতুবা সুবহে সাদিক হলে সে তোমার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। সকল ফকীহ একই জবাব দিল।

অবশেষে সে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর নিকট গেল। সে মাঝে-মধ্যে এ ইমামের দরবারে আসত। কিন্তু ইমাম তাকে আজ দুঃশ্চিন্তা ও হতাশাগ্রস্থ বলে আবিস্কার করল। ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করল, আর তোমার কী হল? সে বিস্তারিত ঘটনা শুনিয়ে দিল।

---

২৭২. প্রাগুক্ত: খ.২, পৃ. ৭০৪।

www.pathagar.com

ইমাম সাহেব বললেন, যাও তালাক হবে না। নিশ্চিত থাকুন। সে প্রশান্ত হৃদয়ে ফিরে আসল। এবার সমকালের ফুকাহাগণ ইমাম আবূ হানীফার সমালোচনা করতে লাগল যে সে হারামকে হালাল বলে। স্পষ্ট ভাষায় আদেশ দিল, তালাক হবে না।

এদিকে সুবহে সাদিকের আধা ঘন্টা বাকী থাকতেই ইমাম সাহেব মসজিদে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাহাজ্জুদের আযান দেওয়া শুরু করল। মহিলাটি যখন আযানের আওয়ায শুনল, ভাবল সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। তাই সে স্বামীকে বলল, তালাক হয়ে গেছে। এবার তোমার কাছে থাকব না। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, সুবহে সাদিক হয়নি। বরং এ আযান তাহাজ্জুদের ছিল। লোকজন স্বীকার করল, সত্যই ইমাম সাহেব ফকীহ এবং মুদাব্বির।

দ্বিতীয় ঘটনা: একদা কুফায় একটি গৃহে চুরি হল, চোর যাওয়ার সময় ঘরের লোকদেরকে কসম দিয়ে বাধ্য করল যে, যদি আমাদের পরিচয় তুমি কারোর কাছে প্রকাশ কর, তাহলে তোমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। বেচারা অসহায়ের মত বাধ্য হয়ে কসম দিল। আর এ দিকে চোর ঘরের সমস্ত সামানপত্র নিয়ে পালিয়েছে। এখন ঘর ওয়ালা বহুত পেরেশান। সে চিন্তা করল যদি আমি এখন চোরের ঠিকানা কারোর কাছে বলে দেই, তাহলে মাল তো পাওয়া যাবে, কিন্তু স্ত্রী বিদায় নিবে। আর যদি চোরের কথা কারোর কাছে না বলি, তাহলে স্ত্রী তো থাকবে, কিন্তু সামানগুলো আর পাব না। ঘর এভাবে খালী থাকবে। ফলে সে এখন মালপত্র ও স্ত্রী কোনটাকে বর্জন করে কোনটাকে গ্রহণ করবে? এমন একটা টানা-পোড়েনের মধ্যে সময় কাটাচ্ছে। এ ঘটনা কারোর কাছে বলতেও পারছে না।

সে একদা ইমাম সাহেবের দরবারে উপস্থিত হল বহুত দুঃচিন্তা নিয়ে। ইমাম সাহেব তাকে দেখে বললেন, বহুত হতাশাগ্রস্থ মনে হচ্ছে তোমাকে? সে বলল, হযরত ! সমস্যার কথাটি আমি বলতেও পারছি না। ইমাম সাহেব বললেন, সামান্য কিছু বল।

সে বলল, হযরত! যদি আমি বলি, তাহলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। ইমাম সাহেব বললেন, তাহলে সংক্ষিপ্ত করে বল। সে বলল, হযরত! চুরি হয়ে

www.pathagar.com

গেছে। এ দিকে আমি অঙ্গীকার করেছি যে, চোরদের পরিচয় বললে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। অথচ চোর কে তা আমার জানা আছে। সে এ মহল্লারই। ইমাম সাহেব বললেন, নিশ্চিন্ত থাক। তোমার স্ত্রী তো যাবে-ই না, উপরন্তু তোমার মালও তোমার হাতে ফিরে আসবে।

কুফায় আবার হৈ চৈ শুরু হল। মানুষ বলাবলি করতে লাগল যে, ইমাম আবূ হানীফা কী করছে? ইহা তো একটি অঙ্গীকর, যা তাকে পূর্ণ করতেই হবে। ফলে সে হয় মাল হারাবে, নয় স্ত্রী হারাবে। কিভাবে সে এ কথা বলল যে, মালও যাবে না, স্ত্রীও হারবে না? এ কারণে সকল ফুকাহাগণ অস্থির হয়ে উঠলেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) তাকে বললেন, এখন যাও। কাল যোহরের নামায মহল্লার মসজিদে এসে পড়বে। ইমাম সাহেব যোহরের নামায ঐ মসজিদে পড়েন। নামাযের পর এ'লান করা হল, মসজিদের দরজা নামাযান্তে বন্ধ করে দেওয়া হবে। কেউ বাহিরে যেতে পারবে না। এরপর একটি দরজা খুলে দেওয়া হল, যার এক পার্শ্বে নিজে বসলেন, অন্য পার্শ্বে তাকে বসালেন। প্রতি মুসল্লি বাহির হওয়ার সময় যদি সে চোর না হয়, বলবে সে চোর নয়। আর প্রকৃত চোর বাহির হওয়ার সময় কিছু না বলে চুপ করে বসে থাকবে। এ ভাবে তার বলা ছাড়াই সমস্ত চোর ধরা পড়ে গেল। ফলে চোরও ধরা পড়ল, মালও হাতে আসল। স্ত্রীও ঘরেই রইল। অর্থাৎ তালাক হয়নি। এ ভাবেই সমস্যাটির সমাধান হল। এ সব ছিল তার মেধার ফলাফল।[২৭৩]

দেশদ্রোহী, ডাকাত এবং পিতা-মাতার হত্যাকারীর জানাযা নাই

প্রশ্ন: হত্যকারীকে হত্যা করা হবে, না ফাঁসী দেওয়া হবে? তার জানাযা সম্পর্কে বিধান কি? যদি পিতা-মাতার হত্যাকারী হয়, তাহলে তার জানাযার বিধান কি? ফাসেক, পাপাচার, যিনাকারীর মৃত্যুতে তার জানাযার বিধান কি?

জবাব: জানাযা প্রত্যেক গুনাহগার মুসলমানের পড়া উচিত। তবে বিদ্রোহী এবং ডাকাত, সরাসরি মুকাবালা করতে গিয়ে যদি মারা যায়, তাহলে

---

২৭৩. প্রাগুক্ত: খ.৩, পৃ. ১৩২।

www.pathagar.com

তার জানাযা পড়া উচিত। অনুরূপভাবে কেউ যদি তার পিতা-মাতার কাউকে হত্যা করে, তাহলে কিসাস হিসাবে তাকেও হত্যা করা উচিত। এবং তার জানাযা না পড়া উচিত। হ্যাঁ, সে যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তাহলে তার জানাযা পড়া যেতে পারে। তবে দ্বীনের লাইনে বড়রা যেন তার জানাযা না পড়ে।[২৭৪]

চিল্লার ভিত্তি

প্রশ্ন: তাবলীগের লোকেরা চিল্লায় বাহির হওয়ার জন্য বেশী তাকীদ দিতে থাকে। চিল্লার কি কোন ভিত্তি আসলেই আছে? কী কারণে তারা চিল্লা লাগাতে বলে?

জবাব: লাগাতার চল্লিশ দিন আমলের অনেক ফযীলত আছে। চল্লিশ দিন ধারাবাহিক আমলের দ্বারা রূহের উপর ভাল প্রভাব পড়ে। হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে চল্লিশ দিন এ'তেকাফ করেছিলেন। তারপর তাওরাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সুফিয়ায়ে কিরামের খানকাতেও চিল্লার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয। সুতরাং একেবারেই ভিত্তিহীন নয়।

এক হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন:

যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত তাকবীরে উলার সাথে জামাতে নামায পড়বে, তাকে দুইটি পুরুস্কার দেওয়া হবে। প্রথমত: জাহান্নাম থেকে মুক্তি, দ্বিতীয়ত: নেফাক থেকে মুক্তি।[২৭৫]

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, মানুষের অবস্থা পরিবর্তনে চিল্লার বিশেষ ভূমিকা আছে। সাথে সাথে এ-ও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বীর্য যখন নারীর গর্ভে যায়, তো প্রথম চল্লিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রক্তটুকরা, তার পর গোশতের রূপ নেয়। তারপরের চিল্লায় পূর্ণ গোশতের শক্ত টুকরার আকার ধারণ করে। তারপর সেখান থেকে ১ চিল্লার পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং হাড্ডি জন্ম নেয়। এভাবে তিন চিল্লা তথা চার মাস পর তার মধ্যে জান আসে।[২৭৬]

---

২৭৪. আপকে মাসায়েল আওর উন কা হল: খ.৩, পৃ. ১৩২।

২৭৫. তিরমিযী শরীফ: খ.১, পৃ. ৩৩।

২৭৬. বয়ানুল কুরআন।

www.pathagar.com

হযরত উমর ফারুক (রা.) এর যুগে এক নারীর উপর এক ব্যক্তি আশিক হয়ে পড়ল। এভাবে এক সময় সে উদ্ভ্রান্তের মত হয়ে গেল। কিন্তু মহিলাটি সতিসাধ্বি এবং বুদ্ধিমতি। সে লোকটিকে বলল, চল্লিশ দিন হযরত উমর (রা.) এর পিছনে তাকবীরে উলার সাথে নামায পড়, তারপর তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করব। চল্লিশ দিন এভাবে নামায পড়ার পর তার চিত্র পরিবর্তন হয়ে গেল। এবং তার রূপক ইশক বাস্তব ইশকের রূপ নিল। এতদিন সে ঐ মহিলার আশেক ছিল। এখন সে আল্লাহর আশেক ও প্রেমিক হয়ে গেল। আল্লাহর প্রেম তার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হতে লাগল। এ ঘটনা হযরত উমর (রা.) এর কানে পৌছলে তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। নিশ্চয়ই নামায নির্লজ্জ ও অন্যায় কাজ থেকে বাধা দেয়।[২৭৭]

নোটঃ একটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইখলাসের সাথে আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে হেকমত ও প্রজ্ঞার ঝর্ণা চালু করে দিবেন।[২৭৮]

আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়বে কি না?

প্রশ্নঃ আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির জানাযা জায়িয কি না?

জবাবঃ নিঃসন্দেহে আত্মহত্যা কবীরা গুনাহ। কিন্তু শরীয়ত তার জানাযা পড়ার অনুমতি দিয়েছে। যদি দ্বীনের লাইনে বড়রা মানুষের শিক্ষার জন্য তার জানাযা থেকে বিরত থাকে, তার অবকাশ তাদের জন্য রয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের জন্য তার জানাযা পড়া জরুরী। বিনা জানাযায় দাফন করবে না।

হাদীস শরীফে আছে, মুসলমানদের নামাযে জানাযা তোমাদের উপর জরুরী। চাই সে গুনাহগার হোক বা নেককার হোক।[২৭৯]

যদি কেউ আত্মহত্যা করে, চাই ইচ্ছা করেই হোক, তাকে গোসল দেওয়া ও তার জানাযা পড়া চাই। এরই উপর ফাতাওয়া।[২৮০] সঠিক জবাব আল্লাহই ভাল জানেন।[২৮১]

---

২৭৭. আনকাবূতঃ ৪৫, ফাতাওয়ায়ে রহিমীয়্যাঃ খ.৬, পৃ. ৩৮৪।

২৭৮. রূহুল বয়ান, মাআরেফুল কুরআনঃ খ.৪, পৃ. ৫৮।

২৭৯. দুররে মুখতার।

www.pathagar.com

শুক্রবারে মৃত্যুর ফযীলত

প্রশ্নঃ জুমার দিনের ফযীলতের কথা (হাদীসে) বর্ণিত হয়েছে। এ ফযীলত কখন থেকে কখন পর্যন্ত কার্যকরী হবে।

জবাবঃ হাদীস শরীফে জুমার দিনে বা রাতে ইন্তেকালকারী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, সে মুনকার ও নাকীরের জবাবদিহিতা থেকে নিরাপদে থাকবে।

হাদীস শরীফে এমন আছে, আট ব্যক্তিকে কবরে প্রশ্ন করা হবে না। তন্মধ্যে যে শুক্রবার দিনে বা রাতে মারা যায়।[২৮২]

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, যে কোন মুসলমান শুক্রবার দিনে বা রতে মারা যায়, আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করেন।[২৮৩]

নবীদের নামের উৎস

১. আদম শব্দের অর্থ গম ভক্ষক। এ নামটি তাঁর শরীরের রংয়ের পরিচায়ক।

২. নূহ অর্থ আরাম। পিতা তাকে আরামের যোগ্য বলে নির্দ্ধারণ করেছিল।

৩. ইসহাক অর্থ হাসুটে। হযরত ইসহাক (আ.) সর্বদাই হাস্যোজ্জল চেহারায় থাকতেন। এক কারণে তাকে ইসহাক নামে ডাকা হত।

৪. ইয়াকুব অর্থঃ পশ্চাদগমনকারী। তিনি তার ভাই ইসের সাথে জোড়া সন্তান হিসাবে ভুমিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু পরে আসেন। এ জন্য তাকে এ নামে ডাকা হয়।

৫. মূসা অর্থ পানি হতে বহির্গমনকারী। তাকে সিন্দুক থেকে বাহির করার কারণে তাকে এ নামে ডাকা হয়।

---

২৮০ . দুররে মুখতার, শামীঃ খ.১, পৃ. ৮১৫।

২৮১. ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহঃ খ.১, পৃ. ৩৬৮।

২৮২. দুররে মুখতার মাআশ শামীঃ খ.১, পৃ. ৭৯৮।

২৮৩. আহমদ, তিরমিযী, মিশকাতঃ ১২১, মুহাম্মদ আমীন।

www.pathagar.com

৬. ইয়াহইয়া অর্থ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী। বৃদ্ধ পিতা-মাতার দীর্ঘ আমা পূরণের প্রতীক।

৭. ঈসা অর্থ লাল রং। চেহারা ফুলের আকৃতিতে হওয়ার কারণে তাকে এ নামে ডাকা হয়।

পাঁচ ব্যক্তি আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে থাকে

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) কে বলতে শুনেছি যে,

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বাহির হয়, সে আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে প্রবেশ করে।

২. যে কোন অসুস্থ রুগীকে দেখতে যায়, সেও আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে।

৩. যে সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যায়, সেও আল্লাহর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে।

৪. যে সাহায্য করতে শাসকের কাছে যায়, সেও নিরাপত্তা বেষ্টনীতে।

৫. যে ঘরে বসে থাকে কারোর গীবত বা নিন্দা জ্ঞাপন করে না, সেও আল্লাহ তাআলার বেষ্টনীতে।[২৮৪]

অসুস্থ রুগীকে দেখতে আসার এক চমৎকার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) অন্তিম সয্যায় ছিলেন। লোকজন তাকে দেখতে আসছিল। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর শিক্ষা হল, রুগীকে দেখতে এসে বেশীক্ষণ যেন অপেক্ষা না করে। অর্থ যতদ্রুত সম্ভব বেরিয়ে আসবে। অসুস্থ রুগীর পাশে বেশী সময় কাটাবে না। কেননা অনেক সময় রুগীর নির্জনতার দরকার হয়, সে মানুষের উপস্থিতিতে নিক কাজ-কর্মগুলো স্বাভাবিকভাবে করতে পারে না। এ কারণে দ্রুত চলে এসে তার আরামের ব্যবস্থা করা উচিত।

যাই হোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এক লোক তাকে দেখতে এসে এমনভাবে বসল যে, আর যাওয়ার কথা যেন তার মনে নাই। এ দিকে অনেক মানুষ সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত করে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু

---

২৮৪. হায়াতুস সাহাবাঃ খ.২, পৃ. ৮১৫।

www.pathagar.com

তার কোন যাওয়ার আলামত নাই। এ দিকে হযরত আব্দুল্লাহ এ অপেক্ষায় আছেন যে, সে বিদায় নিলে নিজের একান্ত কিছু কাজ সেরে নিবেন। কিন্তু সে যায় না, আবার বলতেও পারে না।

অনেক সময় অপেক্ষার পর লোকটার মধ্যে যখন উঠার কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। তখন তিনি বললেন, অসুস্থতার এক কষ্ট তো আছে; কিন্তু এই যে সাক্ষাতকারীরা এসে আরেক মুসীবত চাপাচ্ছে, এর সমাধান কি?

তিনি ভেবেছিলেন, হয়ত সে বিষয়টি বুঝে চলে যাবে। কিন্তু সে তাতেও বুঝল না। এবং বলল, হযরত অনুমতি দিলে কারার দরজা বন্ধ করে দেই। যাতে কেউ আসতেই না পারে। হযরত ইবনুল মুবারক বললেন, হ্যাঁ, বন্ধ কর তবে, ভিতর থেকে না করে বাহির থেকে কর।

কিছু লেক সমাজে আছে, যাদের সাথে কখনও এমন আচরণ বাধ্য হয়ে করতে হয়। তবে সর্বদাই এমন করবে না। যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবে যে, আমার আচরণের দ্বারা কেউ যেন এ কথা না মনে করে যে, আমাকে বর্জন করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে এ সকল সুন্নতের উপর আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন।[২৮৫]

হুযূর (সা.) এর সাথে সাক্ষাত কিভাবে সম্ভব

বুযুর্গানেদ্বীন লিখেন, যে ব্যক্তির মনে নবী কারীম (সা.) এর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ জাগে, সে শুক্রবার রাতে নিম্নের নিয়মে দুই রাকাত নামায পড়বে। প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়ে এগারোবার আয়াতুল কুরসী, এগার বার সূরা ইখলাস পড়বে। এই নিয়মে দ্বিতীয় রাকাত নামাযও পড়বে। অবশেষে সালাম ফিরিয়ে একশত বার এই দরুদ শরীফ পড়বেঃ

اللهم صلي علي محمد النبي الأميّ وعلى أله وأصحابه وبارك وسلم.

যদি কোন ব্যক্তি কয়েকবার এ আমল করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার সাথে রাসূল (সা.) এর সাক্ষাত করাবেন। তবে শর্ত হল, আকাংখা ও কামনা প্রবল হতে হবে এবং গুনাহ বর্জন করতে হবে।[২৮৬]

---

২৮৫. ইসলাহী খুতুবাত: খ.৬, পৃ.২০৯।

২৮৬. প্রাগুক্ত: খ.৬, পৃ. ১০৪।

www.pathagar.com

আট ধরণের মানুষকে কবরে প্রশ্ন করা হবে না

শামীতে আছে, কবরে যাদের কাছে প্রশ্ন করা হবে না, তারা আট ধরণের মানুষ। যথা:

(১) শহীদ (২) ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারাদার। (৩) মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী। (৪) মহামারীর সময় মহামারী ছাড়া অন্য কোন অসুস্থতায় মারা গেলে। যদি সে অসুস্থতার উপর ধৈর্যধারণ করে এবং সওয়াবের আশা করে (৫) সিদ্দীক (৬) শিশু (৭) শুক্রবার দিনে বা রাতে মৃত্যুবরণকারী (৮) প্রত্যেক রাতে সূরা মুলুক পাঠকারী। অনেকে আবার এর সাথে সূরা সিজদাকেও মিলিয়েছেন। অনেকে মৃত্যুর সময় قل هو الله أحد পাঠকারীকেও এ তালিকায় ফেলেছেন। ব্যাখ্যাকারক এ তালিকায় নবীদের নামও অন্তর্ভূক্ত করেছেন। কারণ তাঁরা মর্যাদায় সিদ্দীকীনদের থেকেও আগে।[২৮৭]

ইবরাহীম ইবনে আদহামের পিতার খোদাভীতি

বর্ণিত আছে যে, একদা আদহাম (রহ.) এর পিতা বুখারার বাগিচা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি একটি পানির ড্রেনের পার্শ্বে বসে অযু করছিলেন। যে ড্রেনটি বাগিচার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। তিনি দেখলেন ড্রেনের উপর দিয়ে একটি আপেল ভেসে আসছে। মনে মনে ভাবলেন এ আপেলটি খেলে কি-ই বা হবে? তাই হাতে নিয়ে খেয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পরেই মনে হল, আমি তো ফলটির মালিকের অনুমতি নেইনি। ফলে কাজটি নাজায়িয হয়েছে। এ কারণে তিনি বাগিচার মালিককে জানাতে গেলেন, যাতে তার অনুমতিক্রমে ফলটি হালাল হয়ে যায়।

সুতরাং আনুমানিক যেখান থেকে এ ফলটি আসার সম্ভাবনা ছিল সেখানে গিয়ে মালিকের অনুসন্ধান করল। তারপর দরজায় গিয়ে আওয়ায দিল। আওয়ায শুনে একটি ছোট মেয়ে বেরিয়ে এল। তিনি তাকে বললেন, আমি বাগিচার মালিকের সাথে সাক্ষাত করতে চাই। তাকে একটু পাঠিয়ে দাও। মেয়েটি বলল, সে মহিলা। তিনি বললেন, তাহলে জিজ্ঞাসা কর; আমি আসি? তারপর মালিক অনুমতি দিলে তিনি মহিলার নিকট গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা

---

২৮৭. শামী: খ.১,পৃ.৫৭২।

www.pathagar.com

খুলে বললেন। মহিলা বলল, এ বাগানের অর্ধ আমার আর বাকী অর্ধ বাদশাহর। সে বলখের সফরে গেছে। বুখারা থেকে যা দশ দিনের রাস্তা। মহিলা তার অর্ধ ফলের দাবী ক্ষমা করে দিল।

বাকী রইল আধা ফল। সে তা মাফ করাতে বলখে গেল। সে সেখানে পৌঁছে দেখল যে, বাদশাহর বাহন বিশাল বাহিনীর সাথে যাচ্ছে। এমন সময় সে বাদশাহকে ঘটনার পুরাটা শুনিয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হল। বাদশাহ বলল, এখন তো আমি কিছু বলতে পারছি না। আগামী কাল আমার কাছে এসো। এ দিকে বাদশাহর ছিল এক সুন্দরী কন্যা। দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহর পুত্রদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এসেছে; কিন্তু কন্যার পিতা তা গ্রহণ করেনি। কারণ কন্যা ইবাদতকারী আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে মুহাব্বত রাখত। ফলে তার ইচ্ছা ছিল কোন মুত্তাকী পরহেযগার ছেলের সাথে তার বিবাহ হোক।

বাদশাহ যখন ঘরে ফিরল, তখন নিজ কন্যাকে আদহামের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। সাথে সাথে এ-ও বলল, আমি এমন মুত্তাকী কোথাও দেখিনি। সে অর্ধ ফল হালাল করার জন্য বুখারা থেকে এখানে এসেছে। কন্যা এ সব শুনে বিবাহে রাযী হয়ে গেল। আদহাম যখন পরের দিন বাদশাহর নিকট আসল। তখন বাদশাহ বলল, আমার কন্যাকে বিবাহ না করলে আপনার খাওয়া আধা ফলটির ক্ষমা হবে না। আদহাম সম্পূর্ণ অস্বীকার করার পরও উপায়ান্তর না দেখে বিবাহে রাযী হয়ে গেল।

সুতরাং বাদশাহ আদহামের সাথে তার কন্যাকে বিবাহ দিয়ে দিল। আদহাম যখন কন্যার সাথে নির্জন গৃহে একত্রিত হল, তখন সে সেখানে সুসজ্জিত বর্ণিল গৃহে পরমা সুন্দরী এক অলংকারে ঢাকা নারীকে আবিস্কার করল। আদহাম সে গৃহে প্রবেশ করে এক কোনায় গিয়ে নামাযে লিপ্ত হয়ে পড়ল। আর এভাবে সকাল হয়ে গেল। এমনি করে সে সাত সাতটি রাত পার করল। এখনও বাদশাহ তার আধা ফল মাফ করেনি। ইতিমধ্যে সে বাদশাহর নিকট মাফের সংবাদ দিয়ে লোক পাঠাল। বাদশাহ বলল, আমার কন্যার সাথে যতক্ষণ সহবাস না হবে, ততক্ষণ ক্ষমা করব না। তারপর আবার রাত্র আসল, সে বাদশাহর কন্যার সাথে সহবাস করতে বাধ্য হল। তারপর তিনি গোসল

www.pathagar.com

করে নামায পড়লেন। এক সময় সিজদারত অবস্থায় চিৎকার দিয়ে মুসল্লার উপর মারা গেলেন। মানুষ খোঁজ নিয়ে দেখেন তিনি মারা গেছেন।

তারপর এ কন্যার থেকে ইবরাহীম জন্মেছিল। যেহেতু ইবরাহীম (রহ.) এর নানার কোন পুত্র ছিল না, তাই পুরা সাম্রাজ্য তিনিই পেয়েছিলেন। সর্বশেষে তার বাদশাহী ছাড়ার ঘটনাও সকলের জানা আছে। তাও এ খোদাভীতিরু কারণেই।[২৮৮]

একটি নেকীর কারণে জান্নাতে প্রবেশ

কেয়ামতের দিন জনৈক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, যার নেকী এবং বদীর পাল্লা বরাবর হবে। তার নেকীর পাল্লাকে ঝুঁকানোর মত আর একটি নেক কাজও নাই। তারপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, যাও, কোন মানুষ তালাশ করে পাও কি না, যে এ মুহূর্তে তোমাকে একটি নেকী দিয়ে সাহায্য করবে। সে হতাশ হয়ে তালাশ করতে থাকবে। কিন্তু যার কাছেই যাবে, সেই বলবে, আমি নিজের ব্যাপারেই শংকিত, না জানি আমার পাল্লা হালকা হয়ে যায় কি না?

নেকীর প্রয়োজনীয়তা তোমার থেকে আমার বেশী। এসব কথা শুনে সে নিরাশ হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করবে, তোমার কী প্রয়োজন? সে বলবে, আমার একটি নেকীর প্রয়োজন। এ প্রয়োজনের তাকীদে আমি অসংখ্য মানুষের সাথে সাক্ষাত করেছি, তাদের হাজার হাজার নেকী থাক সত্ত্বেও তারা আমার সাথে কার্পণ্যতা করেছে। লোকটি বলবে, (বিচারের ব্যাপারে) আমার আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হয়ে গেছে। আমার আমল নামায় একটি নেকী ছাড়া আর কোন নেকী নাই। আর আমার ধারণা মুতাবিক এই নেকীটি আমার কোন ফায়দা দিবে না। তাই যাও, তুমি আমার পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসাবে নিয়ে যাও। (আর জান বাঁচাও)

সে ব্যক্তি নেকীটি নিয়ে আনন্দ করতে করতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে। জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমার কী অবস্থা? সে তার পূর্ণ ঘটনা শুনিয়ে দিবে।

---

২৮৮. সফর নামায়ে ইবনে বতুতাঃ খ.১, পৃ. ১০৬।

www.pathagar.com

তারপর আল্লাহ ঐ নেকী দাতাকেও ডাকবেন। এবং বলবেন, তোমার বদান্যতা থেকে আজেকের এ দিনে আমার বাদন্যতা অনেকগুণ বেশী। ফলে যাও নিজ ভাইয়ের হাত ধরে সোজা জান্নাতে চালে যাও।[২৮৯]

পিতার কল্যাণকামীতার কারণে জান্নাতে প্রবেশ

এমনিই আরেকটি ঘটনা। এক ব্যক্তির মীযানের দুই পাল্লাই বরাবর হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুই না জান্নাতী না জাহান্নামী। ইতিমধ্যে এই ফেরেশতা একটি সহীফা এনে বদীর পাল্লায় রাখবে। যাতে উফ (أف) শব্দ লেখা থাকবে। যা বলে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া হত। (আরবীতে) উফ শব্দটি পাহাড়ের চেয়েও বেশী কছিন শব্দ। ফলে তার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা হবে।

সে আল্লাহ তাআলারু নিকট জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে বলবেন, হে পিতা-মাতার অবাধ্য! কিসের ভিত্তিতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাস? সে বলবে, হে রব! আমি জাহান্নামের যাত্রী, সেখান থেকে আমার মুক্তির কোন সুযোগ নাই। কারণ পিতা-মাতার অবাধ্য ছিলাম। এ মুহূর্তে আমি আমার পিতাকেও জাহান্নামে যেতে দেখেছি। তাই পিতার পরিবর্তে আমার শাস্তি দুই গুণ করা হোক। আর তাকে জাহান্নাম থেকৈ মুক্তি দেয়া হোক।

এ কথা শুনে আল্লাহ তাআলা (কুদরতী) হাসি দিবেন। দুনিয়াতে অবাধ্য হয়ে আখেরাতে বাঁচাতে চাচ্ছ। ধর, তোমার পিতার হাত ধরে জান্নাতে যাও।[২৯০]

আল্লাহর কাছে আমানত রাখার এক বিরল ঘটনা

আল্লামা দিময়ারী (রহ.) বলেন, অসংখ্য গ্রন্থে আমি এ বর্ণনাটি দেখেছি। হযরত যায়েদ বিন আসলাম নিজ পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। একদা হযরত উমর (রা.) বসে বসে লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় একজন

---

২৮৯. তাযকেরাহঃ খ.১, পৃ. ৩১০, যুরকানীঃ ১২, পৃ. ৩৬০।

২৯০. আত্ তাযকেরাহ, কুরতুবীঃ খ.১, পৃ. ৩১৯, যুরকানীঃ খ.১২, পৃ.৩১৯।

www.pathagar.com

লোক নিজের একটি ছেলেকে সাথে নিয়ে মজলিসে হাযির হল। হযরত উমর (রা.) বলেন, পিতা-পুত্রের মাঝে মিলের দিক দিয়ে এদের চেয়ে বেশী কাফের পিতা-পুত্রের তুল্য কোন সম্পর্ক দেখি নাই।

সে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ছেলেটিকে তার মা মৃত্যুর পর জন্ম দিয়েছে। এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, বাচ্চাটির ঘটনা আমাকে শোনাও। তারপর লোকটি সব শুনতে লাগল। সে বলল, একবার আমি সফরের ইচ্ছা করলাম। সে সময় সে গর্ভে ছিল। আমার স্ত্রী আমাকে বলল, তুমি এমতাবস্থায় আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ। যখন আমি গর্ভ সঞ্চারের কারণে অসুস্থ আছি। এ কথা শুনে আমি দুআ পড়লাম:

أستودع الله ما في بطنك.

অর্থ: তোমার গর্ভকে আল্লাহ তাআলার নিকট আমানত রাখলাম।

এ দুআ করে আমি সফরে চলে গেলাম। কয়েক বছর পর এসে দেখি ঘরে তালা লাগন। অন্যদের থেকে জানার চেষ্টা করলাম আমার স্ত্রীর কথা। তারা বলল, সে তো মারা গেছে। আমি انا لله পড়লাম। তারপর কবরস্থানে গেলাম। আমি দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সাথে আমার চাচাতো ভাই ছিল। আমাকে সান্তনা দিল। তারপর আমরা ফিরে আসার ইচ্ছায় কয়েক গজ দূরে আসলাম। হঠাৎ কবরস্থানে এক টুকরা আগুন দেখলাম। আমি চাচাতো ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ আগুন কোত্থেকে? সে বলল, এ আগুন প্রতিরাতে ভাবীর কবরে জ্বলতে থাকে। এ কথা শুনে আমি انا لله পড়লাম আর বললাম, সে তো নেককার, তাহজ্জুদগুযার মহিলা ছিল। তুমি আমাকে আরেকবার কবরের কাছে নিয়ে যাও। সে আমাকে আবার কবরের কাছে নিয়ে গেল। আমি কবরস্থানে প্রবেশ করতেই সে সেখানে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর আমি একা একাই স্ত্রীর নিকট গেলাম। গিয়ে দেখি কবর খোলা আর তার মধ্যে স্ত্রী বসা। আর এ ছেলেটি স্ত্রীর চার পাশে ঘুরতেছে। সে দৃশ্যের দিকে তাকানো অবস্থায় আমার কানে একটি আওয়ায আসল। হে আল্লাহর নিকট আমানতকারী! নিজ আমানত ফিরিয়ে নাও। যদি তুমি তার মাকেও আল্লাহর কাছে আমানত রাখতে, তাহলে তার মাকেও ফিরে পেতে। এ গায়বী আওয়ায শুনামাত্রই

www.pathagar.com

আমার ছেলেকে উঠিয়ে নিলাম। তারপর কবর সমান হয়ে গেল। হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি যে ঘটনা বর্ণনা করলাম, আল্লাহর কসম! তা সত্য।[২৯১]

সাতাশ বছর পর আল্লাহর রাস্তা থেকে প্রত্যাবর্তন

ইমাম রবীআতুর রাই এর পিতা আবূ আব্দুর রহমান ফররুখকে বনী উমাইয়্যা-এর শাসনামলে খুরাসানের দিকে একটি যুদ্ধের কাজে যেতে হয়েছিল। এ সময় হযরত রবীআ মায়ের গর্ভে ছিলেন। ফররুখ বিদায়ের সময় স্ত্রীর নিকট তেইশ হাজার দিনার খরচের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। খুরাসান যাওয়ার পর এমন কিছু ঘটনার সম্মুখিন হয়েছিলেন যে, সাতাশ বৎসর বাড়ি (মদীনা) ফেরার সুযোগ হয়নি।

রবীআর মাতা একজন বুদ্ধিমতি নারী ছিলেন। রবীর কিশোর বয়সে পৌঁছা মাত্রই তিনি তার শিক্ষার জন্য উন্নত থেকে উন্নততর ব্যবস্থা নিলেন। এরই পিছনে তিনি তার যাবতীয় অর্থ ব্যয় করে ফেলেন। সাতাশ বছর পর ফররুখ যখন বাড়িতে (মদীনা) ফিরল, তখন সে হাতে বল্লম নিয়ে ঘোড়ার উপর বসে দরজায় আঘাত করল। আওয়ায শুনে রবীআ দরজায় হাযির। পিতা-পুত্র সামনা-সামনি। কিন্তু উভয়ের কেউ কাউকে চিনে না। রবীআ পিতা ফররুখের রণ সাজে দেখে অপরিচিত ব্যক্তি মনে করে বললঃ

" হে আল্লাহর দুশমন! তুমি কি আমার বাড়িতে হামলা করবে? ফররুখ বরল, না। তারপর সেও বলল, হে আল্লাহর দুশমন! তুমি আমার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে কেন এসেছ?"

এভাবে বাক-বিতণ্ডা চলতে চলতে একে অন্যের সাথে হাতাহাতি শুরু হওয়ার উপক্রম। হৈ চৈ হতে হতে লোকজন জমা হওয়ার শুরু হল। এক সময় এ সংবাদ ইমাম মালিকের নিকট পৌঁছল। রবীআ তখন বয়সে ছোট হলেও তার যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের সংবাদ দূর-দূরান্তে চর্চা হচ্ছিল। যে কারণে ইমাম মালিক (রহ.) এর মত মানুষও তার দরসে শরীক হত। ইমাম মালিকসহ অন্যান্য ইমামরা রবীআর সাহায্যের জন্য এখানে এসে ছিলেন। ইমাম মালিক

---

২৯১. হায়াতুল হাওয়ান: খ.২, পৃ. ১৯০।

www.pathagar.com

(রহ.) এখানে যখন পৌঁছেন, তখন রবীআ ফররুখকে বলতে ছিল, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে শাসকের হাতে তুলে দেওয়ার আগে ক্ষ্যান্ত হচ্ছি না। ফররুখ বলতে ছিল, তোমাকে বাদশাহর হাতে তুলে দেওয়ার আগে আমার জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়া মোটেও সম্ভব নয়। কারণ তুমি আমার স্ত্রীর নিকট। লোকজন উভয়ের মধ্যে সমাধানের চেষ্টা করছিল। চিল্লা চিল্লি চলতে ছিল। এমতাবস্থায় ইমাম মালিক বিন আনাসের আগমন দেখে সব চুপ হয়ে গেল। ইমাম মালিক এসে ফররুখকে বলল, জনাব! আপনি আপাতত অন্য কোন জায়গায় বিশ্রাম নিন। ফররুখ বলল, এটা তো আমারই ঘর। আমার নাম ফররুখ। আমি অমুকের গোলাম।

হযরত রবীআর মা এ কথা শুনা মাত্রই বাইরে বেড়িয়ে এলেন। দেখা মাত্রই চিনে ফেললেন। বললেন এ ফররুখ আমার স্বামী। এ রবীআ আমার ছেলে। ফররুখ যখন খুরাসানে যাচ্ছিল, তখন সে গর্ভে ছিল।

এ ঘটনা প্রকাশের পর পিতা-পুত্র কোলাকুলি করে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল। আর কাঁদতে থাকল। তারপর ফররুখ ঘরে প্রবেশ করল। পুত্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, এই বুঝি আমর সন্তান। স্ত্রী বলল, হ্যাঁ।

কিছু সময় পর ফররুখ স্ত্রীর নিকট রেখে যাওয়া দীনারের কথা জিজ্ঞেস করল। আর বলল, নাও এই চার হাজার দীনারও রেখে দাও। এ দিকে খুরাসানে যাওয়ার পূর্বে রেখে যাওয়া অর্থ রবীআর শিক্ষার পিছনে ব্যায় হয়ে গেছে। স্ত্রী প্রশ্নের জবাবে বলল, অর্থগুলো দাফন করে দিয়েছি। তাড়াহুড়ো করো না। কয়েক দিনের মধ্যে বের করে দিচ্ছি। এ দিকে সময় মত হযরত রবীআ মজিদে গমন করলেন। শুরু হল তার হাদীসের দরস। হযরত ইমাম মালিক, হাসান বিন যায়েদ ইবনু আলী (রহ.) এর মত মদীনার কিংবদন্তীরা তার দরসে শরীক ছিলেন।

দরসের সময় হলে রবীআর মাতা ফররুখকে বললেন, যাও মসজিদে নববীতে নামায পড়বে। নামাযান্তে তিনি দেখেন, হাদীসের এক বিশাল দরস শরু হয়েছে। তার শোনার আগ্রহ হল। আস্তে আস্তে কাছে আসতে লাগল। তাকে দেখে অন্যরা জায়গা করে দিল। হযরত রবী আ পিতার দিকে তাকালে দরসের ব্যাঘাত ঘটবে মনে করে মাথা ঝুঁকিয়ে নিলেন। এবং এমন ভঙ্গিমা

www.pathagar.com

পেশ করলেন, মনে হল তিনি পিতাকে একেবারেই দেখেননি। এভাবেই মাথা নিচু করে থাকায় ফররুখ তাকে মনে হল চেনেনি। তাই সে জিজ্ঞাসা করল, এ লোকটি কে? লোকেরা জবাব দিল। আবূ আব্দুর রহমানের পুত্র রবীআ।

ফররুখ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। আর বলতে লাগল আল্লাহ আমার সন্তানের মর্যাদা উঁচু করেছেন। ঘরে ফিরে স্ত্রীকে বললেন, আমি আজ তোমার পুত্রধনকে এমন মর্যাদার অধিকারী দেখেছি যে, আর কোন আলিম ও ফকীহকে এ মর্যাদার অধিকারী হতে দেখিনি।

হযরত রবীআর মা বললেন, এখন বলুন ঐ তেইশ হাজার দীনার আর এই ইলমী মর্যদার মধ্যে কোনটি আপনার নিকট প্রিয়? ফররুখ বলল, আল্লাহর কসম এ মর্যাদাই বেশী প্রিয়। রবীআর মা বললেন, আমি ঐ সব অর্থ এ সন্তানের পিছনে ব্যায় করেছি। ফররুখ বলল, তুমি অর্থগুলো সঠিক ক্ষেত্রে ব্যায় করেছ।[২৯২]

---

২৯২. এ ঘটনাটি এভাবেই বিভিন্ন কিতাবাদিতে লেখা হয়েছে। কিন্তু গবেষকরা এর সত্যতার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। হাফেয যাহাবীসহ অনেকেই ইহাকে মিথ্যা ও জাল বলেছেন। (সাফাহাত মিন সবরিল উলামা আলা শাদায়িদিল ইলমি অত তাহমীল, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ: পৃ. ৩০৮, সংস্করণ:৩, অনুবাদক।

www.pathagar.com